শ্রীশ্রীরাসলীলা

(শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২৯শ হইতে ৩৩শ অধ্যায়)

সম্পাদক ঃ

শ্রীসুধাংশুকান্তি ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

প্রকাশকের নিবেদন

রাসবিহারী শ্রীভগবানের অপার করুণায় শ্রীরাসলীলার এই অভিনব সংস্করণটি প্রকাশিত হইলেন। এই সর্বজন-সমাদৃত শ্রীরাসলীলা-গ্রন্থের বহুল প্রচার সত্ত্বেও কেন এই প্রচেষ্টা? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলিব যে, শ্রীরাসলীলা সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তত্ত্ব এবং তথ্য সব কিছুই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত 'ভাবার্থদীপিকা', শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ-কৃত 'সংক্ষেপ বৈষ্ণবতোষণী', শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃত 'সারার্থদর্শিনী' টীকা এবং উক্ত টীকাত্রয়ের বঙ্গানুবাদ ও ভূমিকায় শ্রীগোলোকতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীরাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ নিবন্ধ দার্শনিক ও আলঙ্কারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সংস্করণের মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

পরমহংস চূড়ামণি শ্রীশুকদেব রাসবিহারী শ্রীভগবানকে 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথ' বলিয়াছেন। শ্রীবাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের মধ্যে যিনি সাক্ষাৎ মন্মথ, সেই প্রদ্যুম্নের মন্মথত্ব প্রকাশক হইতেছেন রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশের লেশাভাস—প্রতিবিম্বিত কণামাত্রের আবেশদেবতা মদন—যিনি জগজ্জীবের মন কাম প্রেরণা দ্বারা মথিত করিয়া সে মনে কেবল দেহেন্দ্রিয়-চরিতার্থতার বিষয়েরই স্ফুরণ করেন, তিনিও এই রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে মোহিত হইয়া স্বীদেহে তাঁহার সেবালাভের উৎকট উৎকণ্ঠায় মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু এই রাসবিহারী মদনমোহন—'গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর' জীবের মনে সৌভাগ্যক্রমে উদয় হইলে প্রথমেই তত্রস্থ সেই প্রাকৃত মদনকে মোহিত করেন—মদন মূর্চ্ছিত হইলে সেই শুদ্ধ মনকে তিনি নিজের প্রতি এরূপ আকর্ষণ করেন যে, একমাত্র মধুর রসেই সেব্য মদনমোহনস্বরূপের সেবানুকূল সিদ্ধদেহ লাভ করিবার বলবতী বাসনায় সে মন নিরন্তর মথ্যমান হইতে থাকে।

অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবান দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই চতুর্ব্বিধ প্রেমরসের বিষয় হইলেও মধুর রসেই তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার ধাম-বৈশিষ্ট্যে পরিকর-বৈশিষ্ট্যহেতু তাঁহার আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। অতএব মধুর রসবিশেষ-বৈশিষ্ট্যে ব্রজদেবীগণ সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অপরিসীম বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজগোপীদের সহিত রাসলীলা করেন, তখনই তাঁহার সর্ব্বাতিশায়ী আনন্দমাধুর্য্য ও মদনমোহনত্ব গুণের চরমতম অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই রাসবিহারী মদনমোহনই সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ। সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধারাণী সখীগণ সহ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাসাদি ক্রীড়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখ আস্বাদন করেন এবং তাঁহাকেও আনন্দ আস্বাদন করান। তাই সর্বলীলামুকুট-মৌলি রাসলীলায় ব্রজদেবীগণের অতুলনীয় প্রেমসেবার ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে 'ঋণী' বলিয়াছেন; কিন্তু এই প্রেম যে কি বস্তু—তাহা আমাদের ধারণার অতীত এবং যাঁহারা প্রেমবলে তাহা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার স্বরূপতত্ত্ব

বর্ণন করিতে না পারিয়া কেবল 'মধুরং মধুরং মধুরং' বলিয়াই বর্ণনা সমাপ্ত করিয়াছেন। কবি শ্রীজয়দেব ব্রজসুন্দর রাসবিহারীকে 'চন্দন-চর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী'রূপে উপস্থিত করিয়া তাঁহার লীলাবর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—যিনি বিশ্বকে অনুরঞ্জিত করেন, সেই হরি আজ বসন্তে বিহার করিতেছেন। যাঁহার ইন্দীবর শ্রেণীর মত সুন্দর, শ্যামল, শীতল, কোমল নিত্য নূতন প্রতি-অঙ্গ অনঙ্গের উৎসবভূমি, সেই মূর্ত্তিমান শৃঙ্গাররস স্বচ্ছন্দে ব্রজসুন্দরীগণের প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন।" রস-সাহিত্যে কবির ইহা অতুলনীয় অবদান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতন প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তকেই পরিস্ফুট করিয়া ভক্তি ও রসসিদ্ধান্তের সার্ব্বভৌমিকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ ও টীকায় সেই রসতত্ত্ব অভিনবরূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গোস্বামীবর্গের আলোচিত বিষয়বস্তু এতই সূক্ষ্ম ও এতই সুন্দর দার্শনিক রীতিতে মীমাংসিত হইয়াছে যে, এ-সিদ্ধান্তের কোন দিকে কিছু উন্নতির অবসর আছে, তাহা বুঝা যায় না; সুতরাং তাঁহাদের এই অতুলনীয় অবদান তর্কাতীত। কিন্তু এই সকল সার সূক্ষ্ম-দার্শনিক সিদ্ধান্ত সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং জনসাধারণের পক্ষে সেই সকল টীকার অর্থ-বোধ বা সারতত্ত্ব গ্রহণ সম্ভবপর নহে। সম্প্রতি সম্পাদক মহোদয় সেই সকল টীকার বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদে যথাসম্ভব মূলের অনুসরণ করিয়া সহৃদয় পাঠকের টীকা আলোচনার সুযোগদান করিয়াছেন। অনুবাদের ভাষা একদিকে যেমন সুসংযত ও সুমার্জ্জিত, অপরদিকে তেমনই গাম্ভীর্য্য মর্য্যাদার গৌরব-বৈভবে সমলঙ্কৃত; কিন্তু কোথাও শব্দবিন্যাসের গুরুভারে দুর্ব্বোধ্য হয় নাই।

ভূমিকায় শ্রীরাসলীলা সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা এবং আলোচনা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সুমীমাংসিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসু পাঠকের ও অনুসন্ধিৎসু গবেষকের সকল রকম জিজ্ঞাসা ও সমস্যার উত্তর এবং সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে।

এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে যে সকল মহানুভবের সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ; বিশেষতঃ বেদান্ততীর্থ শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ভক্তিচক্রবর্ত্তী মহোদয় পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ সংশোধন ও সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। প্রীতিভাজন শ্রীতুষারকান্তি ভক্তিতরঙ্গ মুদ্রণ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ঋণী রহিলাম।

দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কাগজের মূল্য এবং মুদ্রণের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় গ্রন্থের মূল্য আশানুরূপ হ্রাস করিতে পারিলাম না বলিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, তবে ভিক্ষাস্বরূপে গ্রন্থের মূল্যবাবদ যে অর্থ গৃহীত হইবে, উহা গ্রন্থসেবা-কার্য্যেই ব্যয়িত হইবে।

এই গ্রন্থ মুদ্রণ বিষয়ে যে সকল ভ্রম প্রমাদ ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহা সুধীগণ ক্ষমা করিবেন।

সাউরী প্রপন্নাশ্রম
শ্রীরাসপূর্ণিমা
বাংলা সন ১৩৭৩ সাল।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
প্রকাশক।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীশ্রীরাসরসিকেভ্যঃ নমঃ॥

ভূমিকা

শ্রীরাসলীলার তত্ত্ব ও তথ্যাদি

রাস শব্দের তাৎপর্য্য—

'রাস' শব্দের আভিধানিক অর্থ—বিনোদ, রসসমূহ, নৃত্যবিশেষলীলা, সম্ভোগ, লাস্যবিশেষ, ভোজন-পান-স্ত্রীসঙ্গাদির স্বাচ্ছন্দ্য। বহু নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষ, নট কর্ত্তৃক গৃহীত-কণ্ঠী নর্ত্তকীগণের পরস্পরের হস্ত ধারণপূর্ব্বক মণ্ডলীনৃত্য, আস্বাদন ও গান—এই দশ প্রকার অর্থে 'রাস' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

শ্রীরাসলীলার স্বরূপ লক্ষণ—

শ্রীরাসলীলার স্বরূপ লক্ষণ হইতেছে—অনেক নর্ত্তক ও নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষ। বৃহৎ বৈষ্ণব তোষণী-ধৃত প্রমাণে—

নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্ত করশ্রিয়াম্।
নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥ (শ্রীভা ১০।৩৩।২)

এক এক নট এক এক নর্ত্তকীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া এবং নর্ত্তক-নর্ত্তকী পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া মণ্ডলী বন্ধনে যে নৃত্যকলা তাহাই 'রাস'। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামীপাদ বলেন—'রাসক্রীড়াং'—রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষস্তাং ক্রীড়াম্—বহু নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষকেই 'রাস' বলে। কিন্তু তাই বলিয়া জড় জগতে নর্ত্তক-নর্ত্তকীর নৃত্যবিশেষকে রাস বলা যায় না। এমন কি দ্বারকায় মহিষীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়াকেও 'রাস' বলিতে পারিনা। কেন?—ইহার উত্তরে (শ্রীভা ১০।৩৩।৩) শ্লোকের শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর টীকায় রাস শব্দের ব্যাখ্যায় দেখি, 'রাসঃ'—পরমরস-কদম্বময়ঃ ইতি যৌগিকার্থঃ। রাস-শব্দের যৌগিকার্থ হইতেছে এই যে, রাস পরমরস কদম্বময়। অর্থাৎ পূর্ব্ব-উল্লিখিত সংজ্ঞানুরূপ মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য যদি 'পরম রসকদম্বময়' হয়, তাহাই বাস্তবিক রাস। 'কদম্ব'—সমূহ, অতএব পরম-রস-সমূহই রাসক্রীড়ার প্রাণবস্তু, ইহা না থাকিলে কেবল মণ্ডলী বন্ধনে নৃত্যকে রাস বলা যায় না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ উল্লিখিত ১০।৩৩।২ শ্লোকের তাঁহার 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকায় লিখিয়াছেন—'নৃত্যগীত-চুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী ক্রীড়া'। অর্থাৎ যে লীলায় নৃত্য-গীত-চুম্বন-আলিঙ্গনাদি রসসম্পদ সমূহ বিদ্যমান, তাহাই রাসলীলা।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—'পরম-রস-সমূহ' বা 'রস-সম্পদ' বস্তুটি কি? আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দ তত্ত্বই পরম-বস্তু। সুতরাং তাঁহার সহিত অথবা তাঁহার কোনও প্রকাশ বা স্বরূপের সহিত যে রসের সম্বন্ধ থাকিবে, তাহাই হইবে পরম-রস। কিন্তু এই আনন্দ-স্বরূপ বা তাঁহার প্রকাশ সমূহ হইতেছেন চিন্ময় বস্তু, সুতরাং চিন্ময় বস্তু ব্যতীত জড় বা অন্য কোন বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে না। অতএব সচ্চিদানন্দ বস্তুর সহিত সম্বন্ধান্বিত পরম-রসও হইবে চিন্ময়, অপ্রাকৃত-জড় সম্পর্কশূন্য। ফলতঃ অপ্রাকৃত চিন্ময় রসই 'পরম রস' এবং ইহা কেবল চিন্ময় ভগবদ্ধামেই থাকিতে পারে। পরব্যোমের রসও চিন্ময়, কিন্তু চিন্ময় হইলেও তাহা পরম-রস নহে। যেহেতু, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসের অধিকারিণী হইয়াও ব্রজের পরম-রস প্রাপ্তির কামনায় উৎকট তপস্যা আচরণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে আরও বুঝা যায়, পরব্যোম অপেক্ষা ব্রজে রসের আস্বাদন-চমৎকারিত্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীরাসলীলার স্বরূপ লক্ষণের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, 'পরমরস-কদম্বময় রাস'। এস্থলে রসকদম্ব বলিতে পঞ্চমুখ্য রসমধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরই বুঝিতে হইবে। শান্তরস উল্লিখিত হইল না, কারণ শান্তরসে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠবুদ্ধি হইলেও মমতাহীন বলিয়া উপাস্যের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং বিষয় ও আশ্রয়ের পরস্পর আদান প্রদান চলে না। রাস' শব্দে 'রসসমূহের সম্ভোগ' অর্থ স্বীকার করিলে দাস্যাদি রসে সম্ভোগ আছে কিনা তাহাও বিচার্য্য। দাস্যরসে রক্তক-পত্রকাদির একটি সেবাময় সম্ভোগের চিত্র শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদীতে (৫।৪৮।৫৯) আছে। সখ্যরসে শ্রীদাম-সুবলাদির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-রামের বনবিহার অতিসুন্দর। (শ্রীভাগবত ১০।১৫।৯-১৮ ও ১০।১৮।৯-২৪) শ্লোকে, শ্রীগোবিন্দবল্লভ নাটকে (২।৩০-৩১) ভাবনাসার সংগ্রহেও (৩।১৮৬-২০৩) সখ্য-রস সম্ভোগ দৃষ্ট হয়।

বাৎসল্যরসে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১০।৯৫-৯৬) গোষ্ঠ হইতে আগত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীনন্দমহারাজ ও শ্রীযশোদার স্নেহপূরিত ব্যবহারাদি (ঘন ঘন চুম্বন, মস্তকাঘ্রাণ, হৃদয়ে ধারণ, বাঞ্ছিতবস্তুর প্রাপ্তি জনিত সুখ) আলোচ্য।

দাস্যরসে সেবা আছে, কিন্তু নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার নাই, সখ্যরসে নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার থাকিলেও তাড়ন, ভর্ৎসন নাই, বাৎসল্যে তাড়নাদি থাকিলেও নিজাঙ্গদানে সেবা হয় না। কিন্তু মধুর রসে অন্যান্য রসোচিত যাবতীয় সেবার সহিত নিজাঙ্গ সমর্পণে প্রিয়তমের সেবাই প্রধানতম উদ্দেশ্য। তটস্থ হইয়া বিচার করিলে অন্যান্য যাবতীয় রসই মধুরের পোষণ করে। বৈষ্ণবানন্দিনী টীকা বলেন—ফলতঃ রাস শব্দে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যে তত্তজ্জাতীয় আশ্রয় ভক্তগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন রস সম্ভোগ স্বীকৃত হইলেও কিন্তু পরম ভাবময়ী শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বস্বা, অসমোর্দ্ধাশ্রয়তত্ত্বরূপা মাদনাখ্য মহাভাবমতী শ্রীরাধা এবং তাঁহার কায়ব্যূহ, ব্রজললনাগণের সহিত মূর্ত্ত মহাশৃঙ্গাররসরাজ, ধীরললিত নায়ক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের যামুন পুলিনে আব্রহ্মরাত্রী লীলামালাই বাচ্য। তাহাতেই গান, স্বর, গ্রাম, জাতি, শ্রুতি, তাল, মূর্চ্ছনা, রাগ রাগিনী প্রভৃতি যাবতীয় নাট্যবিদ্যা প্রকটিত হইয়াছে লাস্য, হল্লীশক, ছালিক্যাদি নৃত্যবিদ্যা সম্পূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য এবং

সাত্ত্বিকাদি অভিনয়ও তাহাতেই সর্ব্ববৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইয়াছে। ভরত-কৃত নাট্যশাস্ত্রে যে মহেন্দ্র প্রমুখ দেবগণের প্রার্থনায় চতুর্বেদের সারাংশবলী সমুদ্ধার করিয়া ব্রহ্মা নাট্যবেদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন শুনা যায়, (ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র ১।১৬.১৮)—তাহা কিন্তু যামুনরসলাস্যের বহু পরে, ইহা সুধীজনবেদ্য।

ব্রজে রসের আস্বাদন-চমৎকারিত্ব বৈশিষ্ট্য—

পরম লোভনীয় ব্রজরসের উৎকর্ষ হইতেছে—মহাভাব। এই মহাভাব ব্রজসুন্দরীগণেই অবস্থিত। ইহা দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণেও নাই। মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের সান্নিধ্যে উৎসারিত কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমই রসরূপে পরিণত হয় এবং এই প্রেম যত গাঢ় হইবে রসও তত গাঢ় হইবে এবং ততই আস্বাদন-চমৎকারিত্বহেতু শ্রীকৃষ্ণবশ্যতা অধিক হইবে। অতএব লক্ষ্মীগণ ও মহিষীগণ অপেক্ষাও ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণে যে গাঢ়তম প্রেম—তাহা চমৎকারিত্বে ও শ্রীকৃষ্ণবশীকরণত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা পরমরস। 'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাম্'—শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমের নিকট অপরিশোধ্য ঋণের কথাই স্বীকার করিয়াছেন। ইহার মধ্যেও আবার গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধাতে প্রেমের যে স্তর বিকশিত, তাহাতে প্রেমের সমস্ত গুণের আস্বাদন-বৈচিত্রীর ও প্রভাবের চরম বিকাশ দেখা যায়। এই স্তরের নাম 'মাদন'। মাদনই প্রেমের সর্ব্বোচ্চতম স্তর। মাদনই স্বয়ং প্রেম, প্রেমের অন্যান্য স্তর এবং বৈচিত্রী মাদনেরই অংশ, মাদন সকলের অংশী। এই মাদন যখন উচ্ছ্বসিত হয়, তখন প্রেমের অন্যান্য স্তর এবং বৈচিত্রীও স্ব-স্ব গুণ-স্বাদাদির সহিত উদ্ভাসিত হয়। এ কারণে মাদনকে 'সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী প্রেম' বলে। ইহা কিন্তু শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কোন ব্রজসুন্দরীতে নাই, শ্রীকৃষ্ণেও নাই। এই কারণেই শ্রীরাধা উপস্থিত না থাকিলে শত কোটি গোপী থাকিলেও 'পরম-রস কদম্ব' উৎসারিত হইতে পারে না ; তাই বসন্ত-মহারাসে শ্রীরাধা অন্তর্ধান করিলে শতকোটি গোপীর বিদ্যমানতা সত্ত্বেও রাস-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হইতে রাসলীলার বাসনা অন্তর্ধান করিল। এই কারণে শ্রীরাধাকে রাসেশ্বরী বলা হয় ; অর্থাৎ শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরম-রস-কদম্বময়ী রাসলীলা অনুষ্ঠান করিতে পারেন না, আবার শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কোন গোপী যেরূপ রাসেশ্বরী হইতে পারেন না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও রাসেশ্বর হইতে পারেন না, তিনি রাস-বিলাসী মাত্র।

শ্রীরাসলীলার ধাম বা স্থান—

রাসেশ্বরী শ্রীরাধা ব্রজ ব্যতীত অন্য কোন ধামে অবস্থান করেন না বলিয়া ব্রজ ব্যতীত অন্য কোন ধামে রাসলীলা থাকিতে পারে না। 'রাসঃ স্বাস্ন নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি'—রাসক্রীড়া স্বর্গেও হয় না, জগতের কথা দূরে থাক। বৈষ্ণবতোষণী বলেন—স্বর্গাদিতেও এই উৎসবের অভাব। এস্থলে আদি শব্দে ব্রজ ব্যতীত অন্যান্য ভগবদ্ধামকেও বুঝাইতেছে অর্থাৎ ব্রজ ব্যতীত জগতে, স্বর্গে বা অন্য কোন ভগবৎ ধামেও রাসক্রীড়া সম্ভব নহে।

রাসক্রীড়ার তটস্থ লক্ষণ—

রাসক্রীড়ার তটস্থ লক্ষণ হইতে ইহার প্রভাব বুঝা যায়। রাস-রসিক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥

—অর্থাৎ আমার (লীলাবিনোদ শ্রীকৃষ্ণের) বহুবিধ লীলা থাকিলেও এবং প্রত্যেক লীলাই মনোহারী হইলেও রাসলীলার মনোহারিত্ব এত অধিক যে, রাসলীলার কথা মনে পড়িলেই আমার চিত্তের অবস্থা কিরূপ হইয়া যায়, তাহা আমি নিজেই বলিতে পারি না।

রাসরসের বন্যায় উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া পরমানন্দের আস্বাদনজনিত উন্মাদনায় রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের যে অবস্থা হয় তাহার কথা দূরে থাক, রাসলীলার স্মৃতি পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিহ্বল করে। অথচ এই রাসক্রীড়ায় কোন পক্ষেরই স্ব-সুখ-গন্ধবাসনা পর্য্যন্ত থাকে না। অতএব আলিঙ্গন-চুম্বনাদি প্রীতি প্রকাশের দ্বার মাত্র, কাহারও লক্ষ্যবস্তু নহে। রাসলীলাতে কাহারও কোনরূপ স্ব-সুখ বাসনা নাই বলিয়াই স্বামীপাদ এই লীলাকে নিবৃত্তিপরা বলিয়াছেন। 'নিবৃত্তিপরেয়ং রাসপঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তি করিষ্যামঃ।' অর্থাৎ নিবৃত্তিপরা রাসপঞ্চাধ্যায় বর্ণনা করিব। শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ এই পঞ্চাধ্যায়কে ভগবানের পঞ্চইন্দ্রিয় তুল্য বলিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতন ইহাকে পঞ্চপ্রাণও বলিয়াছেন।

শ্রীরাস—কামবিজয়ী লীলা—

আপাতঃ প্রতীয়মান অশ্লীলতা বা রূপকের অন্তঃস্থলে পরম সুসত্য স্বয়ং ভগবানের সহিত চিরাভীষ্ট মিলনের সজীব চিত্র—এই রাসলীলা। শ্রীভগবানের সহিত কান্তভাবে সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত প্রেমময় ব্যবহারই ব্রজ-উপাসনার পূর্ণ-বিকাশ। প্রেমের মূলে জৈব কামকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেহ কেহ বিকৃত দৃষ্টিতে ব্রজোপাসনার কথায় নাসিকা কুঞ্চন করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আজকাল Engenic Science দ্বারা কামতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। * উহা কিন্তু প্রকৃত প্রেম নহে। আর গোপীগণের কাম শুদ্ধ প্রেমেরই নামান্তর। উহাতে আত্মসুখ বাঞ্ছা বা কামগন্ধ নাই, আছে কেবল পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সুখ-তাৎপর্য্য।

---

* পাশ্চাত্যগণের প্রেমতত্ত্বের সারমর্ম্ম – জার্ম্মান দার্শনিক Fichte বলেন 'Love is God and God is love'. Imitation of Christ র গ্রন্থকার বলেন—প্রীতিভাবের গুরুত্বকে লঘুতর করে, একের ভার দশজনের মধ্যে বণ্টন করে, তিক্তবস্তুকে মিষ্ট ও সুস্বাদু করে। স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে এই প্রেমের তুল্য উচ্চতম, উদারতম, পূর্ণতম ও পূর্ণানন্দপ্রদ বস্তু আর কিছু নাই। Beily বলেন—'The truths of truth is love'. Browning বলেন—Love is the culminating point in a series of which knowledge is the last stage but one. W. Hilton বলেন - 'Love is the final crown higher than knowledge.' Theresa বলেন—'Love is the panacea for all the ills'. Cardinal Newman বলেন 'God is lover.' Benjanion Distaeli বলেন—'It is the principle of existence and its own end."

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাসনা বা কাম নাই। তাঁহার একটিমাত্র বাসনাই আছে, তাহা—ভক্তচিত্ত বিনোদন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—'মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ'। প্রিয় ভক্তমাত্রের সুখবিধানের নিমিত্ত বিবিধ লীলাকারী শ্রীভগবানের সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমবতী শ্রীব্রজদেবীগণের মনোরথ পূরণই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যতর প্রয়োজন, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত এবং শ্রীব্রজদেবীগণের মনোরথ পূরণেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাতিশায়ী সুখ—তাহারও প্রকটনার্থ রাসলীলা।

পঞ্চাধ্যায়ী এই রাসলীলা বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীবাদরায়ণি বলেন—ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণ প্রভৃতির অহঙ্কার উপশমিত এবং সর্ব্বজীবজয়ী কন্দর্পের দারুণ দর্প খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত এককালীন শতকোটি কিশোরী ও ভুবনমোহিনী ব্রজসুন্দরীগণের সহিত মিলিত হইয়া রাসাখ্য লাস্য (নৃত্যগীত) করিবার বাসনায় শ্রীভগবান একদা স্বীয় অচিন্ত্য যোগমায়ায়াকে আশ্রয় করিয়া এই রাসলীলা করিলেন।

গূঢ়ার্থদীপিকা টীকাধৃত প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যে দেখা যায়, কাম কর্ত্তৃক ব্রহ্মাদির পরাজয় প্রসিদ্ধই রহিয়াছে, যথা—

অহল্যায়ৈ জারঃ সুরপতিরভূদাত্মতনয়াং
প্রজানাথো যাসীদভজত গুরোরিন্দুরবলাম্।
ইতি প্রায়ঃ কো বা ন পদমপথেঽকার্য্যত ময়া
শ্রমো মদ্বাণানাং ক ইহ ভুবনোন্মাথ বিধিষু॥

কন্দর্প বলিয়াছেন যে—দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যাতেও উপগত হইয়াছিলেন, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিজতনয়া সন্ধ্যার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, চন্দ্র নিজগুরু বৃহস্পতিপত্নীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন, এই প্রকারে আমি প্রায় সমস্ত ব্যক্তিকেই অপথে পরিচালিত করিয়া থাকি; ত্রিভুবন উন্মথন বিষয়ে আমার পঞ্চবাণের কোনও শ্রম হয় না।

আবার যাঁহারা কামাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যাচরণে রত হইয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহারাও কামকে পরাজয় করিতে পারেন নাই। বরং কামের ভয়ে বনে গমন করিয়াছেন মাত্র। সেই বনেও কিন্তু কামকৃত নগ্নাদি দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথা—

স্ত্রীমুদ্রাং ঝষকেতনস্য বিলসৎ সর্ব্বার্থ-সম্পৎকরীং
যে মূঢ়াঃ প্রবিহায় যান্তি কুধিয়ো মিথ্যাফলান্বেষিণঃ॥
তেনৈব নিহত্য নির্দ্দয়তরং নগ্নীকৃতা মুণ্ডিতাঃ
কেচিৎ পঞ্চশিখী কৃতাশ্চ জটিলাঃ কাপালিকাশ্চাপরে॥

অর্থাৎ কন্দর্পের সর্ব্বার্থ সম্পৎকারী স্ত্রীমুদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যে মূঢ় কুবুদ্ধিবশতঃ মিথ্যা ফলের অন্বেষণেচ্ছু হইয়া বনে গমন করে, তাহারা কন্দর্প-কর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে জর্জ্জরিত হয় এবং নগ্ন ও মুণ্ডিত মস্তক হইয়া থাকে। কেহ পঞ্চশিখাধারী, কেহ বা জটাধারী এবং কেহ বা কাপালিক হইয়া থাকে।

পরন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শতকোটিমুখ গোপাঙ্গনারূপ সৈন্যযুক্ত কন্দর্পের সহিত যুদ্ধ করিয়াও 'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ' হেতু কন্দর্পকেই পরাজিত করিয়াছেন, ইহাই রাসোৎসব হইতে প্রতিপন্ন হয়। (গূঢ়ার্থদীপিকা)

বস্তুতঃ এই রাসলীলা যদি প্রাকৃত কামময় বা কোনরূপ অশ্লীল হইত, তাহা হইলে শ্রীবেদব্যাসের তপস্যালব্ধ পুত্র আজীবন বৈরাগ্য আচরণ করিয়া, স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞানহীন মায়াতীত পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের সভায় দেবর্ষি মহর্ষি, বিপ্রর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতির সমক্ষে এই লীলা বর্ণন করিতেন না। এ কারণে রাসলীলার সমাপ্তিতে—'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ' শ্লোকে রাসনায়ক শ্রীবিষ্ণুর লীলা যে সম্পূর্ণ কামরোগ নির্ব্বাপণ করিয়া ভগবচ্চরণে পরমা ভক্তি দান করে- তাহাই বলা হইয়াছে। রাসলীলাই ভগবানের কন্দর্পবিজয়ী লীলা এবং এইজন্যই তাঁহার 'সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ' নাম ধারণ সার্থক হইয়াছে, আর ভক্তগণের নিকট তিনি মদনমোহনরূপে বিশেষ পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। তাই পদকর্ত্তা বলেন—

'রাধারমণ রসকারণ নিয়ত রাসবিহারী,
মদন-মদ-মরদন মধুর মূরতিধারী॥

—শ্রীভক্তিতীর্থ ঠাকুর

অতএব কামের করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা এবং চিন্ময় মধুর রসাস্বাদনের একমাত্র উপায় - সেই রাসবিলাসী মদনমোহনের শ্রীচরণ আশ্রয় করা।

শ্রীমদ্ভাগবত ও রাসলীলা

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে উনত্রিশ হইতে তেত্রিশ পর্য্যন্ত পঞ্চ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম লীলা 'রাস' বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত হইলেও কিন্তু ইহাকে শ্রীভগবানের প্রকাশান্তর বর্ণময়-স্বরূপ' বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—'কলিহত নষ্টচক্ষু ব্যক্তিগণের জন্য এই পুরাণার্করূপে শ্রীভগবানেরই প্রকাশ হইয়াছে।' গ্রন্থ প্রারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ-পরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে—'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।' সকল শাশ্বত সত্যের এবং চরম তত্ত্বের নিগমন (প্রকট) হইয়াছে যাহা হইতে, তাহাই হইল নিগম বা বেদ, সেই বেদরূপী রসাল বৃক্ষেরই রসময় গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবত। বৃক্ষের পরিণতিতেই ফলোৎপত্তি, ফলদানেই বৃক্ষবীজের সার্থকতা; বেদার্থের চরম পরিণতি শ্রীভাগবত আবির্ভাবে। ভাগবতীয় তত্ত্ব ও রসসিদ্ধান্ত প্রকটনেই বেদের চরম সার্থকতা।

চতুঃশ্লোকী—

এই শ্লোক চতুষ্টয়ে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ—এই চারিটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে 'চতুঃশ্লোকী' বলা হয়। দর্শন শাস্ত্র এই চারিটী বিষয়কে 'অনুবন্ধ চতুষ্টয়' বলে। ইহাই সমগ্র শাস্ত্রের বর্ণনীয় বিষয়। এই চতুঃশ্লোকী ভাগবত ভগবান ব্রহ্মাকে উপদেশ করেন। প্রণবের অর্থ গায়ত্রীতে এবং তাহার অভিব্যক্তি চতুঃশ্লোকীতে। 'প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়। সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥' (চৈঃ চঃ ম ২৫।৯২)

ব্রহ্মা ভগবান হইতে এই চতুঃশ্লোকী পাইয়া নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে এবং বেদব্যাস তাহা দ্বারাই ভাগবতের ভিত্তি রচনা করেন। অতএব গায়ত্রী ও চতুঃশ্লোকীর প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন। ভাগবত চতুঃশ্লোকীর পরিণতি, অতএব বেদের পরিপক্ক ফল।

শ্রীভাগবত উপনিষদ সমূহের সারাংশ ও প্রমাণ শিরোমণি—

শ্রীভাগবত ব্রহ্মসূত্রেরও অকৃত্রিম ভাষ্য। পরম তত্ত্ব অদ্বয় ও অখণ্ড জ্ঞান—এবং উহাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান ত্রিবিধরূপে প্রকাশ। যে অখণ্ড তত্ত্বের এই ত্রিবিধ প্রকাশ, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাদ্য বস্তু। আবার উপনিষদ সমূহের মধ্যে শ্রীগীতাশাস্ত্রকে যদি দুগ্ধ বলা যায়, তবে শ্রীভাগবতকে সেই দুগ্ধমন্থনজাত নবনীত বলা চলে। অর্থাৎ কি বেদার্থ, কি সূত্রার্থ, কি গীতার্থ, সকলেরই সর্ব্বথা পরিপূর্ত্তি হইয়াছে শ্রীভাগবতে।

শ্রীমদ্ভাগবত কিন্তু অপৌরুষেয়। বেদব্যাস কর্ত্তৃক স্বীয় বুদ্ধি বলে রচিত শাস্ত্র নহে। পরন্তু তদীয় হৃদয়ে শ্রীভগবৎ কৃপায় স্ফুরিত হইয়াছে মাত্র। অপৌরুষেয় বাক্যমাত্রই ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়শূন্য। অতএব সর্ব্ব-প্রমাণ শিরোমণি।

শ্রীভাগবতের বিষয়সমূহ—

এই গ্রন্থকে ষট্ সংবাদ গ্রন্থও বলা হয়। কারণ শ্রীশৌনক শ্রীসূত গোস্বামীর নিকট ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন—(১) পুরুষের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি? (২) আত্মা সুপ্রসন্ন কি প্রকারে হয়? (৩) ভগবানের দেবকীগৃহে আবির্ভাবের কারণ কি? (৪) তাঁহার লীলা কি কি? (৫) তাঁহার অবতার কি কি? (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে ধর্ম্ম কোথায় গেল? এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে সমগ্র ভাগবতের প্রকাশ। বিষয় হিসাবে কিন্তু ইহাতে মহাপুরাণ লক্ষণোক্ত দশটি বিষয়ের বর্ণনা আছে। যথা, সর্গ (মূল সৃষ্টি), বিসর্গ (প্রলয়) স্থান (সৃষ্ট পদার্থের উৎকর্ষ বিধান), পোষণ (ভক্ত-অনুগ্রহ), ঊতি (কর্ম্ম-বাসনা), মন্বন্তর, ঈশানুকথা (হরি ও ভক্তগণের চরিত) নিরোধ (সশক্তি শয়ন), মুক্তি (স্বরূপে অবস্থিতি) এবং আশ্রয় (শ্রীহরি)। দশম বস্তুর তত্ত্ব-নির্দ্ধারণই শাস্ত্রতাৎপর্য্য হইলেও অন্য নয়টির বর্ণনা দ্বারা মূল বস্তুরই তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হইয়াছে। শ্রীভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধ এবং ৩৩৫টি অধ্যায় ও ১৮০০০ শ্লোক সংখ্যা আছে। মহাপুরাণের দশবিধ লক্ষণও যথাযথভাবে দৃষ্ট হয়। আবার ইহাতে রুদ্রগীত(৪।২৪। দেবগীত (৫।১৯। বেণুগীত (১০।২১) গোপীগীত (১০।৩১) যুগলগীত (১০।৩৫) ভ্রমরগীত (১০।৪৭) ভিক্ষুগীত (১১।২৩) ঐলগীত (১১।২৬) ভূমিগীত (১২।৩) সন্নিবেশিত আছে। বহুবিধ মন্ত্র, যথা—শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র, কাত্যায়নীমন্ত্র, গায়ত্রী, প্রণব, রাম-নারায়ণ-বিষ্ণু-মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ প্রভৃতির মন্ত্রও আছে।

ভক্ত ও ভগবানের লীলাবিলাসই শ্রীভাগবত। পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার, কল্পাবতার প্রভৃতি ভগবানের বহুবিধ অবতার থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের অবতারী এবং সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যে পূরিত পরতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই অন্যান্য অবতারগণের ভগবত্তা, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু

স্বয়ং ভগবান। লীলা-মাধুরী, রূপ-মাধুরী, গুণ-মাধুরী ও বেণু-মাধুরী—এই চারিটী কৃষ্ণের অনন্য সাধারণ গুণ। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণই গ্রন্থের মুখ্য নায়ক এবং তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকা হইলেন মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী. শ্রীরাসলীলায় এই রসাস্বাদন চরম-রূপতা ধারণ করিয়াছে।

গ্রন্থের বক্তা, শ্রোতা ও স্থান -

শ্রীভাগবতের বক্তা ও শ্রোতার পরম্পরা এইরূপ—শ্রীনারায়ণ ও ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাসদেব এবং শুকদেব ও পরীক্ষিৎ মহারাজ। ইহার অধিবেশন স্থান—শম্যাপ্রাস। ইহা সরস্বতীর পশ্চিমতটে (ভাঃ ১।৭।২-৮) আবার অমর্ত্য-নদী গঙ্গা সে স্থলে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগতা হইয়া যমুনার সহিত মিলিতা হইয়াছেন—এই উক্তিতে প্রয়াগতীর্থরাজকেও বুঝাইতে পারে; মতান্তরে মীরাট জিলায় হস্তিনাপুর হইতে ৫ মাইল দূরে পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশন স্থান। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশন করিয়া মুনি-ঋষি সমাজে আকুমার ব্রহ্মচারী ভাগবত পরমহংস মুনিসত্তম শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে সাতদিন ব্যাপী শ্রীভাগবত শ্রবণ করত মৃত্যুভয় তিরোহিত হইয়া ভগবচ্চরণকমল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তদবধি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ও সমাদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু আস্বাদন করিতে হইলে জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই কেবল সম্ভব নহে। 'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া'—এই বাক্যানুসারে রসময় ভাগবত আস্বাদনের উপায়—কেবল কৃপা।

শ্রীভাগবতের স্বরূপাদি—

শ্রীভাগবত-স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ ইঁহার দুই চরণ, তৃতীয় ও চতুর্থ দুই উরু, পঞ্চম স্কন্ধ নাভি, ষষ্ঠ বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম বাহুদ্বয়, নবম কণ্ঠ, দশম প্রফুল্ল মুখারবিন্দ, একাদশ ললাটপট্ট ও দ্বাদশ স্কন্ধ মস্তক। যিনি অসার সংসার সমুদ্রের সেতু-স্বরূপ জগতের সুমঙ্গলের জন্য যাঁহার অবতার, তমালবর্ণ করুণা-নিধান সেই আদিদেবতা ভাগবতস্বরূপকে বন্দনা করি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী দশম স্কন্ধকে 'শ্রীভাগবতকৃষ্ণের মনোজ্ঞ হাস্যস্বরূপই বলিয়াছেন। সিদ্ধান্তদর্পণে ৩য়—৭ম প্রভায় অষ্টাদশ পুরাণাতিরিক্তত্ববাদ, অনার্ষত্ব (বোপদেব রচিতত্বাদি) এবং 'বিজয়ধ্বজীয় গুণবাদ' প্রভৃতির নিরাস করা হইয়াছে।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর ভাষায় শ্রীভাগবত 'সর্ব্বশাস্ত্রাব্ধিপীযূষ. সর্ব্ববেদৈকসৎফল, সর্ব্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য এবং শ্রীকৃষ্ণপরিবর্দ্ধিত। ইহার পাঠে পরমানন্দ এবং প্রতি অক্ষর প্রেমবর্ষী। ইনি সর্ব্বদা সেব্য. অসাধুকে সাধু এবং অতি নীচকেও উচ্চ করেন। (লীলাস্তব ৪১২-১৬) শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও বলিয়াছেন—

> গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥ সর্ব্ব পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
> 'প্রেমরূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥ চারিবেদ 'দধি'—ভাগবত 'নবনীত'।
> মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত॥ চৈঃ ভাঃ ২।২১।১৪-১৬

শ্রীবেদব্যাস সর্ব্বপুরাণ আবির্ভাব করতঃ ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ণ করিয়াও অপরিতুষ্ট থাকিলে শ্রীনারদের কৃপা উপদেশে নিজকৃত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ এই শ্রীভাগবতকে সমাধিযোগে আবির্ভাব করাইয়া সম্যক পরিতোষ পাইয়াছেন—ইহা সর্ব্বজনবিদিত তথ্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমর্থিত বাক্যও এইরূপ—

অতএব ভাগবতে এই তিন কয়। সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনময়॥

অতএব ভাগবত-সূত্রের অর্থরূপ। নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যরূপ॥

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন। 'সত্যং পরং' সম্বন্ধ 'ধীমহি' সাধন প্রয়োজন॥

চৈঃ চঃ ২।২৫।১২৯

শ্রীরূপ-গোস্বামীপাদ স্বীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সাধনভক্তি লহরীতে (১।২।৯১) বলিয়াছেন যে, চতুঃষষ্টি অঙ্গাত্মক ভক্তিসাধনের মধ্যে রসিকজন সমভিব্যাহারে শ্রীমদ্ ভাগবতার্থাস্বাদ একতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

শ্রীভাগবতে অসমোর্দ্ধ রসভাববত্তা—

'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া' (ভাঃ ৪।২৯।৫০) 'সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে' (ভাঃ ১০।৮০।৩) প্রভৃতি বাক্যে বুঝায় যে, যে বিদ্যাবুদ্ধি বা শাস্ত্রালোচনায় ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রাপ্ত করায়, তাহাই যথার্থ সাহিত্য পদবাচ্য, নতুবা তত্তৎ আলোচনা ব্যর্থ। সাহিত্যশব্দে সম্যক্ হিতকর সুসন্নিবিষ্ট বাক্যকদম্বই বাচ্য; তাহাতে বিচিত্রতা-বিলাসাদিও ধ্বনিত। অতএব সাহিত্যকে রসধ্বনি বা ভাব-রত্নাকর বলিতে হয়। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধারণায় শ্রীমদ্ ভাগবত একাধারে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস এবং পরমহংসসংহিতা। ইহাতেই জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি সাহিত্য নৈষ্কর্ম্য আবিষ্কৃত; ইহা একমাত্র রসিক ও ভাবুকজনেরই সংবেদ্য ও সমাস্বাদনীয়। নির্বিশেষ ব্রহ্মে সাহিত্যের স্থান নাই; যেহেতু তাহাতে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটির লয় হইয়া যায়। এ সকল বাসুদেবতত্ত্বে থাকিলেও নায়িকার অভাবে সাহিত্যের সংকীর্ণতা। লক্ষ্মী-নারায়ণে কিঞ্চিৎ সাহিত্য পাওয়া গেলেও তাহা ঐশ্বর্য্যপ্রধান বলিয়া রসভাবের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় না। শ্রীসীতারামে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিকশিত হইলেও সেই মর্য্যাদাপুরুষোত্তমের লীলাবিলাসে সাহিত্য কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতই থাকে। দ্বারকাধীশ এবং মথুরাধীশেও ঐশ্বর্য্যপ্রাবল্য বলিয়া সাহিত্য পূর্ণতায় বিকাশ পাইতে পারেনা—কিন্তু সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যনিদান শ্রীবৃন্দাবনেই লীলাপুরুষোত্তমের সাহচর্য্যে সাহিত্যের চরমকাষ্ঠা বিকশিত, যেহেতু সেই প্রেমসূত্রে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের (অন্যান্য স্বরূপে অনাবিষ্কৃত) লীলামাধুরী, বিগ্রহমাধুরী, বেণুমাধুরী ও প্রেম-মাধুরী প্রভৃতি সম্যক্ প্রকাশিত। তত্রত্য যাবতীয় বস্তুনিচয়ই সৎসাহিত্যের আকর, সুতরাং সাহিত্যের প্রগতিও নির্ব্বাধ এবং অসমোর্দ্ধ। এই বৃন্দাবনীয় কাব্যরচনাতেই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাহিত্য আত্মবিনিয়োগ করিয়া মহামহনীয় হইয়াছে। ফলতঃ নির্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র হইতে মথুরাধীশের লীলাপ্রচারক গ্রন্থ পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রই অংশ, খণ্ড বা ভূমাবস্তুর একদেশ মাত্র। অখিল রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই শ্রীভাগবত ও তদনুযায়ী সাহিত্য সমূহের অধিনায়ক এবং মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই নায়িকা। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব রসরাজ সচ্চিদানন্দঘন স্বয়ং ভগবানে শ্রুতির 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'রসো বৈ সঃ', 'মধুব্রহ্ম', 'আনন্দং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যাবলীর তাৎপর্য্য চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত। অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গে

অসমোর্দ্ধ রূপ, লীলা, ঔদার্য্য ও স্বরূপাদিগত মহাবৈশিষ্ট্যহেতু আস্বাদনবৈচিত্র্যও স্ফুটতর, সুতরাং এই সব সং সাহিত্যজাতই শ্রীগৌরগোবিন্দের প্রেমসেবা পরিপাটির যথাযথ বিনির্দ্দেশ করিয়া জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ লাভের পন্থা প্রদর্শক।—(শ্রীগৌঃ বৈষ্ণব সাহিত্যের অবতরণিকা)

সর্ব্বাচার্য্য সদোপাস্য শ্রীমদ্ ভাগবত—

প্রায় সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণই শ্রীমদ্ ভাগবতকে সদোপাস্ত শাস্ত্রবর্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'তন্ত্রভাগবত (হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রোক্ত', শ্রীহনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া, শুকহৃদয়া প্রভৃতি বিবিধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং মুক্তাফল, হরিলীলা, ভক্তিরত্নাবলী, শ্রীহরিভক্তিতত্ত্বসারসংগ্রহ প্রভৃতি নিবন্ধগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহানুভবগণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়া বিরাজমান আছেন'। (তত্ত্বসন্দর্ভ ৮৩)।

(১) শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য শ্রীগোবিন্দাষ্টক, যমুনাষ্টক, প্রবোধ সুধাকর প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীভাগবতে বর্ণিত বিবিধ লীলাকদম্ব, শ্রীকৃষ্ণপারম্য এবং শ্রীরাধামাধবের মাধুর্য্যাদি বর্ণন করিয়াছেন।

(২) শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীভাগবতের পরমোপাস্যত্ব, বেদের শ্রেষ্ঠফলত্ব এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ভাগবত-তাৎপর্য্য নামে ইহার এক ভাষ্যও রচনা করিয়াছেন।

(৩) শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীভাষ্যাদিতে ইহার নামোল্লেখ না করিলেও শ্রীবিষ্ণুপুরাণকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে স্বীকার করায় শ্রীবিষ্ণুপুরাণকথিত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্য ফলতঃ তিনিও স্বীকার করিয়াছেন বলিতে হয়। (১)

শ্রীরামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী আলোয়ারগণ কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের যাবতীয় লীলা, এমন কি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধুর্য্য লীলাও তাঁহাদের গাথায় গ্রথিত করিয়াছেন। (২)

দ্রবিড়বেদসঙ্গতির অষ্টম শ্লোকে শঠকোপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে,—অখিল জগতেরই প্রকৃতিপ্রায় ভাব শাস্ত্রসমূহে কথিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুই পুরুষোত্তম আর নিখিল বিশ্ব তাঁহার প্রকৃতি। নারীগণের ন্যায় পুরুষরূপধারী জীব প্রকৃতিগণকেও অনুরক্ত করে। এজন্য শঠকোপ নিজেও কামিনীভাবে বিভাবিত-হইয়াছিলেন।

শ্রীসম্প্রদায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা গ্রন্থাবলীর নাম যথা, শ্রীনিবাস সূরীকৃত তত্ত্বদীপিকা, বীররাঘব-কৃত ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা, সুদর্শন সূরীকৃত শুকপক্ষীয়া, যোগী রামানুজাচার্য্যকৃত সরলা প্রভৃতি।

(৪) মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠসূরী গীতার টীকার বহুস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্যবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। ইনিই আবার মন্ত্রভাগবতে আড়াইশত ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধার করিয়া চারিখণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং হরিবংশের টীকায়ও বহু শ্রুতি ও ঋক্ উদ্ধার করতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৫) অভিনব গুপ্ত তদীয় গীতাভাষ্যে ৫৯৪ পৃষ্ঠায় শ্রীভাগবতের ২।১।৩, ৪ শ্লোক উদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

---

(১) বেদার্থসংগ্রহ ১৬০ পৃঃ ১৫৮-৫৯ পৃঃ এবং বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।২২

(২) Religious Lectures of India by Dr. Farquhar P. 231

(৬) গৌড়পাদের উত্তর গীতাভাষ্যে ভাগবতের ১০।১৪৪ শ্লোকটি প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মাঠর বৃত্তিতেও ১।৬।৩৬ শ্লোক দেখা যায়।

(৭) শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় শ্রীধরস্বামী 'ভাবার্থদীপিকা' রচনা করিয়াছেন।

(৮) শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের সুবোধিনী টীকা এবং পুরুষোত্তম সুবোধিনী প্রকাশ ও গিরিধর বালবোধিনী টীকা রচনা করিয়াছেন।

(৯) শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য সম্প্রদায়ে শুকদেবদাস রচিত সিদ্ধান্তপ্রদীপ কাশিমবাজার সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১০) শ্রীগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ীগণও বহু টীকা রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বৈষ্ণবতোষণী (সনাতন প্রভু) লঘুতোষণী, বৃহৎক্রমসন্দর্ভ, লঘুক্রমসন্দর্ভ (শ্রীজীব প্রভু), সারার্থদর্শিনী (শ্রীবিশ্বনাথ) বৈষ্ণবানন্দিনী (শ্রীবলদেব) ভাবভাববিভাবিকা (রামনারায়ণ মিশ্র), শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা (শ্রীনাথচক্রঃ) দশমটীকা (শ্রীকবি কর্ণপুর) দশমরশাতনী (শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী) উল্লেখযোগ্য।

এতাবৎকাল যাবৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একশত পৌষট্টিখানি (১) টীকার অনুসন্ধান মিলিয়াছে।

নিবন্ধ ও ভাষান্তরে রচনা—

শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে নিবন্ধ সংখ্যাও কম নহে। এপর্য্যন্ত যতদূর জানা যায়, উহার সংখ্যা চৌবট্টি। বিভিন্ন ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ হইয়াছে। হিন্দী ভাষায় তিন প্রকার অনুবাদ কৃত সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায়, যথা—কৃষ্ণদাসকৃত, রসজানিকৃত ও ভীমকৃত। দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ আরও দশ প্রকার পাওয়া যায়। (২) পারস্য ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে ইহার অনুবাদ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী পণ্ডিত Burnout ও Russel কর্ত্তৃক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত জগন্নাথদাস এবং খাডঙ্গা দীনবন্ধুদাস উৎকল ভাষায় ভাগবত অনুবাদ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইংরাজী, তামিল, তেলেগু, গুজরাটি, দ্রাবিড়, মালয়ালম্, কানাড়া প্রভৃতি ভাষায়ও ইহার অনুবাদ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী নামক বঙ্গভাষায় প্রাচীন গ্রন্থদ্বয় ইহারই পদ্যানুবাদ। শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর গোস্বামী এই গ্রন্থ অবলম্বনে 'আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ' নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থে নন্দোৎসব হইতে রাসলীলা পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে।

মন্তব্য—

পূর্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মুখ্য মুখ্য আচার্য্যগণ যে শাস্ত্রকে প্রমাণরূপে উপজীব্য করিয়াছেন ও টীকাটিপ্পনী লিখিয়াছেন, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিবিধ নিবন্ধ-প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্নিবদ্ধ লীলামালা কাল্পনিক নহে। শ্রীকৃষ্ণও একজন ঐতিহাসিক পুরুষমাত্র নহেন, তাঁহার লীলা অশ্লীল, রূপক বা প্রক্ষিপ্ত নহে। উহার প্রতিটি লীলা বাস্তব সত্য। অতএব ত্রিতাপদগ্ধ জীবের পক্ষে শ্রীশুক-উপদেশ—'পিবত ভাগবতং রসমালয়ং' পরম শান্তি প্রদান করিতে সমর্থ।

(১) গৌড়ীয়ায় তিন ঠাকুর পরিশিষ্ট (৩)—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ।

(২) A census of Indian Ms., by Poleman 1938

রসের প্রকার ভেদ—

রাস দ্বিবিধ, নিত্যরাস ও মহারাস। আদিপুরাণে নিত্যরাসের কথা এবং শ্রীমদ্ ভাগবতাদিতে মহারাসের কথা বিবৃত হইয়াছে। আবার শারদ ও বাসন্তভেদে উহার দ্বিবিধত্ব স্বীকৃত হয়। প্রতি পূর্ণিমাতেই রাসলীলা হইলেও শারদ ও বাসন্তরাসের বর্ণনাই সর্বত্র পাওয়া যায়। পদকল্পতরুর 'দেখত ব্যকত গৌরচন্দ্র' ইত্যাদি ১০৬৫ সংখ্যক পদ হইতে 'চললহি মন্দিরে নওল কিশোরী' ইত্যাদি ১০৯৩ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত নিত্যরাসে গেয়, এবং "বৃন্দাবনলীলা গোরার মনেতে পড়িল" ইত্যাদি ১২৫৫ সংখ্যক পদ হইতে 'বড় অপরূপ দেখিনু সজনি' ইত্যাদি ১৩০৪ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত শারদীয় মহারাসে গেয়। আবার 'নবদ্বীপে উদয় করিলা দ্বিজরাজ' ইত্যাদি ১৪৯৬ সংখ্যক পদ হইতে 'নওল কিশোর নওল নাগরিয়া' ইত্যাদি ১৫২৬ সংখ্যক পদগুলি বাসন্তী রাসে গেয়। পদামৃতসমুদ্রেও ২১৮ পৃষ্ঠা হইতে ২২৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ২৯ টী পদ রাসে গেয়। শ্রীভাগবতে শারদরাস এবং শ্রীগীতগোবিন্দে বাসন্ত রাস বর্ণিত আছে। শারদরাস আমাদের গ্রন্থের বিষয়, অতএব অন্যান্য রাসের প্রকার সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

বসন্ত রাস—

শ্রীজয়দেব (১) কৃত শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্যে আমরা বসন্তরাসের উল্লেখ দেখি—

'বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে,
নৃত্যতি যুবতি জনেন সমং সখি, বিরহি-জনস্য দুরন্তে॥'

বসন্ত সময়ে বিরহী গোপবধূর দুঃখ প্রশমনের নিমিত্ত বৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে অলিকুলগুঞ্জনে, নব নব কুসুমরাজিত কুঞ্জে যখন মদনমহোৎসবের অভিনবসজ্জা—তখন শ্রীহরি রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।

কর-তল-তাল-তরল-বলয়াবলি-কলিত-কল-স্বন-বংশে
রাস-রসে সহ-নৃত্য-পরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে।
শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্
পশ্যতি স স্মিত-চারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্॥

অর্থাৎ, করতালির ধ্বনি, চঞ্চল বলয় ঝঙ্কার বাঁশরিধ্বনির সহিত রাসনৃত্যকালে মিলিত হইতেছে, আর শ্রীহরি মণ্ডলী-বন্ধনে যুবতীগণের সহিত নৃত্য করিতে করিতে তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। কখন কাহাকেও আলিঙ্গন, কখনও চুম্বন ও রমণ করিতেছেন, কাহারও প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করিতেছেন, কাহারও বা পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন।

---

(১) একাদশ শতাব্দীতে বীরভূম জিলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে শ্রীজয়দেব আবির্ভূত হন। পিতার নাম ভোজদেব, মাতা বামাদেবী। জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত এই গীতগোবিন্দ বিশুদ্ধ সুর-তাল-লয়ে গীত হইলে সকলেই মুগ্ধ হয়েন। কথিত আছে, শ্রীজগন্নাথদেবও ঐ কাব্যের পদলালিত্য আস্বাদন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। গম্ভীরালীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুও ঐ পদসমূহ আস্বাদনে আত্মহারা হইতেন। এই কাব্যকে ব্রজরসের 'সুধাসিন্ধু' বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণকে গোপাঙ্গনাগণের সহিত বসন্তবিহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া শ্রীরাধা অভিমানভরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং একটি লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন (ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাদিগের সহিত শারদীয় রাসলীলার সময়ে সর্বাপেক্ষা শ্রীরাধিকার রূপ-গুণাদির উৎকর্ষ দর্শনে তাঁহার প্রতি যে সমধিক প্রেমাদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন—শ্রীরাধার এখন সেই সকল বিষয় স্মরণ হইতে লাগিল; তখন তিনি বিষণ্ণা হইলেও সখীর নিকট সেই শারদীয় রাসলীলা বর্ণনা করিতে লাগিলেন—'রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসম্। স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসম্'' ॥ হে সখী! সেই পরিহাসকারী রাসবিহারী এখন আমার মনে জাগিতেছে)। তখন অসংখ্য ব্রজগোপীকা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরস আস্বাদন জন্য লালায়িত হইলেও প্রেমময়ী শ্রীরাধা ব্যতীত আর কেহই তাঁহার প্রেমপিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না; সুতরাং ব্রজাঙ্গনাগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও রসময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চিন্তাতেই নিমগ্ন। অত্যন্ত বিষাদাকুলিত অবস্থায় কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীরাধার হৃদয়-দুঃখ ও নিজের সহিত আচরণ-কথা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—'ক্ষম্যতামপরাধঃ কদাপি ভবেদৃশং ন করোমি। দেহি সুন্দরী দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি'। —হে সুলোচনে! দোষ গ্রহণ না করিয়া ক্ষমা কর, এরূপ অপরাধ আর করিব না। দারুণ মদন-দহনে দহিতেছি, দরশন দিয়া প্রাণ শীতল কর'। তখন কোন সখী আসিয়া কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধার বিরহানল সন্তাপিত হৃদয়ের কথা বলিতে লাগিল এবং শ্রীরাধা অতনুজ্বরে আক্রান্তা হইয়া কোনমতে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্রভাবে বলিলেন—

'অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ।'—হে সখী! আমি এখানে অপেক্ষা করিতেছি, তুমি আমার কথা বলিয়া শ্রীরাধাকে অনুনয় করিয়া এখানে আনয়ন কর।' সখীমুখে শ্রীকৃষ্ণের বিরহের কথা শুনিয়া প্রেমবতী রাধার এমন প্রেমাবেশ হইল যে, তিনি আর যাইতে সমর্থ হইলেন না। এখন সখীকে অগত্যা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া শ্রীরাধার সেই অবস্থা জানাইতে হইল, কৃষ্ণ কিন্তু পরদিবস শ্রীরাধার নিকট গমন করিলে খণ্ডিতা (প্রিয়তমের শরীরে রতিচিহ্ন দর্শনে ঈর্ষাতুরা) নায়িকা শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং নিজে অভিমান-ভরে বসিয়া রহিলেন। পরে শ্রীরাধা কলহান্তরিতা (অনুনয়কারী নায়ককে প্রত্যাখ্যান করিয়া যে অনুতপ্তা হয়) অবস্থায় সখীগণের উপদেশে সমাগত সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিয়া ও তাঁহার রঞ্জিত বচন-সমূহ (* স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্) শ্রবণ করিয়া মানত্যাগ করিয়া কুঞ্জ-মাধবের জন্য অভিসারে প্রবৃত্তা হইলেন। স্বাধীন-ভর্তৃকাত্বহেতু শ্রীরাধা মাধবকে বলিলেন—

---

* কথিত আছে—জয়দেব মানময়ী শ্রীরাধার মান প্রশমনজন্য শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধাচরণে পাতিত করিতে কুণ্ঠিত হইয়া 'স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং'—পর্য্যন্ত লিখিয়া ১৮ ক্রোশ দূরে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। ইত্যবসরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া জয়দেবপত্নী পদ্মাবতীর নিকট হইতে সেই পুঁথি লইয়া ঐ পদটি পূরণ করিয়া 'দেহি পদপল্লবমুদারম্', লিখিয়া গিয়াছিলেন। স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া জয়দেব ব্যাপার বুঝিলেন যে, যাঁহার মানের দায় সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং লিখিয়াছেন। মানিনীর মান ভঞ্জনে এত বড় কথা আর কেহ লিখেন নাই।

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়ো
র্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরী ভরম্।
কলয় বলয় শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরা-
বিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ॥

'হে মাধব! কুচযুগে চিত্র রচনা কর, কপোল সুসজ্জিত করিয়া দাও, জঘনে কাঞ্চী ও কবরীতে মালা বেষ্টন কর, করে বলয় ও পায়ে নূপুর পরাইয়া দাও'—অত্যন্ত প্রেমভরে শ্রীপীতাম্বর তাহাই করিতে লাগিলেন।

আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধ—

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত এই গ্রন্থে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ও অদ্ভুতত্ব দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনের বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসী স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। কদম্বতরুতলে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমঠামে শ্রীকৃষ্ণ 'রাধা রাধা' বলিয়া বাঁশী বাজাইলে গোপীগণের বিপর্য্যস্ত বেশে অভিসার ও শ্যামসুন্দরের অনুরাগে শ্রীরাধার ভাববিভূতি লক্ষণীয়। মুরলীধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধা গমনোদ্যতা হইল সখীগণ নিবারণ করায় শ্রীকৃষ্ণের অধৈর্য্য অবস্থা হয় এবং তৎপর গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিজ বিরহবেদনা জ্ঞাপন করেন ও গোপীগণেরই পরামর্শে শ্রীরাধার নিকট দূতী প্রেরণ করেন। দূতীমুখে শ্রীকৃষ্ণের রাধাতন্ময়তা, রাধানিষ্ঠা, স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের রাধাদর্শন ও রসময় বাক্যালাপ, শ্রীকৃষ্ণের রাধানাম জপ ও মিলন উদ্দেশ্যে বেণুধ্বনির কথা শ্রীরাধা শ্রবণ করিলেন। এমন কি শ্রীকৃষ্ণবিলাপে বৃন্দাবনের স্থাবরজঙ্গমাদিও রোদন করিতেছে শুনিয়া শ্রীরাধার অভিসার ইচ্ছা হইল; কিন্তু ললিতাদেবীর বাধায় তিনি শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন না করায় দূতী ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সকল কথা নিবেদন করিল। অতঃপর দূতীমুখে শ্রীরাধার নিরোধ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপীবেশে অভিসার করিলেন। গোপীবেশী শ্রীকৃষ্ণমুখে শ্রীরাধার প্রশংসা ও শ্রীহরির নির্দোষত্ব এবং শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহার তীব্র উৎকণ্ঠার কথা শ্রবণ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সাদৃশ্য দর্শনে পরম প্রীতি সহকারে ঐ গোপীবেশী শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াই শ্রীরাধা বুঝিতে পারিলেন যে—ইনিই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। তৎক্ষণাৎ কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অঙ্গসঙ্গ দান করেন এবং উভয়ে (যুগলকিশোর) রাসলীলার উপযোগী বেশ ধারণ করিলেন। নিখিল কলাভিজ্ঞা সখীগণ সহিত যুগলকিশোর শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া বহুমূর্ত্তি প্রকটনে নিজ কায়ব্যূহরূপা সখীগণ দ্বারা রসাস্বাদ ও লীলারস উপভোগাদি বিস্তারে শ্রীমতী প্রেরণা দান করেন, কিন্তু সখীগণ ইহাতে অভিমানিনী হওয়ায় শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন বিরহবিধুরা গোপীগণ সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ করিতে ও জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহারা শ্রীহরিপদাঙ্ক ও পরেই শ্রীরাধার চরণ-চিহ্ন দর্শন করিয়া যুগলের বিলাস অনুমান করিলেন। এদিকে বিলাসিনী রাধা গোপীগণের জন্য খেদ করিয়া চলিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করেন, তখন শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। ইতিমধ্যে গোপীগণ আসিয়া শ্রীরাধার ঐ অবস্থা দর্শন করিয়া সকলে খেদ করিতে থাকেন, তখন হঠাৎ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভাব হন এবং গোপীগণের ভাববিহ্বলতা দর্শন করিয়া সকলকে লইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রাসোৎসবে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ আলাদা ও একসঙ্গে বহুবিধ নৃত্য ও গীতাদি দ্বারা কামময় রাসোৎসব সমাপনান্তে জলবিহার করিয়া নূতন বেশভূষাদি পরিধান পূর্ব্বক কুঞ্জমধ্যে শয়ন করিলেন।

এই রাস-রস সম্বন্ধে শ্রীপাদ চরমরসের অভিব্যক্তিরূপে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

পরমরসসমুদ্রোচ্ছ্বস্তনস্তাতিকাষ্ঠা
পরমপুরুষলীলারূপ শোভাতিকাষ্ঠা।
পরমবিলাসাস্ত প্রেমসৌভাগ্যভূমা
জয়তি পরমপুমর্থোৎকর্ষসীমা স রাসঃ॥

এই গ্রন্থ-ফলশ্রুতি সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন যে, এই রাসপ্রবন্ধ কৃষ্ণানুরাগভরে যিনি গান করিবেন, তাঁহার পদতলে সকল পুরুষার্থ লুণ্ঠিত হইবে।

শ্রীল প্রবোধানন্দেরই 'সঙ্গীতমাধব' নামে আর একটি গীতিকাব্য আছে। উক্ত কাব্য ষোড়শ সর্গে সমাপ্ত এবং উহার দ্বাদশসর্গে রাস বর্ণিত আছে,—'কালিন্দীর সুবিপুল শোভন পুলিনে মৃদু-সুগন্ধি সমীরণ সুবাহিত প্রদেশে অন্যোন্য বদ্ধহস্ত হইয়া বলয়াকৃতি রাসমণ্ডলে গোপবালা-কদম্বের সহিত সেই রাধারতি-রভসপর মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও এমন অতি সুচতুরতার সহিত এইক গোপীর কণ্ঠদেশ জড়াইলেন যেন সকলেরই মনে হইল যে, রসিকশেখর আমারই পার্শ্বে বর্ত্তমান আছেন'।

শ্রীবলরামের রাস—

পৌগণ্ড বয়সে শ্রীকৃষ্ণ বংশী বাজাইতে বাজাইতে ধেনুপাল অগ্রে লইয়া শ্রীবলরামের সহিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। বনমধ্যে বৃক্ষ-লতা বিবিধ কুসুমসম্ভারে অবনত হইয়া তাঁহাদের পদকমল স্পর্শ করিতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্য পূর্ব্বক শ্রীবলরামকে বলিলেন, ইঁহারা ফলপুষ্পাদি উপহার লইয়া আপনার পদকমলে নমস্কার করিতেছে। খগ-মৃগকুল আপনার সদয় দৃষ্টিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। আর "গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ"—লক্ষ্মীরও স্পৃহণীয় আপনার বক্ষঃস্পর্শে গোপীগণ ধন্যা হইয়াছেন। এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন- "তদেবং ভাবি যত্তস্য প্রিয়াত্বং প্রাপ্স্যন্তীভিঃ কাভিশ্চিদ্গোপীভিঃ সহ বিহারস্তস্য সূচনা কৃতা।" (সং তো ১।১৫।৮) ব্রজে ভাবীকালে যে সকল গোপী শ্রীবলরামের প্রিয়া হইবেন, সেই গোপীগণের সহিত শ্রীবলরামের বিহারের (দশমস্কন্ধ ৬৫ অধ্যায়োক্ত রাসক্রীড়ার) সূচনা করিলেন। দেখা যাইতেছে যে, শ্রীবলরাম পূর্ব্ব পরিগৃহীত গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন এবং তাহা ৬৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। যথা,—

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধু' মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥
পূর্ণচন্দ্র কলামৃষ্টে কৌমুদী গন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ॥ (ভাঃ ১০.৬৫।১৭-১৮)

ভগবান্ শ্রীবলরাম নিশাকালে গোপীগণের রতি সম্পাদন করিতে করিতে সেই বৃন্দাবনে চৈত্র ও বৈশাখ—দুইমাস বাস করিলেন।

পূর্ণচন্দ্রের কিরণমালায় উদ্ভাসিত এবং কৌমুদীগন্ধবহ বায়ু কর্তৃক সেবিত যমুনার উপবনে স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া রমণ করিতে লাগিলেন।

এস্থলে 'গোপীনাং'—অর্থে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীযূথবিশেষকে বুঝায় না। যেহেতু 'নহি সর্ব্বত্র গোপী-শব্দেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়স্য এব তা গৃহীতা ইতি নিয়মঃ।" (সং তোষণী) অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে সকল গোপীবিশেষের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত অন্য গোপীযূথের সহিত শ্রীবলরাম রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে।

"অতএব যমুনোপবন ইতি দূরবনঞ্চ" (ঐ টীকা) অতএব যমুনার উপবন হইতে দূর বনে অর্থাৎ খেলনবনের ২ মাইল পূর্ব্বে, যমুনাতীরে শ্রীবলরামের রাসক্রীড়াস্থলী 'শ্রীরামঘাট' নামক স্থানই বুঝাইতেছে, আর শঙ্খচূড়বধ সময় হোরিকাক্রীড়া উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী সম্বলিত যে গীতাদির কথা শুনা যায়, তাহা এইরূপ :—

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্ব্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্॥

(ভাঃ ১০।৩৪।২১)

কোন সময়ে রাত্রিকালে অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীবলরাম ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ব্রজসন্নিহিত বনে বিহার করিয়াছিলেন।

টীকার তাৎপর্য্য—'অথ' বলিতে শ্রীশিবরাত্রির পর কোন এক হোলিপূর্ণিমা রজনী বুঝায়। 'গোবিন্দ' —শ্রীগোকুলযুবরাজ। "রময়তি ক্রীড়য়তি কৃষ্ণমিতি রামঃ" এই নিরুক্তি অনুসারে তদানীন্তন উভয়েরই সখ্যাংশের উদয়ই ধ্বনিত হইতেছে। জন্মাবধি একত্র পান-ভোজন-বিহারাদি দ্বারা ব্রজে (নন্দভবনে) শ্রীবলরামের সখ্যাংশেরই প্রাচুর্য্য; কিন্তু মথুরাদি রাজধানীতে অগ্রজত্বাংশের প্রাধান্য বলিয়া ব্রজে তাঁহার গৌণত্ব বিবক্ষায় পশ্চাৎ তাঁহার নাম নির্দ্দেশ। অতএব তদুপলক্ষিত সখারূপেই শ্রীবলরামের বিহার জানিতে হইবে। আবার মধ্যদেশাদির রীতি অনুসারে হোরিকা-ক্রীড়া উপলক্ষে তাদৃশ ব্যবহারও দেখা যায়। ইহা ভবিষ্যোত্তর খণ্ডে বর্ণিত আছে। 'বন'—ব্রজসন্নিহিত বনবিশেষ। 'অদ্ভুত'-অর্থে অলৌকিক বিক্রম, ইহা উভয়েরই বিশেষণ।

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীজনৈর্ব্বদ্ধসৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিনৌ বিরজোঽম্বরৌ॥

(ভাঃ ১০।৩৪।২২)

শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ—উভয়েই চন্দনচর্চ্চিত, বিবিধ ভূষণে ভূষিত, মাল্য ও সুনির্ম্মল বসন দ্বারা সুশোভিত ছিলেন; তাঁহাদের প্রেয়সীবৃন্দ তদ্গতপ্রাণা হইয়া সুললিত স্বরে তাঁহাদের গুণগান করিতে লাগিলেন। "—'ললিতং' গান-নর্ম্মাদি-পরিপাটীভির্ম্মনোহরং যথা স্যাত্তথা। 'উপগীয়মানৌ' হোরিকোচিত-গীতাভির্ব্বর্ণ্যমানৌ।

তত্র হেতুঃ—বদ্ধং সৌহৃদং যৈরিতি'। এতেন শ্রীরামস্তাপি পৃথক্ প্রেয়সীগণো লক্ষ্যতে। তদ্ব্যঞ্জিতম্—'গোপ্যোঽঙ্গরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ (ভাঃ ১১।৫।৮) ইতি। অতএব গোপ্যস্তদ্গীতমাকর্ণ্যেতি দ্বয়োরপি গীতস্ত তাদৃশ মোহহেতুত্বং বক্ষ্যতে। সর্ব্বমেলনন্তু হোরিকাবসর সংঘর্ষাদিতি জ্ঞেয়ম্, অতো মিথোঽনন্নুসন্ধানমপি।" (সংতোষণী)

শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের প্রেয়সীবৃন্দ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সুললিত স্বরে—তান-লয়-বিশুদ্ধ মনোহর হোরিকোচিত নর্ম্ম-সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। যেহেতু তাঁহারা পরস্পরে সৌহৃদ্যবদ্ধ; ইহাতে শ্রীবলরামের পৃথক প্রেয়সীগণই লক্ষিত হইতেছেন। কেননা শ্রীবলরামের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্য দ্বারা পূর্ব্বেই ব্যঞ্জিত হইয়াছে যে, "আপনার লক্ষ্মীবাঞ্ছিত বক্ষঃস্পর্শে গোপীগণ ধন্যা হইয়াছেন।" অতএব গোপীগণের সেই গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহারাও উভয়ে মিলিত হইয়া সকলের মনোমদ ও শ্রুতিসুখবহ সঙ্গীত আলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ সর্ব্ব-সম্মেলন কিন্তু হোরিকা উৎসবক্ষেত্রেই (পরস্পরের অঙ্গে কস্তুরি-কুঙ্কুম সংমিশ্রিত গুলালের ও তদুচিত গীতের) সংঘর্ষ দেখা যায়; ইহাতে পরস্পরের অনুসন্ধানও থাকে না।

শ্রীবলরামের বিহারকালে মণ্ডলী-বন্ধনে নৃত্য-গীতাদির বর্ণন দৃষ্ট না হইলেও পূর্ব্বোক্ত 'নিত্যরাস' প্রসঙ্গে বর্ণিত লক্ষণ দৃষ্ট হয় বলিয়া 'রাসক্রীড়া' সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়া থাকে। আর সেই রাসক্রীড়ায় শ্রীবলরাম যে নিজস্ব গোপীযূথবিশেষের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ডে—

> "সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম-গাথা॥
> তান রাসক্রীড়া কথা পরম উদার।
> বৃন্দাবনে গোপীসনে করিলা বিহার॥
> দুইমাস বসন্ত মাধব-মধু নামে।
> হলায়ুধ-রাসক্রীড়া কহয়ে পুরাণে॥
> সেই সকল কথা এই শুন ভাগবতে।
> শ্রীশুক কহেন, শুনে রাজা পরীক্ষিতে॥
> "যাঁর রাসে দেবে আসি পুষ্প-বৃষ্টি করে।
> দেবে জানে, একতত্ত্ব কৃষ্ণ-হলধরে॥"

বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থে রাস-রস-আস্বাদন—

(১) ঋক্‌বেদ। মহাভারত গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমন্ নীলকণ্ঠসুরী মহাশয় ঋক্‌বেদ হইতে আড়াইশত ঋক্ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিয়া বেদমন্ত্রের অভ্যন্তরে কিরূপভাবে মধুর শ্রীকৃষ্ণ-লীলার বীজ নিহিত আছে তাহার দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন এবং শ্রীভাগবত-প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণলীলা যে অবৈদিক নহে, তাহা বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের নাম 'মন্ত্রভাগবতম্' এবং সুরী মহাশয়ের স্বকৃতটীকার নাম

'মন্ত্ররহস্য প্রকাশিকা'। এই গ্রন্থ গোকুলকাণ্ড, শ্রীবৃন্দাবনকাণ্ড, অক্রূরকাণ্ড ও মথুরাকাণ্ড—এই চারিভাগে বিভক্ত। ঋক্‌বেদ সংহিতায় ১।১।১৯।১ যথা—

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে॥

টীকার অর্থ—ব্রজাঙ্গনাগণকে এই রাসক্রীড়ায় আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যে বংশীগান করিয়াছিলেন তাহারই বর্ণনা করিতেছেন। 'হে বিষ্ণো! সামবেদীর উদ্গাতাগণ উচ্চৈঃস্বরে আপনার যশোগান করেন, ঋক্‌বেদীর হোতারা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী আপনাকেই পূজা করেন; বৃন্দাবনস্থিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক আপনার দেহস্থিত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিগণও (এই ধামে স্থাবরাদিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া) আপনাকে বংশীবাদনে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। (মন্ত্র ভাগবত ২।৩৩)

যৎসানোঃ সানুমারুহদ্ভূর্য্যস্পষ্টকর্ত্ত্বম্।
তদিন্দ্রো অর্থংচেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি॥ (ঋক্‌বেদ ১।১।১৯।২)

হে ইন্দ্র! (উপেন্দ্র, কৃষ্ণ) আপনি যে সময়ে গোবর্দ্ধন গিরির উচ্চ হইতে উচ্চতরস্থানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বরত্য (বংশীধ্বনি) করিয়া তাহাকে সকলের শ্রুতিগোচর করান, তখন জড় স্থাবরও চেতনবৎ আহ্লাদ প্রাপ্ত হয়, জঙ্গম জীবের ত' কথাই নাই। এইরূপে তৎকালে বৃষ্ণিবংশী কৃষ্ণও স্বীয় পরিকরগণের সহিত সমধিক শোভা বিস্তার করেন। (ঐ ২।৩৪) উক্ত ঋক্‌দ্বয় শ্রীকৃষ্ণের বংশী সম্বন্ধে যেমন ভাব প্রকাশ করিলেন, তাঁহার বিলাস সম্বন্ধে যথা—

অতারিষুর্ভরতা গব্যবঃ সমভক্ত বিপ্রঃ সুমতিং নদীনাম্।
প্রপিন্বধ্বমিষয়ন্তী সুরাধা আ বক্ষণাঃ পৃণধ্বং যাত শীভম্॥ (ঋক্ ৩।২।১৪।১২)

অর্থাৎ বিশ্বামিত্র নদী ও সমুদ্রের উপমাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি গোপীগণের অভিসার বর্ণনা করিতেছেন। ভগবৎকর্ম্মোপাসনা জন্য ধর্ম্মকে ধারণ (পোষণ) কারী সদ্ভক্তগণ গোধনপুষ্টিকামী গোপমূর্ত্তি পরিগ্রহ করত দুষ্পার সংসার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। নিখিল ভক্তগণ মধ্যে, এমন কি ব্রহ্মাদিরও মধ্যে মহত্তম প্রেমিক ভক্তই নিখিল জগতের আনন্দপ্রদ সেই প্রবাহগত বেদবাক্যের বা সমৃদ্ধিশালিনী প্রস্রবিনীর ন্যায় বিনির্গতা গো-গোপীগণ সম্বন্ধিনী সুমতি ('তত্ত্বমসি' আদি বাক্যোত্থজ্ঞান অথবা বৎস ও বৎসপালকরূপ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় জ্ঞান) সম্যক্‌রূপে লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ গোপ, গোপী ও গোগণ বৎসবিশিষ্ট হইয়া ভগবৎসঙ্গে নিস্তার পাইয়াছেন। তোমরা যখন নিঃসন্তানা যুবতী হইয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাভিলাষিণী হইয়াছ, তখন সাক্ষাৎ ভগবানের অঙ্গসঙ্গ লাভে কৃতার্থ হইতে হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লয়াধিষ্ঠান চিন্মাত্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অভিসার কর। তোমরা কিন্তু সুরাধা অর্থাৎ শোভনা রাধাকে মুখ্যা করিয়া (তাঁহার আনুগত্যে) শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গসুখে প্রকৃষ্ট পরমানন্দলাভে পরিতৃপ্ত হও। আর এক কথা—নদীসমূহ যেরূপ সাগরসঙ্গমে গমন করে, তোমরাও সেরূপ প্রেমামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দ দান কর। গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধার মুখ্যত্ব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড) ও পদ্মপুরাণ (উত্তরখণ্ড) কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে উক্ত আছে।

স্ত্রীয়ঃ সতীস্তাং উমে পুংস আহুঃ পশ্যদক্ষণ্বান্নবিচেত দংধঃ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ইমাচিকেত যস্তাবিজানাৎ সপিতুষ্পিতা সৎ॥ (ঋক্ ২।৩।১৭)

অর্থাৎ এই মন্ত্রে জারদোষের পরিহার করা হইতেছে। গোপাঙ্গনাগণ কখনও পাতিব্রত্যধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই, যেহেতু তাঁহারা পুরুষোত্তমেরই নিত্যকান্তা। তাৎপর্য্য—জগৎপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করায় পাতিব্রত্য ভঙ্গ হয় না। এইরূপ দর্শন যিনি না করেন, তিনি চক্ষুষ্মান্ হইলেও প্রকৃতপক্ষে অন্ধই; অথবা ঐ সূক্ষ্মতত্ত্ব চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করেন, অন্ধ নহে। এইরূপ একান্তদর্শী বা ভগবল্লীলা তাৎপর্য্যাভিজ্ঞ মহাজনই নিখিল ভূতকে সর্ব্বথা জানেন এবং তিনিই জগৎত্রাতা পুত্রস্থানীয়; পক্ষান্তরে যিনি সেই গোপীগণের তত্ত্ব বিশেষভাবে জানেন, তিনি পিতারও পিতা (গুরুর গুরু) রূপে দীপ্তি পাইয়া থাকেন। (ঐ টীকার্থ)

অতঃপর রাসক্রীড়া সম্বন্ধে ঋক্‌মন্ত্র—

পন্থাবন্তে পুরুরূপা বপূংষ্যূর্দ্ধ্বা তস্থৌ ত্র্যবিং রেরিহাণা।
ঋতস্য সদ্ম বিচরামি বিদ্বান্ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ (ঋক্ ৩।৩।৩০।১৪)

অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনা কর্ত্তৃক অভিসারযোগ্যা তোমার সেই শ্রীমূর্ত্তিসকল সংসারের বহির্ভূতা হইয়াও সাধুগণের নিমিত্ত বহুরূপ ধারণ করে। রাসমণ্ডলে বহুপ্রকাশ মূর্ত্তির মধ্যে অপর একটি মূর্ত্তি সেই অভিসারিণীগণের অস্পৃষ্টরূপে মধ্যস্থলে ছিল। তোমার তৎকালীন শ্রীমূর্ত্তির দৃষ্টি পার্শ্বদ্বয় ও সম্মুখভাগ এই প্রদেশত্রয়কে প্রকাশ করিয়া যেন লেহন করিতেছিল, ফলতঃ রাসমণ্ডলে প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের দুইমূর্ত্তি এবং মধ্যস্থলেও একমূর্ত্তি এই প্রদেশত্রয়স্থিত শ্রীমূর্ত্তির প্রদেশত্রয়গতা দৃষ্টি সকলেরই আত্মাকে গ্রাস করিয়াছিল অর্থাৎ তখন ঐ মোহন মূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তুমি এবম্বিধ রূপ ধারণ করিয়াছ, অতএব আমি বেদের বা যজ্ঞাদির সমর্পণ স্থানস্বরূপ পরব্রহ্ম বলিয়া তোমাকেই *বিশেষরূপে জানিয়াছি। আমরা তোমার সাহচর্য্যে কৃতার্থ হইলেও কিন্তু সুরগণ আমাদের উৎকর্ষ সহিতে না পারায় তাহাদের অসুরত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

পদে ইব নিহিতে দস্মে অন্তস্তয়োরন্যৎ গুহমাবিরন্যৎ।
সধ্রীচীনা পথ্যাহসা বিষূচী মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ (৩।৩।৩০।১৫)

অর্থাৎ রাসক্রীড়ায় সকল গোপীকে পরিত্যাগ করত প্রধানা গোপীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ কিয়দ্দূর গমন করিতে তাঁহাকে পরিশ্রান্তা দেখিয়া স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাকেও গর্বিতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেও ত্যাগ করতঃ অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন। অন্যান্য গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে বলিতেছেন—' এই যে আমাদের প্রাণনাথ প্রিয়তমার সহিত গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের উভয়ের পদচিহ্ন ত' স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—ঐ যে একের পদাঙ্ক অদৃশ্য হইয়াছে, বোধ হয় তিনি এস্থলে প্রিয়তমাকে স্কন্ধে বহন করিয়াছেন, ভারবহনের নিমিত্ত অন্য পদাঙ্ক ত' সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অহো! সেই গোপীই ধন্যা—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের সহগামিনী হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু হায়! একি!! তিনিও যে আবার কৃষ্ণহারা

হইয়া আমাদেরই ন্যায় ইতস্ততঃ কৃষ্ণান্বেষণ করিতেছেন। অতএব যে দেবগণ একজন গোপীরও উৎপত্তি সহিতে পারে না, তাহাদের মহা-অসুরই বলিব।

এইরূপে দেখা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রায় প্রতিটী লীলাই বেদে কোথাও না কোথাও বীজাকারে বা স্ফুটরূপে উক্ত আছে। ভ্রমবিমূঢ় কাল্পনিক ব্যক্তিগণ অপসিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলাকে 'অবৈদিক' বা স্বকপোলকল্পিত বলিয়া থাকে।

শ্রীহরিবংশে[১] ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণে[২] রাসের বর্ণনা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীদের নাম না থাকিলেও ভবিষ্যপুরাণে উত্তরখণ্ডে এবং স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে।[৩] শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।২৮) 'অনয়ারাধিতো' শ্লোকের ব্যাখ্যানাবসরে শ্রীপাদ সনাতনাদি সর্ব্বথা 'আরাধনাকারিণী' রাধা-নামের তাৎপর্য্য উট্টঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে (১।৭।১৫৭-৫৮) শ্রীরাধানাম কেন শ্রীশুকদেব উচ্চারণ করেন নাই—তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা আর অন্য কিছুই নহে—গোপীগণের নাম স্মরণেও শ্রীশুকদেবের অন্তরে গোপীগণের মহাবিরহজ্বালামালার স্পর্শে পরম মহাবৈকল্য উপস্থিত হইলে আর শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনাই সম্ভবপর হইত না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রাসের আস্বাদন—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাক্য যথা—

'চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু কয়। তার অর্থ লৈয়া ব্যাস করিলা সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয়-রচন। ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক-নিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত। ভাগবতের শ্লোক, উপনিষদ একমত॥

(চৈঃ চঃ ২।২৫।৯৬-৯৮)

শ্রীচরিতামৃতের মধ্য ৮ম অধ্যায়ে শ্রীরামানন্দ-মিলন সংবাদে—'রায় কহে—কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার'। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীদের প্রেমের কথাই বলা হইয়াছে। ঐ উক্তির সমর্থনে শ্রীরায় ভাগবতের রাসের দুইটী শ্লোক প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

(১) নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং॥

অর্থাৎ রাসোৎসবকালে এই শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ স্বরূপের বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও তাহা লাভ করেন নাই এবং পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ ও কান্তিধারী দেবাঙ্গনাগণও তাহা পান নাই। অন্যান্য রমণীগণের কথা কি আর বলিব?

১। যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ। কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভির্মুমোদ হ॥
২। সোঽপি কৈশোরক বয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ। রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥
অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা। অন্যজন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চ্চিতো যয়া॥
৩। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৮৯, শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা (৮৯-৯২)

এই শ্লোকে নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমের পরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। আর,

(২) তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ (শ্রীভাঃ ১০৷৩২৷২)

—শারদীয় রাসরজনীতে রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে কৃষ্ণবিরহার্ত্তা গোপীগণ বনে বনে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাঁহাকে পাইলেন না, তখন তাঁহারা যমুনাপুলিনে আসিয়া তীব্র বিরহদুঃখে আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন। তাঁহাদের তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে আবির্ভূত হইলেন?—'স্ময়মান মুখাম্বুজ' হইয়া। তাঁহার শ্রীমুখ স্বভাবতঃই কমলের ন্যায় চিত্তাকর্ষক, আবার পরম মধুর মন্দহাসিও সর্ব্বদা তাঁহার বদনকমলে বিরাজমান থাকিয়া স্বভাবতঃই তাঁহার মুখের রমনীয়তা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বিরহার্তা গোপীদিগের বিরহ ও আর্তিকে প্রশমিত করার জন্য তাঁহার স্বাভাবিক মন্দহাসিতে আরও অপূর্ব্ব রমণীয়ত্ব প্রকট করিয়া, তাঁহার স্বভাবসুন্দর বদনকমলের এক অপূর্ব্ব মনোহারিতা প্রকটন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সীদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। কিরূপে?—'পীতাম্বরধর' হইয়া। তাঁহার পীতবর্ণ বসনকে গলার উপর ঝুলাইয়া তাহার লম্বমান প্রান্তদ্বয়কে যুগ্মকরে ধারন করিয়া, গললগ্নী কৃতবাসে—মহা অপরাধীর ন্যায় তিনি আবির্ভূত হইলেন। ব্যঞ্জনা এই যে—'প্রেয়সীগণ! তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া আমি তোমাদের অত্যন্ত দুঃখ জন্মাইয়াছি, তোমরা আমার অপরাধ ক্ষমা কর।' গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়াই তাঁহাদের রোষ দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের এই ভঙ্গী। আবার কিরূপে?—'স্রগ্বী' হইয়া অর্থাৎ পুষ্পমাল্যধারী হইয়া। অন্তর্ধানের পূর্ব্বে তাঁহার প্রেয়সী গোপীগণ তাঁহার গলায় প্রীতিভরে যে সকল পুষ্পমাল্য দিয়াছিলেন, সেই সকল মাল্য তখনও তাঁহার গলদেশে অম্লান থাকিয়া দোলায়মান ছিল। ইহা দ্বারা তিনি জানাইলেন যে, তিনি অন্য কোন রমণীর সঙ্গ করেন নাই; তাঁহাদের প্রীতি-মণ্ডিত মালা যে ভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দিয়াছিলেন, ঠিক্ সেই ভাবেই তখনও তাঁহার কণ্ঠে তিনি ধারণ করিয়া আছেন। ইহাও গোপীদের মনঃখেদ দূর করার একটা ভঙ্গী। আর কিরূপে?—'সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথরূপে'। অনন্ত চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত যে মন্মথগণ, তাঁহারা সাক্ষাৎ মন্মথ—মদন। চতুর্ব্যূহ অন্তর্গত বলিয়া তাঁহারা প্রাকৃত মন্মথ বা প্রাকৃত মদন নহেন, সকলেই অপ্রাকৃত। তাঁহাদের মোহিনীশক্তির আভাস পাইয়াই প্রাকৃত মন্মথ ব্রহ্মাদিকে পর্য্যন্ত বিচলিত করেন। এতাদৃশ যে সাক্ষাৎ মন্মথগণ, তাঁহাদেরও মন্মথরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অশেষ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে অভিব্যক্ত করিয়া অপ্রাকৃত মহা-মন্মথরূপে আবির্ভূত হইলেন—তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের সুধাধারা দ্বারা প্রেয়সীগণের প্রজ্জ্বলিত বিরহাগ্নিকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত করার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ গোপীগণের বিরহার্তি সম্যক্ দূর করিবার জন্যই তাঁহার এই প্রয়াস। কেবল তাহাই নহে, মহা অপরাধীর ন্যায় গললগ্নীকৃতবাসে অপরাধ ক্ষমাপ্রার্থী হইয়াই তিনি গোপীদিগের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইলেন। অপর

কাহারও নিকট শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ব্যবহারের কথা জানা যায় না। কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণপ্রেমের নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরম বশ্যতার কথাও এই শ্লোক হইতে জানা গেল।

('মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ' অবলম্বনে)।

(৩) রাসলীলায় উৎসারিত গোপীপ্রেম মহিমার চরম কথা রামানন্দ মুখে মহাপ্রভু আস্বাদন করিয়াছেন ; যথা—

'কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে। অতএব ঋণী হয়—কহে ভাগবতে॥

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যম্ বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

(ভাঃ ১০।৩২।২২)

—হে ব্রজসুন্দরীগণ, দুশ্ছেদ্য গেহশৃঙ্খল সম্যক্‌রূপে ছেদন করিয়া তোমরা যে আমার সহিত মিলিত হইয়াছ (তোমাদের এই মিলন নিরবদ্য অনিন্দনীয় ; যেহেতু তোমাদের কোন সুখের আশায় তোমরা মিলিত হও নাই, সেবাদ্বারা আমার প্রীতিসম্পাদন করাই একমাত্র তোমাদের উদ্দেশ্য), এইভাবে মিলিত হইয়া সেবা দ্বারা আমার প্রতি তোমরা যে সাধুকৃত্য করিয়াছ, ব্রহ্মার সমান পরমায়ু পাইলেও সেই সাধুকৃত্যের প্রতিদান আমার পক্ষে সম্ভব নহে। তোমাদের সাধুকৃত্যই তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রতিদান হউক, (আমি তোমাদিগের নিকট চিরঋণী রহিলাম)।

গোপীদিগের প্রেমের অনুরূপ ভজন করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের নিকট চিরঋণ স্বীকার করিলেন—তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকদ্বারা কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপাদিত হয় এবং ইহাতে যে শ্রীকৃষ্ণবশীকরণীশক্তি সর্ব্বাধিক তাহাও প্রমাণিত হয়। এজন্যই রাম রায় মুখে—'পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে'। —বলাইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু জগৎকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির চরম উপায় জানাইলেন, আর ঐ গোপীপ্রেমও যে কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম, স্বজন, আর্য্যপথ সমস্তই ত্যাগ করিতে পারে—প্রেমের অপূর্ব্ব তীব্রশক্তিত্ব রাসে প্রকট হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে চিরঋণী করিয়াছে, তাহাই আস্বাদন করিলেন। (৪) বলগণ্ডি স্থানে শ্রীজগন্নাথের রথের বিশ্রামকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু এক উপবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে প্রেমাবেশে এক পিণ্ডার উপর প্রভু পড়িয়া আছেন। 'আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন। নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদসম্বাহন॥ রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন। 'জয়তি তেঽধিকং' করয়ে পঠন॥ শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার। 'বোল্ বোল্' বুলি উচ্চ বোল বারবার॥ তখন প্রতাপরুদ্র পুনঃ শ্লোক পড়িলেন—

'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ (ভাঃ ১০।৩১।৯)

—শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্ধান করিলে গোপীগণ বনে বনে অনুসন্ধান করিয়াও যখন পাইলেন না, তখন যমুনাতীরে ফিরিয়া যে আর্ত্তিযুক্ত বিলাপ করিতেছিলেন—ইহা তাহারই অন্তর্গত একটি শ্লোক। অর্থ এইরূপ যে—হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার কথারূপ অমৃত তাপিত লোকদিগের জীবনস্বরূপ।

কবিগণও তোমার কথামৃতের স্তব করিয়া থাকেন; তোমার কথামৃত সর্ব্বপ্রকার কল্মষনাশকারী, শ্রবণমাত্রই মঙ্গলজনক, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বব্যাপক, তোমার এতাদৃশ কথামৃত যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা ভূরিদা—বহুদাতা, সর্ব্বার্থপ্রদাতা।

'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল। উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন। মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বারবার। দু'জনার অঙ্গে কম্প—নেত্রে জলধার।
(প্রভু) 'ভূরিদা ভূরিদা' বলি করে আলিঙ্গন। ইহা নাহি জানে—'এহো হয় কোন্ জন'॥
প্রভু কহে—কে তুমি করিলে মোর হিত। আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত।
রাজা কহে—আমি তোমার দাসের অনুদাস। ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে—এই মোর আশ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল। 'কাঁহা না কহিও ইহা'—নিষেধ করিল॥

(চৈঃ চঃ মধ্য | ১৪)

যে মহারাজা কোনমতে মহাপ্রভুর দর্শন পর্য্যন্ত পান নাই, ভক্তগণের কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও প্রভু যাহাকে নিকটে আসিতে দেন নাই, শ্রীরাসের সময়োচিত শ্লোক-পাঠে সেই প্রভুর আলিঙ্গন ও স্বরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শন ঘটিবার সৌভাগ্য প্রতাপরুদ্রের হইয়াছিল, সুতরাং শ্রীরাসের এই শ্লোকাস্বাদন প্রভুর প্রাণ-প্রিয়তম হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(৫) শ্রীচরিতামৃতে প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্তপ্রবর রামানন্দ রায়ের ভজন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণসম। আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন।
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। † † †
† † † † শ্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥
ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস। যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস।
হৃদ্‌রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়। তিনগুণ ক্ষোভ নাহি মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়। আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়।
যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী। সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি॥
তার ফল কি কহিব, কহন না যায়। নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায়। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম)

শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে অধিকারকে এত উচ্চ জ্ঞান করিতেন এবং নিজেরও এতাদৃশ অধিকার হয় নাই বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন, প্রশ্ন হইতে পারে, রামানন্দের চিত্তের অবস্থা এরূপ সম্ভবে কি প্রকারে? তাহাতেই বলিতেছেন যে—শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্লোক দেখা যায় ইহা তাহারই ফল। সেই শ্লোকটি কি?—

'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

—ব্রজবধূদিগের সহিত সর্ব্বব্যাপক শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলার কথা যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা শ্রবণ-কীর্তন করেন, ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া তিনি অচিরাৎ হৃদ্‌রোগ কাম পরিহার করে, এবং ধীর হয়েন।

এই শ্লোক রাসলীলা বর্ণনের উপসংহারে শ্রীল শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট রাসলীলা শ্রবণ কীর্ত্তনের মাহাত্মা বলিয়াছেন এবং কলিযুগ পাবনাবতার স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্র উহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন পূর্ব্বক ঐ শ্লোকের আচরিত আদর্শ ভক্ত রামরায়কে রাসলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলস্বরূপে জগৎকে উপহার দিলেন।

বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে রাস আস্বাদন—

যমুনা পুলিনে রাসলীলায় ব্রজগোপীগণের সহিত বিহার-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বিমান-চারিণী দেবীগণ মোহিত হইয়া পরস্পর বলিতেছেন, ঐ দেখ,—

হরির্নবঘনাকৃতিঃ প্রতিবধূদ্বয়ং মধ্যত,
স্বদংসবিলসদ্ভুজো ভ্রমতি চিত্রমেকোঽপ্যসৌ।
বধূশ্চ তড়িদুজ্জ্বলা প্রতিহরিদ্বয়ং মধ্যতঃ,
সখীধৃত করাম্বুজা নটতি পশ্য রাসোৎসবে॥

—নবঘনাকৃতি শ্রীহরি একাকী হইলেও প্রতি বধূদ্বয়ের মধ্যদেশে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের স্কন্ধে স্বহস্ত বিন্যস্ত করিয়া অদ্ভুতরূপে ভ্রমণ করিতেছেন। আবার তড়িৎ হইতেও উজ্জ্বলা এবং স্ব-সখী কর্ত্তৃক ধৃতহস্তা প্রতি বধূও দুই কৃষ্ণের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া রাসোৎসবে কি অপরূপ নৃত্য করিতেছেন। পুনঃ স্তবমালায় ১৭ পদ,

কোমল শশিকর-রম্য বনান্তর-নির্ম্মিত-গীতবিলাস।
তূর্ণ সমাগত-বল্লব সৌবতবীক্ষণ-কৃত-পরিহাস॥
জয় জয় ভানুসুতাতট রঙ্গ মহানট সুন্দর নন্দকুমার।
শরদঙ্গীকৃত-দিব্যরসাবৃত মঙ্গল রাসবিহার॥ ধ্রু
গোপীচুম্বিত রাগ করম্বিত মান বিলোকনলীল।
গুণ গর্ব্বোন্নত-রাধাসঙ্গত-সৌহৃদ সম্পদধীন॥
তদ্বচনামৃত-পানমদাদ্ভুত বশীকৃত-পরিবার।
সুরতরুণীগণ-মতি বিক্ষোভন খেলন রঞ্জিতহার॥
অম্বু বিগাহন-নন্দিত নিজজন মণ্ডিত যমুনাতীর।
সুখ সম্বিদ্‌ঘন পূর্ণ সনাতন নির্ম্মল নীল শরীর॥

—হে নন্দকুমার তুমি জয়যুক্ত হও। এই কোমল চন্দ্র-কিরণ দ্বারা রমণীয় বৃন্দাবনে তুমি গীত বিলাস আরম্ভ করিয়াছ এবং অতিবেগে সমাগত গোপীগণের ভাবদর্শনের নিমিত্ত পরিহাস করিতেছ। তোমার জয় হউক, তোমার জয় হউক, যমুনার তটরূপ রণক্ষেত্রে তুমি মহানৃত্য আরম্ভ করিয়াছ এবং শরৎকালে দিব্য

রসপূর্ণ মঙ্গল রাসবিহার অঙ্গীকার করিয়াছ। হে গোপী-চুম্বিত রাগবর্দ্ধন! তুমি নয়নযুগলের কটাক্ষপাতেই গোপীগণের মানগর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছ এবং সমূহ গুণগ্রামসম্পন্না শ্রীরাধার সহিত তুমি সঙ্গত হইয়া তদধীন হইয়াছ। তুমি গোপীগণের বচনামৃত পান জন্য মত্ততাবশতঃ তাঁহাদের মণ্ডলী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছ এবং রাগসম্পন্ন গীতরসে দেবাঙ্গনাদিগের চিত্তবৃত্তিকেও ক্ষুব্ধ করিতেছ ও নৃত্যক্রীড়ায় তোমার মণিময় হার চঞ্চল হইতেছে। তুমি জলে অবগাহন দ্বারা নিজজন সকলকে আনন্দিত করিয়া যমুনাতীর-শোভা বর্দ্ধন করিতেছ। তুমি আনন্দস্বরূপ তুমি বিজ্ঞানস্বরূপ এবং তুমি পূর্ণসনাতনস্বরূপ, তোমার শ্যামসুন্দর বিগ্রহের জয় হউক।

পদাবলীর দ্বারা রাসরসাস্বাদন—

বহু বৈষ্ণব কবি স্বরচিত পদাবলী দ্বারা শ্রীভাগবতের রাস আস্বাদন করিয়াছেন। কয়েকটী পদ ভক্তগণের আস্বাদন জন্য উদ্ধৃত হইল। শ্রীগোবিন্দ দাস (কবিরাজ) রচিত পদ, যথা—

(১)

শারদ সুখদ নিশি রাস পরিচ্ছেদ। মধুর মধুর তাহে গায় নটবাদ॥
বলয়া নূপুর ধ্বনি বাজয়ে অধিক। শশধর উজ্জ্বল প্রকাশ দশদিক॥
নাচে সব ব্রজবধূ অতি উল্লসিত। মিলিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গোপাল সহিত॥
নিপতিত কবরী জড়িত ফুলদাম। গোবিন্দ দাস কহে অতি অনুপাম॥

(২)

বাজত ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ, করতল তাল তরল একু মেলি।
চলত চিত্র-গতি সকল কলাবতী, করে করে নয়নে নয়নে করু খেলি॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী।
জলদ-পুঞ্জে জনু তড়িত-লতাবলী, অঙ্গ-ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি॥ ধ্রু॥
নটন-হিল্লোল লোল মণিকুণ্ডল, শ্রম-জল ঢল ঢল বদনহুঁ চন্দ।
রস-ভরে গলিত ললিত কুচ-কঞ্চুক, নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ॥
ছুঁহু ছুঁহু সরস পরশ-রস-লালসে, তনু তনু আলসে রহত লুলাই।
গোবিন্দদাস পহু মূরতি মনোভব, কত যুবতী রতি-আরতি বাঢ়াই॥

(৩)

সারি সারি মনোহারী নব ব্রজবালা॥
বেড়ল গৌরাঙ্গী সব যশোদানন্দন। বিদ্যুতের মালা যৈছে মেঘ সন্নিধান॥
শ্রীগোকুল সুধাকর সঙ্গে সুধাময়ী। প্রেম জ্যোৎস্না ঝলমল কোট্যন্দুবিজয়ী॥
বলয়া নূপুর মণি কিঙ্কিণীর বোল। মধ্যে মধ্যে সুমিলিত মুরলী উজোর॥

রাসহাট মাঝে সে পতাকা শশধরে। কোকিলা কোটাল হইয়া জাগায় কামেরে॥
রাসহাট গোপিকার পসরা যৌবন। গ্রাহক তাহাতে ভেল মদন-মোহন॥
কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চৈস্বরে। সাধুবাদ দেন কৃষ্ণ আপনে তাহারে॥
কোন গোপী রাসহাটে শ্রমযুত হইয়া। আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে আউলাইয়া॥
তাহারে ধরিয়া কৃষ্ণ দেন আলিঙ্গন। গোবিন্দ দাস কহে আনন্দিত মন॥

(৪)

মৌলি মঞ্জুল গুঞ্জ ফল ফুল, কুটিল কুন্তল সোহি।
জঘন চঞ্চল বদন শিথিল, অখিল-জন-মন-মোহি॥
গোপীগণ মাঝে নাগর বিরাজে, নাচয়ে নর্ত্তক ধীর।
সঞ্চিত অমৃত মুরলী কী ধৃত, রঙ্গ বহুত যমুনাকতীর॥
কণ্ঠে নবদাম দোলে অনুপাম, স্বর্ণ মণিময় হার।
কর্ণে ঝলমল মকর কুণ্ডল, রুচির গণ্ড-বিহার॥
শোভা পরিপাটী কটিদেশে ধটী, রুচির কিঙ্কিণী তান।
চরণে মঞ্জীর মঞ্জুল রব কর, গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

(৫)

কাঞ্চন-মণিগণ জনু নিরমাওল
রমণী-মণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ মহামরকত মণি
শ্যামর নটবর রাজ॥

(৬)

নটবর বেশ কেশপাশ
ভূষণ চঞ্চল চম্পক চূর।
তাহে বেড়ি গুঞ্জ পুঞ্জে পুঞ্জে লম্বিত
তাহে বেড়ি রঙ্গিণ ফুল॥

বৃন্দাবনে অপরূপ রাসবিহার।

থির বিজুরী সঙ্গে চঞ্চল জলধর
বরিখয়ে রস অনিবার॥ ধ্রু॥

কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই
তিমিরহি কত কত চান্দে।
কনক লতায়ে তমালহুঁ কত কত
হুঁহু হুঁহু তনু তনু বান্ধে॥
কত কত পদুমিনি পঞ্চম গাওত
মধুকর ধরু শ্রুতি-ভাব।
মধুকর মেলি কত পদুমিনি গাওত
যুগধল গোবিন্দ দাস॥

গোপী রঙ্গে নৃত্যতি গোপাল,
কিং কিং কিঙ্কিণী কিং কিং মন্দিরা
ছন্দর নিনাদ বিশাল॥
তাথৈ থৈ ঝুমুকু ঝুমুকু
ঝুমদি ঝনা ঝনা দিন্তাথা॥
তাধিক তাধিক থৈ থৈ মধুর মৃদুধ্বনি
রঙ্গে ভঙ্গে পড়ে পা॥
নটুয়া জিনিয়া নটী নটিনী জিনিয়া নট
বিবিধ সুছন্দ গীতশালী।
গোবিন্দ দাস গান পুরন্দর বাখানে
ভালরে ভালরে ভালি॥

(৭)

মরুজ উপাঙ্গ বীণা বেণু মাধুরী, পুরই রাস-বিলাসিনী।
অঙ্গ ভঙ্গ রব কিঙ্কণ কটিতটে, রনু ঝনু কিঙ্কিণী ধ্বনি॥
তাধিনি তাধিনি ধিনতা বাজে মৃদঙ্গ, নর্ত্তক গোকুল রায়।
করতলে তাল মিলিত মধুর, সুস্বর ধনী রস গায়॥
অংগ বিলোলা অংগ বিরাজিত, উড়ই শিখিপুচ্ছ চূড়।
গোবিন্দ দাস কহে অপরূপ, গোপী সঙ্গে বেদ নিগূঢ়॥

(৮)

দুই দুই গোপিনী অন্তরে কৃষ্ণ কেলি। দুই দুই কৃষ্ণ মাঝ গোরি গোরি মেলি॥
অপরূপ রভস রসাল ফুলবনে। শত শত রমণী রময়ে একজনে॥
কনক চম্পক সঙ্গে মরকত মণি। বিশাল মৃণাল যেন বিরল গাঁথুনি॥
সুরতরু বেড়িয়া মণ্ডলী দুঁহু কেরি। তার মাঝে থাকি কৃষ্ণ পুরয়ে বাঁশরি॥
উচ্চৈঃস্বরে গায় গীত বরজ নাগরী। কুবলয় বেড়ি যেন গুঞ্জয়ে ভ্রমরী॥
ঘন ঘন অঙ্গ ভঙ্গে নাচে নন্দবালা। মেঘগণ ঘেরি যেন খেলিছে চপলা॥
রক্তকণ্ঠ সুমাধুর্য্য সকল ভূষিত। দেখিয়া পরমানন্দ পরম পিরিত॥
কেহ শ্রান্ত হয়ে কৃষ্ণের অঙ্গে ভুজ দিয়ে। মুকত কবরী ভরে রহে দাণ্ডাইয়ে॥
কেহ বা চন্দন বাহু আঘ্রাণের ছলে। মনোরঙ্গে ঘন চুম্ব প্রদানে গোপালে॥
সখীগণ্ডে গণ্ড দিয়া নন্দের নন্দন। গোবিন্দদাস কহে রসিক সুজন॥

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'— (ভা ১।৩।২৮) শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি নিত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ, তিনি স্বয়ং অনাদি হইয়াও সকলের আদিতত্ত্ব– তাঁহার আদি আর কোন তত্ত্ব নাই। তাঁহার অপর নাম গোবিন্দ। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বকারণের কারণস্বরূপ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (ব্রঃ সঃ ৫।১)

এই যশোদানন্দন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। এই শ্লোকে কৃষ্ণ-শব্দ বিশেষ্য এবং গোবিন্দ, ঈশ্বর প্রভৃতি তাঁহার বিশেষণ। অতএব উপাস্যবর্গের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্রীকৃষ্ণই অনন্যাপেক্ষী স্বয়ংরূপে নিত্য বিদ্যমান এবং অবতারসকল ইহাঁরই কলা বা অংশ। তাহার মধ্যে যে স্বরূপ স্বয়ংরূপের সহিত ঐক্য হইয়াও আকারাদি দ্বারা অন্য সদৃশ প্রকাশিত হয়, তাহাকে 'তদেকাত্মরূপ' বলে। ইহা বিলাস ও স্বাংশ ভেদে দ্বিবিধ। এস্থলে 'বিলাস' বলিতে (শক্তিবিলাসক্রমে) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ যখন আত্মসমপ্রায় অন্য আকারে প্রকাশিত, তখন তাহাকে বিলাস বলে, যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমের

নারায়ণ এবং তাঁহার বিলাস আদি ব্যূহ বাসুদেব। প্রমাণচক্রবর্ত্তীচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতে এবং শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি শাস্ত্রোক্ত বিদ্বদনুভবে (শ্রীব্রহ্মার অনুভবে) এই সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান বা মূল নারায়ণ, পরব্যোমপতি প্রসিদ্ধ শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসমূর্ত্তি—এই শাস্ত্র বিচারে যুক্তি-তর্ক বা বাদ-প্রতিবাদের কোনও অবকাশ নাই। আবার ভাববৈশিষ্ট্যের ও রসবৈশিষ্ট্যের চমৎকারিতা শ্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাসলীলাতেই বর্ত্তমান। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রসবিচারের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জন্য পূজ্যপাদ শ্রীরসামৃতকার বলিয়াছেন—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

(ভ, র, সি ১।২।৫১)

পরব্যোমের অধিপতি শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মহানারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহদ্বয়ে সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ না থাকিলেও রসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপের উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়, ইহাই রসের স্বভাব। তাৎপর্য্য এই, যোগ্যভক্তে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত হইতেও প্রেমময়রসের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ উৎকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যেহেতু নানাবিধ ভক্তের প্রেমরসের সমাহার একমাত্র মহাভাবরূপ রসে এবং তাদৃশ উৎকর্ষপ্রাপ্ত মহাভাবরসের কেবল শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই আলম্বন— অন্য ভগবদবতার বা শ্রীমহানারায়ণও নহেন। এইজন্য পরব্যোম-অধিপতি শ্রীমহানারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী শ্রীমহালক্ষ্মীদেবীও ঐ জাতীয় রসবিশেষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণু আরাধনার লোভে সুদীর্ঘকাল ব্রজে তপস্যা করিয়াছিলেন। একথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৬।৩৬) উক্ত আছে। "দেবী শ্রীলক্ষ্মী রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের রাসে অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই" (শ্রীভা ১০।৪৭।৬০) ইত্যাদি প্রমাণ হইতেও ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়াছে। আবার ব্রজদেবীগণের মহাভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম মাধুর্য্যের বিকাশ হয়। "মহাভাবস্তু প্রমাণং তত্রৈব দশমে (৪৭।৫৯) 'কৃষ্ণে ক চৈব পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ' ইতি রূঢ় ভাবস্থাপরপর্য্যায়ো মহাভাবঃ" (শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ) এই মহাভাবের প্রমাণ দশমে শ্রীউদ্ধববাক্যে— কি বলিব? পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে ব্রজগোপীদিগের ঈদৃশ রূঢ়ভাব স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। আর দৃশ্যমান এই রূঢ়ভাব (চরমকোটি আরূঢ় মহাভাব) বিশেষের লেশাভাসও কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।" তাহাই 'চ'-শব্দবলে এবং 'ক' পদের সহিত সম্বন্ধহেতু (কুত্রাপি এই রূঢ়ভাব বিদ্যমান নাই) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই রূঢ়ভাবের অপর নাম মহাভাব। আর 'স্বাংশ' বলিতে যে স্বরূপ বিলাসের ন্যায় স্বয়ং রূপের সহিত অভিন্ন হইয়াও বিলাস অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন শক্তি প্রকাশ করেন, তাহাই স্বাংশ। যেমন নিজ নিজ ধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতারত্রয় ও মৎস্যাদি লীলাবতারগণ। আর আকার, গুণ ও লীলায় ঐক্য থাকিয়া একই বিগ্রহের যুগপৎ বহুস্থলে প্রকটতা হইলে, তাহাকে প্রকাশ বলে। যেমন শ্রীরাসে শ্রীকৃষ্ণ বহু মূর্ত্তিতে কিংবা দ্বারকাতে প্রতিগৃহে একই সময়ে বহুরূপে (শ্রীনারদ কর্ত্তৃক) দৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু মুখ্য প্রকাশ ভেদমধ্যে গণনীয় নহে।

পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার ভেদে অবতার ত্রিবিধ। এই অবতারসকল স্বাংশ ও আবেশ-ভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞানশক্ত্যাদির বিভাগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই মহোত্তম জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন। যেমন,

বৈকুণ্ঠে শেষ, নারদ ও সনকাদি। কখন কখন স্বয়ং ভগবানও বিশ্বকার্য্যার্থ জগতে অবতরণ করেন। শ্রীভগবানের অবতরণের সাধারণ নিয়ম এই যে, সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত-জনগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন। এখানে আশঙ্কা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রই কিংবা স্বাংশ অবতার দ্বারাই ভূভার হরণ ও ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হইতে পারে, সুতরাং তাঁহার স্বয়ং অবতরণের প্রয়োজন কি? এ সম্বন্ধে (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে) "যদ্যপি নিজাংশেনৈব বা নিজেচ্ছাভাসেনৈব বা ভূভারহরণমীষৎকরং তথাপি নিজ-চরণারবিন্দজীবাতুবৃন্দমানন্দয়ন্নেব বা লীলাকাদম্বিনী নিজ-মাধুরী বর্ষণায় বিতরিষ্যমানোঽবতরিষ্যতীত্যর্থঃ।"—যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ অবতার দ্বারা বা তাঁহার নিজের ইচ্ছাভাস দ্বারা ভূভার হরণ অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে, তথাপি তাঁহার স্বয়ং অবতারের কোনও এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে; সেই উদ্দেশ্য এই যে, তদীয় চরণারবিন্দগতপ্রাণ ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য অথবা লীলাকাদম্বিনীরূপা নিজ মাধুরী ধারা বর্ষণের নিমিত্তই তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই তত্ত্বটী বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। যথা,

"পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলা শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ। সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার কাল। ভারহরণ কাল তাতে হৈল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান্ সেই অবতার কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণু দ্বারায় কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥
আনুসঙ্গ কর্ম্ম এই—অসুর মারণ। যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন। রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার। সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার॥"

—এই যে "রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার"—ইনিই শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ এবং এই শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তিই রাগানুগা ভক্তের ভজনীয় তত্ত্ব এবং একমাত্র ব্রজ গোপীগণই এই রসামৃত মূর্ত্তির মাধুর্য্যসার আস্বাদন করিয়া থাকেন। আর সেই শ্রীকৃষ্ণই কলিহত জীবগণকে সেই প্রেমভক্তি প্রদান করিবার জন্য নিজ পরিকর সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়—রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ আবির্ভাব অর্থাৎ পরম করুণার অভিব্যক্তিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে। এই সকল সিদ্ধান্তের সমাহারেই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ। সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরট-সুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ। সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

কলিযুগের যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের প্রচার করিতে পীতবর্ণ যুগাবতার অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন; কিন্তু ব্রজপ্রেম প্রদান করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু এই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন অবতার ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না। "কথং তদিচ্ছাদ্বয়ং জাতমিতি চেত্তত্রাহ—" রসিক শেখর পরম করুণ—এই দুই হেতু ইচ্ছার উদ্গম। "রসিকশেখরত্বং পরম কারুণিকত্বঞ্চ ইতি দ্বয়ং

প্রেমরসনির্য্যাসাস্বাদনে তথা পরমকারুণিকত্বেন চ স্বভক্তি
তত্ত্বদিচ্ছয়া উদ্গমে প্রাদুর্ভাবঃ হেতুঃ, রসিকশেখরত্বেন প্রেমরসনির্য্যাসাস্বাদনে তথা পরমকারুণিকত্বেন চ স্বভক্তি
প্রচারেণ ইচ্ছা জাতা ইত্যর্থঃ (শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ)—অর্থাৎ প্রত্যেক ভগবদবতারের অসাধারণ লক্ষণ
রসিকত্ব। যেহেতু এই রসিকত্বব্যতীত শ্রীভগবানের কোন লীলাই সিদ্ধ হয়না। যদিও শ্রীভগবানের
অসংখ্য অবতার, কিন্তু আত্মারাম, আপ্তকাম, নির্বিকার, পরমাত্মা ও ব্রহ্মস্বরূপে কোনও স্পৃহার উদ্গম
হয়না। কেবল শ্রীভগবানই ভক্তের হৃদয়স্থিত ভক্তিরস আস্বাদন করেন বলিয়া 'রসিক' নামে
অভিহিত হইয়া থাকেন, আর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সত্ত্বেও কেবল মাধুর্য্যময় ভক্তিরস
বা প্রীতি আস্বাদন করেন বলিয়া তিনি রসিকশেখর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এস্থলে
'শেখর' শব্দে নিজ ঐশ্বর্য্যগত আত্মারামত্বাদি ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কেবল ব্রজবাসীদিগের মাধুর্য্যময়
প্রেমরসাস্বাদনে সুচাতুর্য্য বুঝাইতেছে। এই প্রকার 'পরম করুণ' শব্দটিও স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন
শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত। কেননা, পরদুঃখনাশের ইচ্ছাই করুণা। যদিও জীব-হৃদয়ে করুণার উদ্রেক
হয়, কিন্তু কাল, কর্ম্ম, মায়া ও ঈশ্বর-পারতন্ত্র্য-নিবন্ধন জীবের পক্ষে করুণা বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত। আর
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে করুণার উদ্রেক হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। ব্রহ্মে করুণা-লক্ষণ ধর্ম্ম স্বীকার করিলে ধর্ম্ম-
ধর্ম্মীরূপ ব্যক্ত শক্তিক বিশেষ স্বীকার করিতে হয়। আবার নির্ব্বিকার দ্রষ্টা পরমাত্মস্বরূপেও করুণা-লক্ষণ
ধর্ম্মের অভিব্যক্তি নাই। একমাত্র পরম-স্বতন্ত্র শ্রীভগবানেই ধর্ম্ম-ধর্ম্মীরূপ শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি আছে
বলিয়া ভক্ত-দুঃখ-কাতরতা-লক্ষণ করুণা ভগবৎস্বরূপের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর এই করুণার চরম
অভিব্যক্তি ভক্তিদানেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আবার রাগানুগা ভক্তিদানে পরমকারুণিকত্বের
পূর্ণতম অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত ভক্তিরস
আস্বাদন করেন বলিয়া রসিক; কিন্তু স্বয়ংরূপে মাধুর্য্যময় ভক্তিরস আস্বাদন করেন বলিয়া রসিকশেখর।
অন্যান্য ভগবৎস্বরূপে বৈধীভক্তি দান করিয়া থাকেন, আর স্বয়ংরূপে রাগানুগাভক্তি প্রদান করেন বলিয়া
'পরম করুণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এইজন্য 'অনর্পিতচরীং' শ্লোকে 'স্বভক্তিশ্রিয়ম্' পদের 'স্ব'
শব্দে উক্ত অভিপ্রায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে। আর স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপেই সেই
ব্রজপ্রেম আস্বাদনের বৃত্তি জীবে সঞ্চার করিয়াছেন। জীবের স্বরূপে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ পর্য্যন্ত আস্বাদনের
বৃত্তি আছে, কিন্তু রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাস্বাদনরূপ প্রয়োজন যে প্রেম, তাহা আস্বাদনের বৃত্তি জীবে
নাই; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্ব-নামের সহিত প্রেম আস্বাদনের বৃত্তিটী পর্য্যন্ত দান করায় তিনিই অদ্বিতীয়
দাতা শিরোমণি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

দার্শনিক সম্প্রদায়ের মূল আলোচ্য বস্তু—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। এই তত্ত্বত্রয়ের তারতম্য
বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু তদীয় সন্দর্ভে। তিনি বলিয়াছেন—'যস্ত ব্রহ্মেতি
সংজ্ঞাং কচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তাপ্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ। একং
যস্যৈব রূপং বিলসতি পরব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং বা শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্।'
(তত্ত্বসন্দর্ভ ৮) অর্থাৎ যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা আগমাদি শাস্ত্রের কোন স্থানে ব্রহ্মসংজ্ঞায় কথিত হইয়াছেন।
যাঁহার অংশ পুরুষাবতাররূপে মায়াকে বশীভূত করিয়া স্বীয় অংশে বৈভব প্রকাশ করিয়া থাকেন

এবং যাঁহার নারায়ণাখ্য বিলাসরূপে পরব্যোমে বিরাজমান, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পদকমলের ভজনকারীদিগকে স্ববিষয়ক প্রেম প্রদান করুন।

উক্ত শ্লোকে দর্শন শাস্ত্রের প্রায় সমুদয় তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। অনুরূপ শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়। যথা—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (১।২।১১)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান—অনুবাদ তিন। অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয় চিহ্ন॥
অনুবাদ কহি পাছে বিধেয় স্থাপন। সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর স্বয়ং ভগবান॥ (চৈঃ চঃ ১।২)

এক অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বই যে প্রকাশবিশেষে তিন নামে অভিহিত হয়েন তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

পরতত্ত্ব ব্রহ্ম নিরূপণ—

প্রথমতঃ ব্রহ্ম শব্দের অর্থবোধ আবশ্যক, শাস্ত্র বলেন—'বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম'। যিনি (বৃংহতি) বড় হয়েন এবং যিনি (বৃংহয়তি) বড় করেন, তিনি ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্ম শব্দে যিনি নিজে বড় এবং যিনি বড় করিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি নিজে বড় এবং বড় করার শক্তিও তাঁহার আছে। শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মের স্বরূপগত বহুবিধ শক্তি আছে, "পরাস্য শক্তি-র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ" (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮) ব্রহ্মের বিবিধ পরাশক্তি ও স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার কথা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার জ্ঞানের ক্রিয়া এবং বলের (ইচ্ছার) ক্রিয়াও আছে। এই প্রকার বিবিধ শক্তিযুক্ত শক্তিমান ব্রহ্মই স্বীকৃত। অচিন্ত্যশক্তি বলে যুগপৎ তিনি সবিশেষ হইয়াও নির্বিশেষ হইতে পারেন, এবং সাকার হইয়াও নিরাকার হইতে পারেন। শ্বেতাশ্বতর উপঃ (৪।১) আরও বলিয়াছেন—যিনি স্বয়ং বর্ণরহিত হইয়াও নিজ বিবিধ শক্তিযোগে বিবিধ বর্ণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন—এই বিশ্ব আদৌ তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত এবং অন্তে তাঁহাতেই লীন হয়। সেই দেবতা (ব্রহ্ম) আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, শক্তিগত বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ধর্মের প্রকাশ ও অপ্রকাশ-সামর্থ্য যুগপৎ একই কালে যাহাতে সম্ভব হয়, তাদৃশ লক্ষণ ব্রহ্মই শ্রুতি সকলের প্রতিপাদ্য। শ্রুতিসকল এতাদৃশ ব্রহ্ম বস্তুকে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—কোন স্থানে অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্ম্মলক্ষণে, কোন স্থানে বা কেবল বিরুদ্ধ ধর্ম্মলক্ষণে, কোন স্থলে বা কেবল অবিরুদ্ধ লক্ষণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সিদ্ধান্তস্থলে কেবল অপ্রাকৃত অশেষ কল্যাণগুণবিশিষ্ট স্বরূপলক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব এক ও অখণ্ডানন্দস্বরূপ। তাহাতে স্বরূপশক্তির বৈচিত্রী ও বিলাসাদি নিত্য বর্ত্তমান। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের চিত্তে ব্রহ্মের শক্তি ও শক্তিমত্তার ভেদ-বৈচিত্র্য উপলব্ধি হয় না এবং ব্রহ্মের তাদৃশ বৈচিত্র্য

প্রভৃতির উপলব্ধির শক্তিত্ব তাঁহাদের নাই। সেইজন্য ব্রহ্মতত্ত্বের যে সামান্যাকারে বা কেবল চিদ্রূপে স্ফূর্ত্তি—তাহাই ব্রহ্ম নামে অভিহিত হয়। ইহাকে কিন্তু শ্রীভগবানের অসম্যক্ আবির্ভাব-বিশেষ বলিতে হইবে। কেননা, ভক্তিভাবিত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণেই ব্রহ্মতত্ত্ব স্ফুরিত হয়। শুদ্ধ 'ত্বম্' পদার্থের বোধে জ্ঞানমিশ্র ভক্তগণ স্বানুভবানন্দী ও বাহ্যবিকার রহিত হন বলিয়া ঐ চিত্তে ব্রহ্ম প্রকাশ হন। চিৎস্বরূপ 'ত্বম্' পদার্থ (জীব) এবং পূর্ণ চিদাকার তৎস্বরূপ ব্রহ্ম-পদার্থে শক্তিগত পার্থক্য থাকিলেও চিদংশে কোনও ভেদ নাই বলিয়া ত্বম্-পদার্থ জীবের সহিত চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের ঐক্য-বোধই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। ঐ প্রকার ঐক্য-বোধেচ্ছু সাধকের বাসনা পূর্ত্তির নিমিত্ত শ্রীভগবানই কৃপাশক্তি প্রেরণায় সূক্ষ্ম চিৎকণ জীবের সহিত পূর্ণ চিদ্রূপ ব্রহ্মের আবির্ভাবে পরস্পরের ঐক্য প্রতীতি ঘটাইয়া দেন।

এইরূপ এক অচিন্ত্য সর্ব্বশক্তিমৎ তত্ত্ববস্তুকেই ব্রহ্ম বলা হয়। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বৃহত্ত্ব-ধর্ম্মদ্বারা যিনি ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত, তিনি পরমপুরুষ শ্রীভগবানেরই আবির্ভাববিশেষ। যথা, "ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থ কহে - ভগবান। চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ—অনূর্দ্ধসমান"॥ (চৈঃ চঃ ৭) শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের প্রাথমিক অনুভূতি বা প্রথম সোপানরূপ বৈশিষ্ট্যহীন দর্শনই ব্রহ্মদর্শন অথবা সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রাথমিক জ্ঞান। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেবল জীবস্বরূপের বোধেই দেহাবেশ যায় না, কিন্তু পরতত্ত্বজ্ঞানেই তাহা হইয়া থাকে। আবার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হইলেও জীবস্বরূপ জ্ঞান হয় না; সুতরাং জীবস্বরূপবোধও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেরই অন্তর্গত।

শ্রুতি কর্ত্তৃক স্থলবিশেষে ব্রহ্মকে 'আনন্দং ব্রহ্ম' ও 'সৎ-চিৎ-ব্রহ্ম' প্রভৃতি বলার তাৎপর্য্য এই যে—সৎ ও চিৎ আনন্দের বিশেষণ এবং আনন্দই বিশেষ্য, কেননা সৎ শব্দে সত্ত্ব বা অস্তিত্ব এবং চিৎ শব্দে চেতন বা জ্ঞান বুঝায়। অতএব যে আনন্দ নিত্য বর্ত্তমান এবং নিজেকে নিজে অনুভব করিতে পারে ও অপরকে অনুভব করাইতে পারে, সেই স্বপ্রকাশ আনন্দই ব্রহ্ম। এই আনন্দ স্বতঃই আস্বাদ্য এবং আস্বাদন-বৈচিত্রীও তাহারই প্রভাব। কেননা ব্রহ্মের আনন্দ চেতন বলিয়া নিজে অনুভব করিতে সমর্থ, সুতরাং ব্রহ্মে রসিকত্বও সিদ্ধ হইতেছে। এ কারণে শ্রুতি বলিয়াছেন—'রসো বৈঃ সঃ'। (তৈত্তিরীয় ২।৭) এই রস শব্দের দুইটি অর্থ—রস্যতে (আস্বাদ্যতে) ইতি রসঃ। রসয়তি (আস্বাদয়তি) ইতি রসঃ। অতএব যাহা আস্বাদ্য তাহাই রস এবং যিনি আস্বাদন করেন, তিনিও রস বা রসিক। অপিচ রসশাস্ত্রানুসারে 'চমৎকারিত্বই' রসের প্রাণ—রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ। তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রৈবাদ্ভুং রসঃ। (অলঙ্কার কৌস্তুভ ৫।৭) আবার কেবল চমৎকৃতি থাকিলেও আস্বাদ্যবস্তুকে রস বলা যায়না, আস্বাদন-চমৎকারিত্বের অপূর্ব্বতা প্রয়োজন। অতএব আস্বাদ্যবস্তু যখন আস্বাদন-চমৎকারিত্ব অপূর্ব্বতা ধারণ করে, তখনই তাহাকে রস বলা হয়। সুতরাং যে বস্তুর আস্বাদনে সতত চমৎকারিত্ব ও নবনবায়মানত্ব অনুভূত হয়, তাহাই আস্বাদ্য রস। আর যে বস্তু আস্বাদন করিয়া সতত নবনবায়মান মাধুর্য্য অনুভব হয় ও আস্বাদন স্পৃহা নিরন্তর বর্দ্ধিত হয়, তিনিই আস্বাদক বা রসিক। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, রস দুইভাবে অভিব্যক্ত। একভাবে আনন্দকে আস্বাদ্য ও অপরভাবে আস্বাদক করে। আবার এই উভয় রূপেই নিজের বৈচিত্রী সম্পাদন করেন। অতএব রসাস্বাদন করিতে হইলে যুগপৎ আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন-ক্রিয়াশীলতার প্রয়োজন।

যদিও এই এক ও অভিন্ন রসই ত্রিবিধভাবে অভিব্যক্ত, তথাপি উক্ত ত্রিবিধভাবে রসের অভিব্যক্তি না হইলে পূর্ণ রসাস্বাদন হয় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই যে পরোক্ষভাবে সর্ব্ববেদ প্রতিপাদিত ব্রহ্মবস্তু, তদ্‌বিষয়ে কোন প্রমাণাভাব সূচিত হয় না। মূল কথা, ব্রহ্মবস্তু বুঝিবার পক্ষে প্রমাণাভাব কারণ নহে, যে ভাগ্যোদয়ে উহা উপলব্ধি হয়—সে ভাগ্যোদয় (ভক্তির সংযোগ) অভাবই উহার কারণ।

পরমাত্মার তত্ত্ব নিরূপণ—

শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ পরমাত্ম সন্দর্ভে বলিয়াছেন—যিনি সত্য-স্বরূপ, স্বপ্রকাশ, জন্মাদি বিকারশূন্য, ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর, জীবসমূহের নিয়ন্তা, ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত, বিশ্বের আশ্রয় এবং মায়া ও মায়িকবস্তুতে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়াও সর্ব্বদা স্বরূপশক্তিযুক্ত, তিনিই পরমাত্মা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মায়াশক্তি নিয়মনযুক্ত অন্তর্য্যামিত্বময় চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্ট (অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের কিঞ্চিৎ প্রকটিত প্রকাশ-বিশেষ) জ্ঞানই পরমাত্মা নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলেন—নির্বিশেষবাদীর ব্রহ্মের ধারণা যেরূপ অদ্বয়তত্ত্বের অসম্যক্ প্রকাশ, যোগীর পরমাত্মাও সেইরূপ অদ্বয়তত্ত্বের আংশিক প্রতীতি-বিশেষ। শ্রীমদ্ভাগবতে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বের যে তিনটী প্রকাশের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মকে পূর্ণতত্ত্ব, পরমাত্মাকে পূর্ণতর এবং শ্রীভগবানকে পূর্ণতম তত্ত্ব বলা যাইতে পারে। কেননা, ভক্তের ভগবৎ প্রতীতিই পূর্ণতম। যদিও তত্ত্ব একই, তথাপি সাধকের উপলব্ধির যোগ্যতার তারতম্যানুসারে উক্ত অদ্বয় তত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ হইয়া থাকে। আবার এই তিন প্রকার উপলব্ধির মধ্যে জ্ঞানীর ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি—নির্ব্বিশেষ। আর যোগীর পরমাত্মার উপলব্ধি সবিশেষ হইলেও ভক্তের ভক্তিযোগের দ্বারা সবিশেষ ভগবদুপলব্ধির সহিত পার্থক্য আছে। পরমাত্মা ব্রহ্মের তুলনায় কিঞ্চিৎ প্রকাশ বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইলেও শ্রীভগবানের তুল্য নহেন। শ্রীভগবানের সর্ব্বথা প্রকাশ বৈশিষ্ট্যের তুলনায় পরমাত্মায় তাহা অল্প; সুতরাং পরমাত্মা—ভগবানের অসম্যক্ প্রকাশ। পরমাত্মা উপলব্ধি হইলেও শ্রীভগবানের সহিত সম্যক্ পরিচয় হয় না। কেননা পরমাত্মায় জীবশক্তির ও মায়াশক্তির প্রকাশ থাকায়, পরমাত্মার উপলব্ধি ঘটিলে জীবশক্তি ও মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্মেরই পরিচয় লাভ হইয়া থাকে। পরাখ্যা স্বরূপশক্তি-নিষেবিত শ্রীভগবানের নহে। পরমাত্মা কিন্তু ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিশেষ নহেন; তিনি জীবে এবং জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও স্বরূপতঃ পরমাত্মায় যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বলেন—ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেছে সূর্য্যস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রসরণশীল জ্যোতিঃপুঞ্জ সদৃশ, এবং পরমাত্মা হইতেছেন সূর্য্যরূপ ভগবানের অভ্যন্তরস্থ মণ্ডল সদৃশ বস্তু। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতে পরমাত্মা নির্গুণ (অর্থাৎ যাবতীয় গুণ ও বিশেষণাদির অতীত) কেবল সাক্ষীবৎ উদাসীন। অদ্বয়তত্ত্ব ব্রহ্মই মায়াযোগে জীব ও জীবনিয়ন্তা পরমাত্মা এবং তাঁহার কার্য্যরূপ জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, বস্তুতঃ জীব ব্রহ্ম এবং জগৎ মিথ্যা প্রতীতি মাত্র। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অন্য বৈদান্তিকগণ গ্রহণ করেন নাই। অন্যান্য বৈদান্তিক মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের মায়াযোগে জীব বা জগৎরূপে প্রতীয়মান হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু ব্রহ্ম-শক্তিরূপে বর্ণিত ভিন্ন মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যুক্তিবিরোধী ও শ্রুতিসম্মত নহে। মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায় সশক্তিক ব্রহ্মের উপাধি কল্পনাও নিরর্থক। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান নামে একই অদ্বয়তত্ত্বের তিনটী প্রকাশ স্বীকার করেন। তাঁহার মধ্যে ভক্তিযোগের প্রভাবে পরমাত্মার ত্রিবিধ আবির্ভাব স্বীকার

ইনি ঐক্যপ্রাপ্ত মহাসমষ্টিভূত জীব ও প্রকৃতির অন্তর্য্যামী এবং
করেন। প্রথম আবির্ভাব—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। ইনি সূক্ষ্মান্তর্য্যামীরূপে প্রদ্যুম্ন মহাবিষ্ণু
ইনিই সঙ্কর্ষণ মহাবিষ্ণু। দ্বিতীয় আবির্ভাব—সমষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী, ইনি ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী,
এবং স্থূল অন্তর্য্যামীরূপে অনিরুদ্ধ মহাবিষ্ণু। তৃতীয় আবির্ভাব—ক্ষিরোদশায়ী,
এইরূপে প্রথম পুরুষ—মহৎস্রষ্টা, দ্বিতীয় পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্য্যামী এবং তৃতীয় পুরুষ—সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামীরূপে
পরিচিত। বহু শাস্ত্র প্রমানের দ্বারা শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জীবশক্তি ও
মায়াশক্তি নামে ভগবানের যে শক্তিদ্বয় আছে—তাহা পরমাত্মারই শক্তি। ইহা কাল্পনিক নহে, সত্য ও নিত্য।
ইহারা পরমাত্মার শক্তিরূপেই কার্য্য করে। অতএব এই পরমাত্মা যখন শ্রীভগবানের আংশিক প্রকাশ,
তখন পরমাত্মার শক্তিকে ভগবানের শক্তিও বলা যাইতে পারে এবং মায়াশক্তি শ্রীভগবানের উপর নির্ভরশীল
হইলেও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা।

ভগবান—

(শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন—'সর্ব্বত্র বৃহত্বগুণযোগেন হি ব্রহ্মশব্দঃ প্রবৃত্তঃ। বৃহত্বঞ্চ স্বরূপেন গুনৈশ্চ যত্রানধিকাতিশয়ঃ সোঽস্য মুখ্যার্থঃ। অনেন চ ভগবানেব আহিতঃ। স চ স্বয়ং ভগবত্বেন শ্রীকৃষ্ণ এবেতি।)

ব্রহ্মশব্দে উপনিষদে মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে মুখ্যতঃ শ্রীভগবানকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। সর্ব্বত্র বৃহত্বগুণ যোগেই 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রবৃত্তি অর্থাৎ যাঁহার সমান কেহ নাই, অধিকও কেহ নাই—ইহাই মুখ্যার্থ। এই মুখ্যার্থে শ্রীভগবানই অভিহিত হন অর্থাৎ ভগবত্তায়ও বৃহত্তম বলিয়া ব্রহ্ম শব্দে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। অপিচ কোন কোন স্থলে অর্থ সঙ্কোচ করিয়া শ্রীভগবানের চিন্মাত্র সত্তাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (ভাঃ ১।৩।২৮) শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব—স্বয়ং ভগবান। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ষড়বিধ মহাশক্তির নাম ভগ এবং ষড়বিধ মহাশক্তি সমন্বিত সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহই শ্রীভগবান। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য শক্তিতে প্রাকৃত অপ্রাকৃত সর্ব্ববিধ বস্তুই তাঁহার অধীন। তিনি যে কোনও বস্তুর দ্বারা যে কোনও কার্য্য করিতে পারেন। অণু পরমাণু হইতে মহান্ বস্তু পর্য্যন্ত অচেতন কিংবা সচেতন সর্ব্ববিধ বস্তুই তাঁহার ঐশ্বর্য্য শক্তিতে সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির নামই বীর্য্য। মণিমন্ত্র মহৌষধাদিতে যে অচিন্ত্যশক্তি দেখা যায়—তাহা শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিরই অস্ফুট বিকাশ। অতএব এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অদ্বয়তত্ত্বের বা পরতত্ত্বের ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবান—এই ত্রিবিধ আবির্ভাবে স্বরূপগত পার্থক্য না থাকিলেও আবির্ভাবগত তারতম্যবশতঃ ব্রহ্ম ও পরমাত্মভাবের আবির্ভাবে ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্বিধ ভগবত্তার বা মহাশক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না বলিয়া শ্রীভগবানেই ইহার পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। (জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, (পর) আত্মা, ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥—চৈঃ চঃ) আবার শ্রুতি-কথিত—'একমেবাদ্বিতীয়ং' বাক্যে বুঝা যায় যে, এই পরতত্ত্ব একই। একই পরতত্ত্বের সাধনভেদে অনুভূতির তারতম্য হয় মাত্র।

"ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ। একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥
ঈশ্বর স্বরূপে হয় অনন্ত বিভেদ। অনন্তরূপে একরূপ নাহি কোনও ভেদ॥
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তি ভেদ। আকার বস্ত্র বর্ণভেদ নাম বিভেদ॥" চৈঃ চঃ

একই বৈদুর্য্যমণি যেমন নীলপীতাদি বর্ণবিশিষ্টরূপে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নয়নগোচর হইয়া থাকে, তদ্রূপ একই শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন সাধকের বিভিন্ন ভাবনায় বিভিন্ন লীলার সহিত বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের মৎস্য কূর্ম্মাদি অনন্ত মূর্ত্তিতে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই; কিন্তু ঐশ্বর্য্যাদি মহাশক্তি প্রকাশের তারতম্য বশতঃ অংশ কলা বা পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে বিভিন্ন পরিচয় দেখা যায়। অপিচ শ্রীভগবান যখন মৎস্য কূর্ম্মাদি অনন্ত ভগবৎ স্বরূপে লীলা করেন, তখন সর্ব্বশক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যখন তিনি স্বয়ংরূপে (শ্রীকৃষ্ণরূপে) লীলা করেন, তখন পরিপূর্ণরূপে ঐশ্বর্য্যাদি মহাশক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবানরূপে প্রসিদ্ধ, এবং মৎস্য কূর্ম্মাদি তাঁহার স্বরূপের ন্যূন শক্তির বিকাশ। তাহা হইলেও স্বরূপে তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সচ্চিদানন্দ, ব্যাপক ও বিভু, কেবল তাঁহাদের মধ্যে শক্তিসমূহের আংশিক বিকাশ বলিয়া 'অংশ' বলা হয়। আর শ্রীকৃষ্ণে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তাঁহাকে 'অংশী' বলা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন— 'অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ'। (১২) এখানে অদ্বয় বলিতে দ্বিতীয়-হীন, যিনি একমাত্র স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব এবং যাঁহা ব্যতীত অন্য কোনও স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্বও নাই। সুতরাং অদ্বয় বলিতে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য তত্ত্বকে বুঝায়। অতএব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যাদি মহাশক্তির পূর্ণবিকাশ থাকিলেও মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য বিদ্যমান, এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি সমুদয় শক্তি এই মাধুর্য্যেরই অনুগত। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥'

এই কৃষ্ণমাধুর্য্যেরও এমন এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণীশক্তি আছে যে— তাহাতে অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও সেই মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে চঞ্চল হইয়া উঠেন। যথা— (চরিতামৃতে)

'কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥'

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—'অখিল রসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ। কলিতশ্যামা-ললিতো রাধা প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥' (১) শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোৎকর্ষ আবিষ্কার করিয়া জয়যুক্ত হইতেছেন— বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীভগবানের যত অবতার আছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাও যিনি ক্রমশঃ উৎকর্ষ আবিষ্কার করিয়া দ্বারকায় পূর্ণরূপে, মথুরাদিতে পূর্ণতররূপে এবং বৃন্দাবনে পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত হইয়া নিরন্তর বিরাজমান আছেন, তিনিই জয়যুক্ত হইতেছেন। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি—ইহার তাৎপর্য্য পূর্ণতম উৎকর্ষ প্রতিপাদনে। রসময়বিগ্রহ— শান্তদাস্যাদি দ্বাদশ রস হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া যিনি সকল রসেরই বিষয়রূপে আশ্রয় বলিয়া পরমানন্দ। অপিচ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে বাল্যাদি বিবিধ প্রকাশ ধর্ম্ম থাকিলেও

হইয়াছেন। তাহার মধ্যেও আবার, শ্যাম-কিশোর স্বরূপই ধর্ম্মী বলিয়া নিখিল ভক্তের সুখের হেতুস্বরূপ হইয়াছেন। তাহার মধ্যেও আবার, শ্যাম-

কিশোর স্বরূপই ধর্ম্মী বলিয়া নিখিল ভক্তের সুখের হেতুস্বরূপ

বৈশিষ্ট্যে পরিকর-বৈশিষ্ট্যহেতু তাঁহার ব্রজগোপীদিগের সহিত মিলনে যে অনন্য-বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ হয়—তাহা অনির্ব্বচনীয়। আবার সেই গোপীগণের মধ্যেও শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণমিলনের মহাবৈশিষ্ট্যই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে।

গৌর-কৃষ্ণ—

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত তত্ত্ববিশেষরূপে আবির্ভূত হয়েন, তখনই রসাস্বাদনের চরমতম বিকাশ দেখা যায়। শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের অভিন্ন প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপেই মাধুর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের চরম অভিব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যে লীলারস আস্বাদন করেন, তাহাতে তাঁহার বিষয়রূপের আস্বাদনেরই প্রাধান্য, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে যে লীলারস আস্বাদন করেন—তাহাতে আশ্রয়রূপের আস্বাদনই প্রাধান্য লাভ করে। যদিও রসের আস্বাদন বিষয় বা আশ্রয়রূপেও হইতে পারে কিন্তু যুগপৎ উভয়রূপে আস্বাদনই চরম উৎকর্ষ। 'নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়'॥ (চৈঃ চঃ) কিন্তু মাদনাখ্য মহাভাবের একমাত্র আশ্রয় হইতেছেন শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ সেখানে কেবল বিষয়,—আশ্রয় নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলেন 'সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়। সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়'॥ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে বিষয়ত্বের প্রাধান্য এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আশ্রয়ত্বের প্রাধান্য। কেননা, তিনি শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবেরও আশ্রয়। অতএব উভয় স্বরূপে রসাস্বাদনেই লীলার পূর্ণতা এবং রসিকেশখরত্বেরও চরম অভিব্যক্তি; এবং এই রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'একই বিগ্রহে ধরে নানাকাররূপ', সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপে প্রকাশ হইতেই লীলার পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে। আবার শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত যেমন অপর ভগবৎস্বরূপে প্রেমদানলীলা দেখা যায় না, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপেও ব্রজপ্রেম দান করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'রসরাজ ও মহাভাব দুই একরূপ' বা শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত স্বরূপই শ্রীগৌরাঙ্গ।

গোপীতত্ত্ব—

যে সকল ভক্ত গোপীভাব-মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে রাগমার্গে সঞ্জাত-রুচি হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ বিধানের নিমিত্ত ভগবান তাদৃশ লীলাবিনোদই করিয়া থাকেন, যাহার শ্রবণে মনুষ্যদেহধারী জীব তৎ-পরায়ন হইতে পারেন। মধুর রসাশ্রয়ী ভক্ত ব্যতীত অন্য জাতীয় শান্তাদি ভক্তের রাসলীলার শ্রবণাদি অনুপযোগী। কেননা শান্তাদি ভক্তের ইহাতে বিরসতাই হয়। এই রাগমার্গ পরম প্রেমের পরাকাষ্ঠার অন্তঃসীমাপ্রাপ্ত, শ্রীব্রজগোপীগণ ব্যতীত অন্যত্র দুর্ল্লভ; সুতরাং মধুর রসাশ্রয়ী ভক্তগণকে পরমানুগ্রহ করিবার জন্যই শ্রীভগবানের এই বাসনার প্রকটন জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র অনুসারে পরমপ্রেম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি গুনগণের আশ্রয় এবং পরম রসাবহ বলিয়া রাসনায়িকা শ্রীব্রজদেবীগণেরই সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেহেতু

শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ং ভগবান বলিয়া তাঁহার অংশ সমূহও তাঁহাতেই অন্তর্ভূক্ত হইয়াছেন, সেইরূপ শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজগোপীগণ তাঁহারই প্রধানা প্রেয়সী বলিয়া মূল লক্ষ্মীস্বরূপা এবং ব্রজদেবীগণেই যাবতীয় লক্ষ্মীগণের স্পষ্ট সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অথবা শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ পরব্রহ্মত্বের চরম বিকাশ, সেইরূপ তাঁহার প্রধানা প্রেয়সী ব্রজগোপীবর্গেও স্বরূপ-শক্তির চরম অভিব্যক্তি; সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের চরম অভিব্যক্তিতেই বৃন্দাবনে রাসলীলা। "সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ"—অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সুবহুল লীলা থাকিলেও কিন্তু রাসলীলার স্মরণে আমার মনে কি ভাব হয়, তাহা জানিনা। বৃহৎ বামন-পুরাণোক্ত এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্তচমৎকারক—রাসলীলা। এইরূপে বহুগ্রন্থ বহু প্রকারে এই রাসলীলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সিদ্ধান্তের দ্বারাও বুঝা যায় যে, শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির দুইরূপে স্থিতি—শক্তিরূপে অমূর্ত্ত এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত। অমূর্ত্তশক্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন এবং মূর্ত্তরূপে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীরূপে অবস্থান করেন; সুতরাং ব্রজগোপীগণই তাঁহার স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ। এ বিষয়ে প্রমাণ (ব্রহ্মসংহিতায় ৫।৩৭) যথা—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি—
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

আনন্দস্বরূপ চিন্ময় যে রস, তাহা দ্বারা প্রতিভাবিত, সুতরাং স্ব-স্বরূপভূতা সেই শক্তিগণসহ যিনি নিত্যকাল গোলোকে এবং ভৌম গোকুলে নিবাস করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—'অখিলানাং গোলোকবাসিনামন্যেষামপি প্রিয়বর্গাণাং আত্মভূতঃ পরমপ্রেষ্ঠতয়াত্মবদব্যভিচার্য্যপি তাভিরেব সহ নিবসতীতি তাসামতিশয়িত্বং দর্শিতম্। তত্র হেতুঃ—'কলাভিঃ' হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তিরূপাভিঃ; তত্রাপি বৈশিষ্ট্যমাহ,—'আনন্দচিন্ময়ঃ' যো 'রসঃ' পরমপ্রেমময় উজ্জ্বলনামা, তেন 'প্রতিভাবিতাভিঃ'। যথা, পূর্ব্বং তাবদ্‌যো রসস্তন্নাম্না রসেন সোঽয়ং ভাবিত উপাসিতো জাতঃ স্বতশ্চ তস্য তেন রসেন যা প্রতিভাবিতাস্তাভিঃ সহেত্যর্থঃ প্রতিশব্দাল্লভ্যতে; যথা 'প্রত্যুপকৃতঃ সঃ' ইত্যুক্তেস্তস্য প্রাগুপকারিত্বমায়াতি, তদ্বৎ। তত্রাপি 'নিজরূপতয়া' স্বদারত্বেনৈব, ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্বব্যবহারেণেত্যর্থঃ। পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং তৎপরদারত্বাসম্ভবাদস্য স্বদারত্বময়রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিততয়া সমুৎকণ্ঠাপোষণার্থং প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতি ভাবঃ। 'য এব' ইত্যেবকারেণ যং প্রাপঞ্চিক-প্রকটলীলায়াং তাসু পরদারতা-ব্যবহারেণ নিবসতি, সোঽয়ং য এব তদপ্রকট-লীলাস্পদে গোলোকে নিজরূপতাব্যবহারেণ নিবসতীতি ব্যজ্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং গৌতমীয়তন্ত্রে তদপ্রকট-নিত্যলীলাশীলময়-দশার্ণ-ব্যাখ্যানে—"অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা' ইতি। "গোলোক এব' ইত্যেবকারেণ সেয়ং লীলা তু কাপি নান্যত্র বিদ্যত ইতি প্রকাশ্যতে॥"

ইহার অর্থ—অখিল জীবের আত্মভূত আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দ স্বীয় অনন্ত প্রিয়বর্গের ... পরমশ্রেষ্ঠ আত্মবৎ প্রেয়সীবর্গের সহিত অনন্ত লীলা প্রকট করিয়া সর্ব্বদাই গোলোকে বাস করিতেছেন। 'তাভিঃ' পদে গোপীগণকেই বুঝাইতেছে। ইহার দ্বারা গোপীগণের প্রেমরস-নির্য্যাসের অতিশয় ... দর্শিত হইল। অর্থাৎ গোপীগণের প্রেমরস-নির্য্যাসের অতিশয়ত্ব হেতু শ্রীভগবানেরও পরমোল্লাস প্রকট হয়, যাহাতে তাঁহাদের সহিত রমণেচ্ছা হয়। তাহার হেতু—'কলাভিঃ' অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা ... তাহাতে আবার বৈশিষ্ট্য হইতেছে—আনন্দস্বরূপ যে চিন্ময়রস তাহার দ্বারা প্রতিভাবিত অর্থাৎ পর... প্রেমময় উজ্জ্বলরস দ্বারা প্রতিভাবিত—প্রতি-উপাসিত; পূর্ব্বে এই প্রেয়সীবর্গ উজ্জ্বল রসময় পরমপ্রে... পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি গুণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা বা সেবা করিয়াছিলেন—ইহাই 'প্রতি... শব্দের তাৎপর্য্য। অর্থাৎ 'প্রত্যুপকৃত' এই উক্তি হইতে পূর্ব্ব বর্ণিত অনুরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণও গোপীগণে... সেবা করিয়াছিলেন, বুঝাইতেছে। তাহাতে আবার নিজরূপতুল্যা, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতুল্যা বলি... স্বকান্তা, প্রকটলীলার ন্যায় ব্যবহারযুক্তা নহেন। তাঁহার পরমলক্ষ্মীরূপা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে পরদারত্ব সম্ভ... হয় না। কেবল রসপুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের নিমিত্তই প্রকটলীলায় অপ্রকটের স্বদারত্বময় ভাব... কৌতুকবশতঃ যোগমায়া কর্ত্তৃক পরদারানুরূপ ব্যবহারে আবৃত হইয়া তাদৃশ পরকীয়া ভাব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'স এব' এই এবকার দ্বারা বুঝা যাইতেছে, প্রাপঞ্চিক প্রকটলীলায় ব্রজগোপীগণের যে পরদারানুরূপ ব্যবহার, সেইরূপ অপ্রকট লীলাস্পদ গোলোকে নিজরূপতা-ব্যবহারে শ্রীগোবিন্দ প্রেয়সীবর্গের সহিত বাস করি... থাকেন। গৌতমীয়তন্ত্রে অপ্রকট নিত্যলীলাশীলময় শ্রীমদ্দশাক্ষর মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে দেবর্ষি শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণের পতি বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। 'গোলোক এব' এই এবকারের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, গোলোকে ব্রজদেবীগণ ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি এই লীলার প্রকাশ নাই।

যদি বলা যায়, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হইলে, তাঁহাদের কেহ কেহ যে পূর্ব্বজন্মে সাধন করিয়াছিলেন,—এইরূপ কোন কোন শাস্ত্রে দেখা যায়, তাহার হেতু কি? তাহার উত্তর—সাধকচরী গোপীগণই সাধনানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ নহে।

ব্রজের রাসনায়িকা গোপীগণ ত্রিবিধা—নিত্যপ্রিয়া, দেবী ও সাধনপরা। তন্মধ্যে সাধনপরা পুনরায় দ্বিবিধা—যৌথিকী ও অযৌথিকী। যৌথিকীর দুই প্রকার ভেদ—যথা, মুনিচরী ও শ্রুতিচরী। তন্মধ্যে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ পূর্ব্বে গোপালোপাসক ছিলেন, পরে শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়িণী রতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং নিজাভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সাধন করিয়া ব্রজে গোপীদেহ লাভ করেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েক মূর্ত্তি মাত্র রাসলীলায় যোগদানের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রুতিচরী—যে সকল শ্রুতি সর্বথা সূক্ষ্মদর্শিনী ছিলেন, তাঁহারা গোপীগণের ভাব-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সাধন করেন এবং প্রেমলাভ করিয়া ব্রজে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পদ্মপুরাণ, বামনপুরাণ, শ্রুতিস্তবে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

দেবীগণ শ্রীকৃষ্ণ যখন অংশরূপে স্বর্গাদিতে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার তুষ্টি বিধানের জন্য নিত্যকান্তাগণের অংশ-সকলও দেবীরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহারাই ব্রজে গোপকন্যা হইয়া সেই অংশিনী নিত্যপ্রিয়াগণের প্রিয়সখী হইয়াছেন।

নিত্যকান্তাগণ—শ্রীরাধা, শ্রীচন্দ্রাবলী, শ্রীললিতা প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ; ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের তুল্যা। ব্রজে শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলীই মুখ্যা। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই শত শত যূথ আছে এবং এক এক যূথে লক্ষ লক্ষ গোপী আছেন। ক্রমদীপিকাদি আগমে বর্ণিত আছে যে, যামুন-পুলিনে যে রাস হয়, সেই রাসস্থলী শত শত কোটি প্রমদাগণে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

গোপালোত্তর-তাপনী শ্রুতিতে যিনি 'গান্ধর্ব্বা' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তিনিই ঋক্ পরিশিষ্টে 'রাধা' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণে দেবর্ষি শ্রীনারদের উক্তিতে এরূপ পাওয়া যায় যে—সর্ব্বগোপীমধ্যে শ্রীরাধাই কেবল সর্ব্বদা স্বষ্ঠু কান্তস্বরূপা এবং শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় প্রিয়তমা। সর্ব্বশক্তিবরীয়সী যে হ্লাদিনীরূপা মহাশক্তি আছেন, তাঁহারই সারস্বরূপ যে মাদনাখ্য মহাভাব, শ্রীরাধা তাহার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন—এই সিদ্ধান্তই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠা দ্বারা গোপদের ভাবেরও শ্রেষ্ঠতা দেখা যায়—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী,
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবী সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্ ?
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভিঃ
যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥ (ললিতমাধব ৬ | ৪)

শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্যজ্ঞাত্রী সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণের সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান সূচনা করিয়া শ্রীরাধাকে প্রবোধ দান প্রসঙ্গে যে কিছু বলিলেন, তাহা শুনিয়া শ্রীবিশাখা মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে মাত! গোপীগণ শ্রীনন্দনন্দন-বিষয়ে অতি দুর্ব্বোধ যে সদাচার পরিপাটী বিশেষরূপ-স্বভাব বহন করেন, তাহা কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তিও অনুভব করিতে পারেন না। অহো! এই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণুবৎ বিরাজমান চতুর্ভুজমূর্ত্তি প্রকট করিলেও (যদিও তিনি শ্রীকৃষ্ণ) তথাপি উঁহাদের তাঁহাতে স্বকান্তবুদ্ধি হয় না; বরং স্বকান্তবুদ্ধিতে যে ভাবোল্লাস হয়, তাহারও তিরোধান হইয়া যায়—ইহাই পরমাশ্চর্য্যের বিষয়!

অতঃপর শ্রীরাধিকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রেমমহিমা বর্ণন করিতেছেন—

ভুজাচতুষ্টয়ং ক্বাপি নর্ম্মনা দর্শয়ন্নপি।
বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেম্ণা দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ॥

—কোন সময়ে ক্রীড়াকৌতুকবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেও কিন্তু শ্রীরাধাপ্রেম উঁহাকে দ্বিভুজ করিয়াছিল। অর্থাৎ শ্রীরাধাপ্রেমের আশ্চর্য্যপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার সম্মুখে কিছুতেই চতুর্ভুজমূর্ত্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না।

এইভাবে গোপীগণ নিজ আলম্বন বিভাবের কিঞ্চিৎমাত্র বৈরূপ্য সহ্য করেন না বলিয়া তাহাতে তাঁহাদের ভাবোল্লাস সঙ্কুচিত হয়। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা দ্বারাই তাঁহাদের ভাবের পরমোৎকর্ষ সাধিত হয়, এজন্য তাঁহারা সর্ব্বত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণেরই প্রেয়সীত্বে প্রচ্ছন্নকামুকত্বাদিতে এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রেম, সৌন্দর্য্য, বৈদগ্ধ্য ও সৌভাগ্যাদিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা—ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

আর একটী প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের স্বকীয়া ও পরকীয়া দুই ভেদ বলা হইয়াছে। তাঁহার মধ্যে স্বকীয়া—শ্রীরুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ এবং পরকীয়া ব্রজগোপীগণ; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে পরকীয়া ভাব সম্ভব হয় কিরূপে? উত্তর—বস্তুতঃ ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-প্রেয়সী, তথাপি প্রকটলীলায় পরকীয় সম্বন্ধের অভিমানবশতঃই উভয়পক্ষের মিলনের জন্য পরস্পর দর্শন, স্পর্শন ও আলাপাদির দুর্লভতা হেতু প্রচ্ছন্ন কামুকত্ব এবং উৎকণ্ঠার প্রাবল্যে তাঁহাদের অনুরাগ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া রসাবহ হয়। এজন্য তাঁহারা নিত্যলীলা হইতে প্রকট প্রকাশে আবির্ভূত হইয়াছেন। কেননা, এই ভৌম ব্রজেই অর্থাৎ প্রকটপ্রকাশে পরকীয়াভাবেই পরস্পরে রসাস্বাদনের সময় হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের পরকীয়াভাবকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যাহারা প্রচ্ছন্নকামুকত্বাদি ভাবের উপাদেয়তা বুঝিতে না পারিয়া গোপীগণের পরকীয়াতে সাধারণ বুদ্ধি আরোপ করে, সেই সব দুরাশয়গণকে লক্ষ্য করিয়া কোপের সহিত শ্রীপাদ রূপগোস্বামী-প্রভু বলিতেছেন—

আঃ কিংবাহুল্যবক্তব্যমিদমেব মহামুনিঃ।
জগৌ পারমহংস্যাঞ্চ সংহিতায়াং স্বয়ং শুকঃ॥ (উঃ ৩,২২)

আঃ! (আঃ স্যাৎ কোপপীড়য়োঃ) (কোপের সহিত বলিতেছেন)— এ বিষয়ে অধিক কি আর বলিব? পারমহংসী সংহিতা শ্রীভাগবতে স্বয়ং মহামুনি শ্রীশুকদেবও ব্রজগোপীগণের পারকীয়ভাবের মহিমা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥ (ভাঃ ১০।৩৩।১৯)

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইলেও লীলাবশে যতজন গোপনারী ছিলেন, তত মূর্ত্তিতে তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন।

এই শ্লোকে 'অপি' শব্দের সার্থকতা এই—'আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ' ইত্যাদি (ভাঃ ১।৭।১০) শ্লোকে আত্মারাম—নির্গ্রন্থ মুনিগণেরও শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তিকরণে শ্রীহরির সর্ব্বাকর্ষক গুণই কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; তদ্রূপ এস্থলেও আত্মারাম হইলেও ভগবানের গোপনারীদিগের সহিত ক্রীড়ায় কেবল তাঁহাদের প্রেমমাধুর্য্য, বৈদগ্ধী প্রভৃতি অলৌকিক ও চমৎকারকারী গুণই কারণ, অন্য কিছু নহে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, প্রচ্ছন্নকামুকত্বাদি অলৌকিক গুণাবলীদ্বারা ব্রজগোপীগণ সর্ব্বোত্তম হইতে পারেন, কিন্তু "শ্রেষ্ঠাগণের আচরণ দেখিয়া ইতরজনও তাহার অনুকরণ করিবে" অথচ "স্বয়ং ভগবান কর্ম্ম না করিলে সকল লোক উচ্ছন্ন হইবে"—ইত্যাদি গীতাবাক্য প্রমাণে সকল লোকই তবে পরকীয়া নায়িকার ন্যায় অনুকরণ করিবে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ (ভাঃ ১০।৩৩,৩০)

অনীশ্বর (দেহাদি-পরতন্ত্র মনুষ্যগণ কখনও মনে মনেও ঐরূপ (স্বৈরাচার) করিবেনা, কারণ মূঢ়তার বশে ঈশ্বরের আচরণের ন্যায় আচরণ করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যেমন শ্রীরুদ্রই সমুদ্রোত্থিত বিষপান করিতে পারেন, কিন্তু অন্য কেহ যদি ঐ বিষ পান করে, তবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

এই বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, মঙ্গলাকাঙ্খী ব্যক্তিগণ ভক্তবৎ আচরণ করিবেন, কদাপি ঈশ্বরবৎ আচরণ করিবেন না।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন উঠিতেছে, শ্রীভগবান তেজীয়ান ও সর্ব্বান্তর্য্যামী বলিয়া তাঁহার পরকীয়া রসাস্বাদনে দোষলেশের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু, 'প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোহপি প্রবর্ত্ততে' এই ন্যায়ানুসারে তিনি পরমবিজ্ঞ শিরোমণি পরমকৃপালু এবং সর্ব্বভূত-সুহৃৎ হইয়াও কেন অবিবেচক লোকসকলের মোহকর ঐরূপ গর্হিতবৎ আচরণ করিলেন? যেহেতু এই পরকীয়া ব্যবহারই সদাচার, এই মনে করিয়া তাহার আচরণে অথবা তাহাতে দোষ দর্শন করিলে,—এই উভয় প্রকারেই অজ্ঞ ব্যক্তির বিনাশের কারণই ঘটে। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল শুকদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, রশিকশেখর শ্রীভগবানের পরম কৃপালুতা। যেহেতু জীবমাত্রের প্রতি অনুগ্রহবিধান জন্য ভগবান তাদৃশ লীলাবিনোদই করিয়া থাকেন, যাহার শ্রবণে মনুষ্যদেহধারী জীবমাত্রই ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারেন। যথা—(শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩৬)—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

এস্থলে 'ভূতগণের' বলিতে সকল জীবের প্রতি অনুগ্রহই বুঝিতে হইবে। কি ভক্ত, কি অভক্ত, সকলকেই অনুগৃহীত করিবার জন্য স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এজন্য টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন—'অতএব তাদৃশ ভক্ত-প্রসঙ্গেন তাদৃশীঃ সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী ক্রীড়া ভজতে যাঃ সাধারণীরপি শ্রুত্বা ভক্তেভ্যোহন্যেহপি জনস্তৎপরো ভবেৎ। কিমু রাসলীলারূপামিমাং শ্রুতেত্যর্থঃ।'

অতএব তাদৃশ ভক্তপ্রসঙ্গে তাদৃশী সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী লীলা শ্রবণ করিয়া অন্য জনও ভগবদ্-পরায়ণ হইয়া থাকেন, সুতরাং পরমচমৎকারকারী রাসলীলার কথা শ্রবণ করিয়া তৎপরায়ণ হইবেন, তাহাতে আর কি বক্তব্য আছে? এ স্থলে 'ভগবৎপরায়ণ' বলিতে লীলাকথা শ্রবণ-পরায়ণ হইবেন বুঝিতে হইবে। এতদ্বারা এরূপ স্থির হইল যে, রাসলীলা-কথার শ্রবণের ফলেই অনাদি অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইতে পারে এবং ভগবৎ-পরায়ণ অর্থাৎ নিরন্তর এই রাসলীলাকথা-শ্রবণের ফলে শ্রীভগবানে অনুরাগ জাত হইতে পারে—ইহাই শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন। অতএব এই বাক্যের অনুসরণেই রাসলীলার অন্তর্নিহিত পরমসত্য বস্তু দর্শন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীগোলোকতত্ত্ব—

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত (২।৮১-৮২) ধৃত শ্রীহরিবংশপুরাণের "তস্যোপরি গবাং লোকঃ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—'তস্য ব্রহ্মলোকস্যোপরি গবাং লোকঃ শ্রীগোলোক

ইত্যর্থঃ' অর্থাৎ—সেই ব্রহ্মলোকের উপরি গোসকলের লোক শ্রীগোলোক। যদ্যপি ব্রহ্মঘনত্বহেতু শ্রীবৈকুণ্ঠলোকও অপরিচ্ছিন্ন,, সুতরাং 'তাহার উপরি' বলা সঙ্গত হয় নাই, তথাপি যেমন অপরিচ্ছিন্ন মুক্তিপদের উপর শ্রীশিবলোক, এবং শ্রীশিবলোকের উপর ততোধিক কোন উৎকর্ষ-হেতু শ্রীবৈকুণ্ঠলোক পরিকল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও শ্রীভগবদ্ বিলাসরূপ শক্তিবিশেষের বিলসনহেতু কোনও উৎকর্ষভরে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের উপরি শ্রীগোলোকের ব্যবস্থা সুসিদ্ধ হইয়াছে, যাহা সেই সেই মাহাত্ম্যগণেরও সাধ্য। কিংবা সামান্যতঃ সকলেরই অর্থাৎ মাদৃশ ব্রহ্মাদির, সনকাদির, শিবাদির, নারদাদিরও পরমাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বহুতর শ্রেষ্ঠ সাধনদ্বারা প্রাপ্তব্য বা সাধনযোগ্য, নিত্যপ্রিয় শ্রীনন্দাদিই সেই গোলোক পালন করেন। অথবা হে কৃষ্ণ! আপনারই সাধ্য। যেহেতু নানাবিধ ভাববিশেষ দ্বারা সাধনীয়—বশীকরণ যোগ্য। সামান্যতঃ তত্রত্য গোপগোপীসকল কিংবা তাঁহাদিগের মধ্যে প্রিয়তমত্বহেতু প্রধানতঃ শ্রীরাধা-প্রভৃতি গোপীগণের সহিত বিচিত্র বিচিত্র বিহারাদির দ্বারা সেই শ্রীগোলোককে পালন করিয়া থাকেন……সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি আছে যে, শ্রীগোলোক সর্বগত শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নিখিল প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিক বস্তু ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব সর্ব্বব্যাপকতাহেতু শ্রীগোলোক মহান্ ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন। মহাকাশগত মহাকাশপ্রাপ্ত; আর মহাকাশই পরব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মকার উদয়ের পর বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয় বলিয়া শ্রীগোলোককে মহাকাশ বলা হইয়াছে, অথবা, পরম নিবিড় শ্যামকান্তি মহাকাশ-সদৃশ বলিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। আর 'তদ্গত' বলিতে সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সচ্চিদানন্দ ঘনত্বাদি-হেতু অভিন্ন-স্বরূপ বৈকুণ্ঠলোক এবং তাহার বিশিষ্ট প্রতিপাদন জন্য 'মহান' বিশেষণ প্রয়োগহেতু সেই সুপ্রসিদ্ধ গোলোকই মহান্ আকাশগত। তাহাতেই বলিতেছেন, সমস্ত লোকের উপরি বর্ত্তমান বৈকুণ্ঠ এবং তাহার উপরি বিদ্যমান শ্রীগোলোক, সেই গোলোকই তোমার গতি—বিহারস্থল। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে শ্রীঅর্জ্জুন প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য, যথা—'হে কৌন্তেয়! আমি যে প্রকার বিবিধরূপে পৃথিবীতে ক্রীড়া করিয়া থাকি, সেইপ্রকার ব্রহ্মলোকে এবং সনাতন গোলোকেও ক্রীড়া করিয়া থাকি। কিন্তু সেই ক্রীড়া বৈকুণ্ঠে যেরূপ হয়, গোলোকে তদপেক্ষাও বিলক্ষণ হইয়া থাকে, অতএব গোলোকের যে ক্রীড়া উহা সাধারণী নহে, কিন্তু তপোময়ী—অনবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য্যময়ী বলিয়া পরম দুর্জ্ঞেয়। সমাধিদ্বারা তাঁহার সেই ক্রীড়া বুঝা যায়, এজন্য উহা অতীব দুর্বিতর্ক্য। তাহাতেই বলিলেন 'যাং ন বিদ্ম'—পিতামহ শ্রীব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও অবগত হইতে পারি নাই। এতদ্বারা তাঁহার গতির দুর্জ্ঞেয়ত্ব ধ্বনিত হইতেছে।'

পুনঃ ২।৭।১৫ শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন—

'অধুনা সেই স্থান গোলোক নামে প্রসিদ্ধির কারণ প্রকাশ করিবার জন্য নিজ পালকবর্গের সহিত গো-সকলের প্রাধান্যহেতু তথায় গোপ-গোপীগণের নিবাস ইত্যাদি দৃষ্টান্তের সহিত বর্ণনা করিতেছেন। শম-দমাদি যুক্ত কর্ম্মযুক্ত ব্যক্তিগণ স্বর্গে গমন করেন। এখানে স্বর্গ বলিতে দেবলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত বুঝায়। ব্রহ্মলোক (বৈকুণ্ঠ) ব্রাহ্ম-তপস্যায় (বৈষ্ণব তপস্যায়) অর্থাৎ বিষ্ণুবিষয়ক মনোভিনিবেশযুক্ত বৈষ্ণবগন অথবা প্রেমভক্তিসম্পন্ন বৈকুণ্ঠলোকে পরমাগতি লাভ করেন। † † কিন্তু সেই গো-সকলের যে লোক (এখানে উপলক্ষণে গো, গোপ-গোপী প্রভৃতির বসতিস্থল বুঝিতে হইবে, তাহার গতি

দুরারোহ। অন্য কেহ বহু প্রযত্নেও সেইস্থানে গমন করিতে পারেন না। হে কৃষ্ণ! আপনি সেই গোলোকাখ্য লোকে গো-সকলের প্রতি মৎকৃত (ইন্দ্রকৃত) উপদ্রবের দ্বারা ব্যথিত হইয়াই যেন উপদ্রব বিনাশপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। যদ্যপি সেই গোলোক নিত্য এবং আনন্দঘনত্বহেতু কদাপি ইন্দ্রকর্তৃক উপদ্রব সম্ভব নহে, তথাপি অজ্ঞানবশতঃ ইন্দ্র স্বীয়কৃত উপদ্রব মনে করিয়াই অপরাধ ক্ষমার জন্য ঐরূপ বলিয়াছিলেন। † † শ্লোকস্থ 'স তু লোকঃ' সেই লোক আপনা কর্তৃক রক্ষিত। এই প্রকারে শ্রীগোলোকের বর্ণনা করিলেন কার্য্যতঃ ভৌম গোকুলেরই কথা বলা হইল। কারণ পৃথিবীতে প্রকাশমান শ্রীগোকুলের সহিত বৈকুণ্ঠস্থ গোলোকে তাদৃশ উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই। তবে যে 'এই লোক' রক্ষার কথা বলিলেন, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, বৈকুণ্ঠস্থ গোলোক এবং এই ভৌম-গোকুল অভিন্ন বস্তু; সুতরাং গোকুলের উপদ্রব যাহা, তাহা গোলোকের উপদ্রব বলিলে কোন দোষ হয় না। আর যৌগিক বৃত্তিতে গোকুল শব্দের অর্থ গো-সমূহ, কিন্তু রূঢ়িবৃত্তিতে গোকুল শব্দের অর্থ গো-গোপরূপ বাসস্থান। পুনরায় ২।৭।৮৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলেন—

'ইদানীং স্কন্দপুরাণের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ অনুসরণপূর্ব্বক বলিতেছেন, হে কৌন্তেয়! আমি এই প্রকারে শ্রীপুরুষোত্তমাদিতে এই পৃথিবীতে ব্রহ্মলোকে ও সনাতন গোলোকে ক্রীড়া করিয়া থাকি। এখানে 'সনাতন' শব্দ প্রয়োগে নিত্য প্রপঞ্চাতীত সূচিত হইল। আর প্রপঞ্চান্তর্গত সত্যলোকাদিতে যে গোলোকের কথা শুনা যায় এবং গোলোক-বাসিনী সুরভি নিজকুলের আদি কারণ-স্বরূপ গোবর্দ্ধন ধারণের পর মাথুর গোকুল রক্ষণে প্রহৃষ্ট হইয়া শ্রীব্রহ্মার আদেশক্রমে শ্রীগোবিন্দ অভিষেকের জন্য আগমন করিয়াছিলেন, সেই গোলোক ব্রহ্মাদি লোকাধিকারীগণের উপভোগ্য যোগ্যস্থানবিশেষ। অর্থাৎ ঐ যে সুরভী প্রভৃতি গো-সকলের আবাস-স্থান, উহা মথুরা মণ্ডলের গো-সকলের আবাস-স্থান হইতে ভিন্ন। কারণ মথুরায় শ্রীহরি নিত্য সন্নিহিত রহিয়াছেন। অতএব ব্রজবিহারী শ্রীগোপালদেবের সহিত নিত্যসম্বন্ধহেতু এই মথুরামণ্ডলবর্ত্তী গো-সকলের বৈকুণ্ঠোপরি স্থান প্রাপ্তিই সমুচিত হইতেছে। এতদ্বারা সেই প্রসিদ্ধ গোলোক যে সর্ব্বোপরি বিরাজমান, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে'। (সাউরী প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত শ্রীবৃঃ ভাঃ সনাতন টীকার অর্থ ও সারশিক্ষা হইতে গৃহীত)

এ স্থলে প্রণিধানযোগ্য এই যে, পৃথিবীতে বিরাজমান শ্রীগোকুল ভক্তগণের ভজনক্ষেত্র হইয়া সিদ্ধ-স্বরূপে শ্রীগোলোক-প্রাপ্তি করায় কি না?—উত্তরে বলা যায় যে, এই গোকুলেই শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করিতেছেন। অতএব ভজন-সিদ্ধিতেও এই গোকুলেই নিজেষ্ট সপরিকর শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবেন। অতএব ইহা কেবল ভজনক্ষেত্র নহে, ভজন-সিদ্ধিতেও এই স্থান প্রাপ্ত হইবে, যেহেতু, উভয় ধামই একবস্তু। কেবল ঊর্দ্ধ ও অধঃ অবস্থানহেতু দ্রষ্টাগত ভেদ-প্রতীতি মাত্র, কিন্তু দৃশ্য বস্তুগত ভেদশূন্য।

ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে ব্রহ্মাকৃত স্তবে দেখা যায়—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য,
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ যাঁহার গোলোক নামক নিজ ধাম এবং তাহার সর্ব্ব অধঃদেশে দেবীধাম (দেবী অর্থাৎ দুর্গা বা প্রকৃতি, যিনি অষ্টাবরণের অধিষ্ঠাত্রী) তাহার উপরে মহেশধাম, ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক, তদুপরি হরিধাম শোভা পাইতেছে, সেই সমস্ত ধাম ও নিজ ধামের প্রভাব সমূহ যাঁহা কর্তৃক বিহিত হইয়াছে—সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। উক্ত শ্লোক হইতে শ্রীগোলোকধাম যে সর্বোপরি বিরাজমান, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। পুনঃ উক্ত স্তবের 'আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ' শ্লোকের অর্থও এইরূপ—ব্রহ্মা বলিতেছেন, 'আদিপুরুষ অখিলাত্মভূত শ্রীগোবিন্দ স্বীয় প্রেয়সীবর্গের সহিত গোলোকেই বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই প্রেয়সীবর্গ হইতেছেন—আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত (পরম উজ্জ্বল-রস দ্বারা প্রতিভাবিত—প্রতি-উপাসিত। পূর্ব্বে এই প্রেয়সীবর্গ উজ্জ্বলরসময় পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা বা সেবা করিয়াছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণও অনুরূপভাবে তাঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন। ইহাই 'প্রতি' শব্দের সার্থকতা। —শ্রীজীব) শ্রীকৃষ্ণের কলারূপা (হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিরূপা, হ্লাদিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহ বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া শক্তিরূপ অংশ বা কলা) এবং শ্রীকৃষ্ণের নিজরূপতা (স্বরূপতুল্য)। তাঁহারা তাঁহার শক্তি এবং স্বরূপভূতা বলিয়া প্রকটলীলার ন্যায় পরকীয়া ভাবযুক্তা নহেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের সিদ্ধান্তও এইরূপ—"এইরূপে দেখা গেল—হরিবংশোক্ত ব্রহ্মলোকশব্দে বৈকুণ্ঠকেই বুঝায়। গোলোক যে ব্রহ্মলোকের উপরে অবস্থিত এবং গোলোকের মাহাত্ম্যও যে বৈকুণ্ঠের মাহাত্ম্য অপেক্ষা অনেক অধিক, তাহাও হরিবংশ হইতে জানা গেল; সুতরাং বৈকুণ্ঠবিহারী নারায়ণ অপেক্ষা যে গোলোক-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অধিক, তাহাও হরিবংশ বাক্যে প্রমাণিত হইল"।

শ্রীগোপালচম্পূতে অপ্রকট লীলার বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—'গোকুলের একই পুরীতে রাধিকাদি প্রেয়সীবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বাস করেন এবং শ্রীনন্দ, যশোদা, শ্রীরোহিনী মাতা এবং শ্রীবলদেবাদিও সেই পুরীতে বাস করেন।' —এখানে নিত্যধাম শ্রীগোলোকই সূচিত হইতেছে—ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে গোলোক প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরাদিষু॥ (দঃ বিঃ ১২০)

—ভগবত্তা বিকাশের তারতম্য অনুসারেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, পূর্ণতরতা ও পূর্ণতা। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম প্রেমবশ্যতা, সুতরাং মাধুর্য্যের বা ভগবত্তারও চরম বিকাশ। তাই ব্রজে তিনি পূর্ণতম; এইরূপ মথুরায় পূর্ণতর, দ্বারকায় পূর্ণ, অর্থাৎ ব্রজে বা গোকুলে ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ (এখানে ব্রজ ও গোকুল একার্থবোধক)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতম্ মহাকাব্যে গোলোক সম্বন্ধে বলেন—

'প্রকৃতির পার—পরব্যোম নামে ধাম। কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে—বিভুত্বাদি গুণবান।
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥

তাহার উপরিভাগে—কৃষ্ণলোক খ্যাতি। দ্বারকা মথুরা গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম। শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥' (চৈঃ চঃ ১।৫।১১-১৪)

বিভিন্ন নামে একই ধাম—

ব্রজলোক, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ এবং বৃন্দাবন—এই সমস্ত গোকুলেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপে লীলাস্থলকেই সাধারণতঃ গোকুল, গোলোক, ব্রজ বা বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপ বলা হয়। তথা, 'স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দাপর নাম।'

সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥ (ঐ ২।২০।১৩৩)

এই পয়ারে স্বয়ং রূপের ধামকে 'গোলোক' বলা হইল, আবার, 'ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।' (ঐ ২।২০।১৩২) এই পয়ারে ধামকে ব্রজ বলা হইল, আবার,

'গোলোকাখ্য-গোকুল মথুরা দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্য স্থিতি'॥ (ঐ ২।২১।৭৪)

এই পয়ারে গোলোককেই গোকুল বলা হইয়াছে। পুনঃ—

'অন্তঃপুর শ্রীগোলোক বৃন্দাবন। যাঁহা নিত্য-স্থিতি মাতাপিতা বন্ধুগণ॥ এবং 'তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন (ঐ ১। ১৯। ৩৬ উক্ত পয়ারদ্বয়ে শ্রীগোলোককেই বৃন্দাবন বলা হইয়াছে। 'তমে শ্বেত-দ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যম্' (ব্রহ্ম সং ৫।৫৬) এই শ্লোকে গোলোককেই শ্বেতদ্বীপ বলা হইয়াছে।* শ্রীগোকুলকে কৃষ্ণ তনু সম বিভু বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণতনু বিভু বলিয়া তনু ও বিভুবস্তু যেমন স্বরূপতঃ অভিন্ন এবং অবিকৃত থাকিয়াও অনন্ত ভগবৎ স্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকট করেন ও করিতে পারেন, তদ্রূপ শ্রীগোকুল বিভু হওয়ায় অনন্ত অভিব্যক্তি সম্ভব। অর্থাৎ বিভিন্ন ভগবৎ স্বরূপের লীলাপ্রকাশ করার উপযোগী ধাম আবিষ্কার করিয়া লীলানুকূল প্রকাশ-বিশেষ স্থলী হয়েন। এইরূপে, শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া লীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার ধাম শ্রীগোকুলও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইলেন। 'এবঞ্চ যথা শ্রীভগবদ্-পুরাবির্ভবতি লোকে, তথৈব কচিৎ কস্যচিৎ তৎপদস্যাবির্ভাবঃ শ্রূয়তে'। (ভগবৎ সন্দর্ভ ৩৮)। —এই প্রকার যেমন লোকমধ্যে ভগবদ্‌বিগ্রহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ কোনও স্থানে কোনও ধামের আবির্ভাবের কথাও শুনা যায়। আবার এই শ্রীগোকুল বিভু এবং অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন বলিয়াই স্বরূপে অভিন্ন এবং অবিকৃত থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ন্যায় যুগপৎ বহুস্থানে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন। একই গঙ্গা হরিদ্বার, কাশি, প্রয়াগ ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন গতি ও বৈচিত্রী ধারণ করিয়াছে, তদ্রূপ একই শ্রীগোলোকধাম লীলার প্রয়োজনে বিভিন্নতা ও বৈচিত্রী ধারণ করেন।

---

* গো ও গোপবাসরূপ সহস্রদল কমলাকৃতি চিন্তামণিময় স্থানের নাম—গোকুল বা বৃন্দাবন। গোকুলের বহির্মণ্ডল শ্বেতদ্বীপ (চতুষ্কোণ স্থান) এবং শ্বেতদ্বীপের অভ্যন্তরে গোকুল; সুতরাং শ্বেতদ্বীপ ও গোকুল এই উভয় সমষ্টির নাম গোলোক। যথা, সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্। (ব্রঃ সঃ ৫।২)

ধাম চিন্ময়, চিন্তামণি, কৃষ্ণতুল্য—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ১।৫।১৫-১৮ বর্ণিত ধামের স্বরূপ যথা—

'সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণ তনু সম। উপর্য্যধো ব্যাপি আছে—নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়। একই স্বরূপ তার, নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণিভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন। চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ। গোপগোপী সঙ্গে যাঁহা রাস বিলাস॥'

পুনঃ, গোলোক পরব্যোম, প্রকৃতির পার॥
চিচ্ছক্তি-বিভূতিধাম—ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নাম। মায়িক বিভূতি—একপাদ অভিধান॥ (ঐ ২।১১।৪০-৪১)

ব্রহ্মমোহন লীলায় ব্রজধামের বিভুত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। ব্রজমণ্ডলের ক্ষুদ্র এক অংশে গোবর্দ্ধনের পাদদেশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত নারায়ন মূর্ত্তি দেখাইয়া বিস্মিত করিয়াছিলেন। পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীগোকুলের পূর্ণ প্রকাশই যে প্রয়োজন—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাহাই হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীগোকুল পূর্ণ প্রকটিত হইয়া অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই সীমাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশে বিভু গোকুলের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। শ্রীগোকুলের ভূমি চিন্তামণি এবং কল্পবৃক্ষ জড় নহে—অপ্রাকৃত, চিন্ময়. শ্রীকৃষ্ণের চিৎশক্তিরই পরিণতিবিশেষ। অতএব তাহারা অপ্রাকৃত নিত্য শাশ্বত ফল দান করিতে সমর্থ। তবে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ স্বরূপ দর্শন করা যায় না। ভজন করিতে করিতে ভগবৎকৃপায় চিত্তের মলিনতা দূর হইলে, চিত্তে শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাব যোগ্যতা আসে। তখন শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার পরিকর-কর্তৃক হ্লাদিনীশক্তি ভজনকারীর হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইলে ঐ চিত্ত শুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া চিৎধর্ম প্রাপ্ত হইলে, তখনই অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি যোগ্যতা আসে। অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ের ভক্তি প্রেমরূপে পরিণত হইয়া ব্রজলোকের স্বরূপ—তাহার ভূমি যে চিন্তামণিময়, তাহার বন যে কল্পবৃক্ষময় এবং সেই ধামে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত লীলাবিলাস করিতেছেন, তৎসমুদায় দৃষ্ট হয়।

শ্রীগোলোকরূপ ভৌমব্রজেই রাসলীলা—

শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি মধুর মনোহর লীলা—তাঁহার পূর্ণতম অভিব্যক্তির মাধুর্য্যতম লীলা বলিয়া গোলোক-অভিন্ন ব্রজধামেই উহা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রেম-বিভাবিত হৃদয়েই মাত্র তাহার উপলব্ধি সম্ভব। বস্তুতঃ নিত্যধাম শ্রীগোলোকই ভৌমমণ্ডলে শ্রীব্রজরূপে প্রকট হইয়া ভূমণ্ডলের জীবকে শ্রীভগবল্লীলাদির মাধুর্য্য আস্বাদন সম্ভব করিয়াছে। পরন্তু প্রকট ব্রজলীলায় শ্রীভগবানের জন্মলীলা, হামাগুড়ি, নবনীত-চুরি তথা লৌকিকভাবে ব্রজ হইতে মথুরাদি গমনজনিত বিরহাদি লীলাদ্বারা যে প্রকার নূতন নূতন রসাস্বাদন হয়—শ্রীগোলোকে উক্ত রস-সমূহের অভাব সূচিত হয়। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় পরিকরগণের প্রেমরস আস্বাদন করিবার ছলে নিজ মাধুর্য্য ব্রজলীলায় নিত্য-নতুন ভাবে ব্রজাশ্রয়ী ভক্তগণকে আস্বাদন করান।

বংশী—

প্রকারভেদ—বেণু, মুরলী ও বংশিকা—এই তিন প্রকারের মধুর ধ্বনি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিস্তার করেন। তন্মধ্যে (১) বেণু বলিলে বুঝায় যে, উহা লম্বায় বার আঙ্গুল, মোটা এক আঙ্গুল এবং ছয়টি ছিদ্রযুক্ত। (২) মুরলী—লম্বায় দুই হাত, মুখে রন্ধ্র আছে এবং চারিটি ছিদ্রযুক্ত। (৩) বংশী—প্রতি অর্দ্ধ অঙ্গুলী অন্তর আটটী ছিদ্রযুক্ত, পরে দেড় অঙ্গুলী বাদে মুখরন্ধ্র, চারি অঙ্গুলী পরিমাণ মস্তক ও তিন অঙ্গুলী পুচ্ছ। তারা ও মুখরন্ধ্রের মধ্যে দশ, বার ও চৌদ্দ অঙ্গুলীর দূরত্ব অনুযায়ী যে বংশীধ্বনি হয়, তাহাকে যথাক্রমে সম্মোহিনী, আকর্ষিণী ও আনন্দিনী বলে। বেণু মণিময়ী, মুরলী স্বর্ণময়ী ও বংশী বংশ হইতে নির্মিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনির প্রভাব—

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম সকলেই যে প্রেমভরে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাবে বিভোর হয় তাহার প্রমাণ শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। শ্রীরাসলীলার বাসনায় শ্রীকৃষ্ণ যে বেণুনাদ করিয়াছিলেন—'নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং' প্রভৃতি শ্লোকে আমরা দেখি যে, ব্রজগোপীগণ কামোদ্দীপক সেই বেণুগীত শ্রবণ করিয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানে আছেন সেখানে অতি দ্রুত আগমন করিলেন। এই বেণুগীত কর্ণকুহরে প্রবেশ হওয়া মাত্রই সকলে আরব্ধ কার্য্য ফেলিয়া এমন কি বসন-ভূষণ-উত্তরীয় বিপরীতভাবে পরিয়াও ছুটিয়া আসিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণে যে চারিটী গুণ-বৈশিষ্ট্য আছে, তন্মধ্যে বেণু-মাধুর্য্য একটী। বেণুমাধুর্য্য বলিতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুর স্বর-মাধুর্য্যকেই বুঝায়। এ সম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃত বলেন—

'যাবতী নিখিলে লোকে নাদানামস্তি মাধুরী।
তাবতী বংশিকানাদপরমাণৌ নিমজ্জতি॥' (৫৩২)

অর্থাৎ নিখিল লোকে যত রকম শব্দ-মাধুরী আছে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এক পরমাণুতেই তৎসমস্ত নিমজ্জিত হইয়া যায়।

শ্রীভাগবতে (১০৷২১৷৯) কোন কোন গোপী অন্য গোপীকে বলিতেছেন—'হে গোপীগণ! এই বেণু কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের যে অধরসুধা কেবলমাত্র গোপীদিগেরই উপভোগ্য, এই বেণু স্বয়ং তাহা পান করিতেছে। যে সকল হ্রদের জলে এই বেণু পুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহারা এই বেণুর পানাবশিষ্ট রস পান করিয়া অঙ্গে পুলক ধারণ করিতেছে এবং তাহাদের তীরবর্ত্তী বৃক্ষগণও (যাহাদের বংশে ঐ বেণু জন্মগ্রহণ করিয়াছে) বেণুর ভুক্তাবশিষ্ট ঐ জল পান করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেছে।'

পুনঃ (শ্রীভাঃ ১০৷২৯৷৪০), ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—হে প্রিয়! ত্রিলোকে এমন কোন্ রমণী আছেন, তোমার বেণুর দীর্ঘ মূর্চ্ছিত স্বরালাপভেদযুক্ত মধুর ধ্বনিতে সম্মোহিত হইয়া যিনি আর্য্যপথ হইতে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন?

গোপালচম্পূ গ্রন্থেও দেখা যায়—শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া বংশী জন্ম প্রার্থনা করিতেছেন, যথা—'হে সখি! আমি উত্তম-কুলবধূ অপেক্ষাও বংশীর কুলে জন্ম প্রার্থনা করি। কারণ শ্রীহরি সর্ব্বদা বংশীর প্রতি সতৃষ্ণ হইয়া থাকেন এবং তাহার সহিত বিহার করেন (অর্থাৎ বাদন করেন, হস্তে, কোমরে ধারণও করেন)। কুলবধূ-দেহে ঐরূপ বিহারের বহু বাধা, পরন্তু বংশী অচেতন পদার্থ হইয়াও আমাদের বিরহ জাগ্রত করে'।

আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূতেও—'বংশী সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম দর্শন ও চুম্বনাদির সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতেছে। হায় সখি! শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা পান করিয়া আমাদের জন্য অবশিষ্ট কিছুই রাখে না'।

বংশীনাদের বৈশিষ্ট্য—

শ্রীকৃষ্ণ-মুখরিত মোহন মুরলীনাদে ব্রজের গোপগণ কেহ দাস্যে, কেহ সখ্যে, যশোদাদি বাৎসল্যে এবং শ্রীরাধাদি কান্তাভাবে আকৃষ্ট হন। মহাজন পদে যথা—

'বলাই শুনিছে বাঁশী দাদা গো কানাই।
শ্রীদাম শুনিল বাঁশী চল গোঠে যাই॥
যশোদা শুনিছে বাঁশী দে গো ক্ষীর ননী।
রাধিকা শুনিল বাঁশী কোথা বিনোদিনী॥

এইরূপে যাহার যেই ভাব, কলতানে তাহার সেই ভাবেরই অভিব্যক্তি বা উদ্দীপনাদি হইয়াছে। কোন্ রন্ধ্রের কি শক্তি এ সম্বন্ধে শ্রীশিবরামের একটি পদ—

প্রথম রন্ধ্রের গানে, ব্রহ্মার ভাঙ্গিয়ে ধ্যানে, দ্বিতীয়তে যমুনা উজান।
তৃতীয় রন্ধ্রের কথা, শুন বৃষভানুসুতা, পবনের হত হয় জ্ঞান॥
চতুর্থ রন্ধ্রের গানে, ব্রজগোপীর বাজে কানে, উনমত্ত ভ্রমরীর প্রায়।
বসন পরিতে নারে, নীবিবন্ধ খসি পড়ে, এলোকেশে সেই পথে ধায়॥
পঞ্চম রন্ধ্রের স্বরে, আপনে সে ধেনু ফিরে, পুন ধেনু যাইতে না পারে।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু, যেখানে বাজায় বেণু, আগে আসি মোর মুখ হেরে॥
ষষ্ঠ রন্ধ্রেতে প্রায় শুষ্কতরু প্রাণ পায়, পাষাণ আপনি দ্রব হয়।
গাভী তৃণ নাহি খায়, চিত্রপুত্তলীর প্রায়, কোকিলাদির স্বরভঙ্গ হয়॥
সপ্তম রন্ধ্রের গীতে, কদম্বাদি বিকশিতে, ষড় ঋতু বহে একতারে।
অষ্টম রন্ধ্রের গান, গায় সদা তব নাম, অবহেলে বাঁশী এই করে॥
শুনহ আমার ধর্ম্ম, অসাধ্য বাঁশীর কর্ম্ম, ত্রিলোক মোহিত বাঁশীর গানে॥
বাঁশীর কতেক গুণ, কি করিব নিরূপণ, শিবরাম কি কহিতে জানে॥

যোগমায়া—

আপেক্ষিক গতির ফলে যেমন সূর্য্যের উদয় ও অস্ত, তদ্রূপ স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা যোগমায়ার প্রভাবেই ব্রহ্মবিগ্রহের আবির্ভাব ; লীলা ও তিরোভাব। যোগমায়া যখন শ্রীবিগ্রহকে প্রকাশ করেন, তখন আবির্ভাব আবার যখন শ্রীবিগ্রহকে আবৃত করেন, তখন তিরোভাব। অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন যোগ-মায়ার এইরূপই প্রভাব। শ্রীগীতার ৪ | ৬ শ্লোকে যোগমায়া শব্দের টীকায় শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী বলেন— 'স্ব-স্বরূপাবরণ-প্রকাশন কর্ম্ম চ যয়া চিচ্ছক্তিবৃত্ত্যা যোগমায়য়া।' যোগমায়া শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যায় যথা—(পরাখ্য-সচ্চিদানন্দ) শক্তিবিশেষ বা ঐশ্বর্য্যযুক্ত দয়া। অথবা যিনি সর্ব্বদা বক্ষঃস্থলে অবস্থিতা, তিনিই যোগমায়া—লক্ষ্মী, তাঁহাতে (লক্ষ্মীতে) নিত্য বর্ত্তমান বা সেব্যমান। অথবা, যোগে (সংযোগ বিয়োগে) যে মায়া (বঞ্চনা) অর্থাৎ যজ্ঞপত্নীদিগের নিকট প্রকটিত বঞ্চনার ন্যায় বঞ্চনা। অথবা, যোগ (আত্মারামতা) মায়া (আবরণাত্মিকা ও কপট) বা যোগের নিমিত্ত অর্থাৎ সম্ভোগের জন্য মায় (শব্দ) যাহার এমন বংশী। অথবা যোগের (সম্ভোগের) মায় (পর্য্যাপ্তি) হয় যাহাতে অর্থাৎ শ্রীরাধা। কিংবা যোগমায়া শ্রীবৃন্দা অথবা যোগের (ব্রজবালাগণের) সহিত নিজমিলনের বা নিজের সহিত তাঁহাদের মিলনের জন্য মায়া (কৃপা)। বিশুদ্ধ দীপিকায় যোগমায়ার ধ্যানে—যোগমায়াকে 'মহাদেবী,' 'পরমেশ্বরী' 'সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ী' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের যে সর্ব্বোত্তম মধুর রাসলীলা, তাহার প্রথম শ্লোকেই 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' দেখি। অর্থাৎ অঘটন-ঘটনপটীয়সী লীলাকার্য্যে নিযুক্তা যোগমায়ানাম্নী স্বীয় শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীভগবান রাসলীলা করিয়াছিলেন। এই যোগমায়া আবার অব্যক্তা হইয়াও ব্যক্তস্বরূপে তিনি ব্রজ-তাপসী—পৌর্ণমাসী।

আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূতে দেখা যায় যে, ইনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিরুপমা শক্তি, অশেষ দুর্ঘটন-ঘটন-পটীয়সী, ভগবৎ প্রেরিতা হইয়া অলক্ষ্য শরীর ধারণ করিয়া গোকুলে (যশোদার কন্যারূপে) অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণকে বদল করিয়া কন্যাকে বসুদেব আনিলেও বসুদেব, দেবকী এবং কংস যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, তিনি যোগমায়ারই অংশরূপা ; পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ ও পূর্ণতমা যোগমায়া কখনও গোকুল ছাড়িয়া অন্যত্র যান না। যদিও শ্রীরাধাদি গোপীগণের বনে অভিসারাদিকালে যোগমায়াই তাঁহাদের প্রতিচ্ছায়া রচনা করতঃ পতিম্মন্য ও শ্বশ্রূ প্রভৃতির বাধাদি নিরসন করিয়া থাকেন, তথাপি গোপী-দের স্ব-স্ব-গুরুজনাদির সমাধান-বিষয়ে অজ্ঞান-নিবন্ধন কুঞ্জাদিতে বিহার স্বাচ্ছন্দ্যে সম্ভব হয় না। আবার একথাও বলা যায় না যে, যোগমায়াই তাঁহাদের অভিসারাদিকালে গুরুজন-সমাধানভাবনা উৎপাদন করিতে না পারেন, যেহেতু গোপীগণ নিজেদের পারকীয়াত্ববশতঃ সদাকালের জন্য ভাবনায় বিভাবিত থাকিতেন। আবার কখনও মধুপানাতিরেকাদিবশতঃ দিবারাত্রই বিলাস-বাহুল্যে গোষ্ঠগমন বিস্মরণ হইলে কখনও বা উন্মাদিত গোপীদের বনগমনে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গহেতুক অভিসারাদি বিষয়ে গুরুজনের বিতর্ক আসিলেই যোগমায়া তখন গোপীদের প্রতিরূপ ছায়ামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ সর্ব্বসমাধান করেন, যেহেতু তখন আর অন্য উপায় থাকে না।

শ্রীগোপিকাগণ কাত্যায়নী ব্রত করিতেন এবং তাঁহার অর্চ্চনা বিষয়ে নিম্নোক্ত স্তব শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়—

কাত্যায়নি মহামায়ে! মহাযোগিন্যধীশ্বরি!
নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরুতে নমঃ। (শ্রীভা ১০।২২।৪)

—হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! হে দেবি! নন্দগোপ-সুতকে আমার পতি কর, তোমাকে নমস্কার।

এস্থলে গোপিকাদিগের ভাব এইরূপ—হে মহাযোগিনি! তুমি মহাযোগশালিনী; সুতরাং যোগপ্রভাবে অসংযোগ বিষয়েও শীঘ্র সংযোগ সম্পাদন করিতে পার, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমাদের শীঘ্র সংযোগ সম্পাদন কর, কিন্তু পিতামাতার ব্যবধানরূপ উপদ্রব দ্বারা নহে। পরম উৎকণ্ঠাবতী আমরা কালবিলম্ব সহ্য করিতে অসমর্থা; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের এখনও উপবীত হয় নাই, হয়ত বিবাহ অসম্ভব হইবে। অতএব হে দেবি! তুমি ক্রীড়াশীলা, সুতরাং মুখ্য বিবাহ ব্যতিরেকেই কেবল গান্ধর্ব্বরীতিতে বিবাহ দ্বারা তাঁহাকে আমাদের পতি কর। হে মহামায়ে! তুমি মায়া দ্বারা আমাদের পিতা মাতাকে মোহন কর, যেন তাঁহারা কখনও আমাদের বিবাহ চেষ্টা না করেন অর্থাৎ কোন গোপের সঙ্গে বিবাহও না দেন এবং কৃষ্ণ-সঙ্গ রহস্যও জানিতে না পারেন। অতএব তাদৃশ পতিত্ব বিবাহ বিনাও সিদ্ধ কর ইত্যাদি। গোপকন্যা-গণ সিদ্ধও হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'যাতাবলা! ব্রজং সিদ্ধাঃ ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ। যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ। (ভাঃ ১০।২২।২৭)—অয়ি অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধা হইয়াছ, এখন ব্রজে গমন কর; আগামী শারদীয় রজনীতে আমার সহিত বিহার করিতে পাইবে। হে সতীগণ! দেবীর আরাধনা কখনও বিফল হয় না। যেহেতু আমার সহিত বিহারাত্মক সংকল্প করিয়া তোমরা দেবীর ব্রত করিয়াছ। এই ব্রতের চরম ফলস্বরূপে রাসলীলার মিলন সুখোৎকর্ষ।

জীবতত্ত্ব—

জীবাত্মাই জীব; মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি জীবাত্ম-বিশিষ্ট দেহকে উপচারে জীব বলে; কিন্তু ইহারা জীবতত্ত্ব নহে। 'জীবয়তি জীবং করোতীতি'—এই অর্থে জীব নিজে চেতন বলিয়া তাহার সংস্পর্শে দেহটিও চেতন হয়; সুতরাং দেহ হইতে চেতন বস্তু জীব অন্তর্হিত হইলে দেহ অচেতন হইয়া পড়ে। এই চেতন বস্তুই জীব। জীব পরমাত্মার অংশ, তাহা দুই প্রকার—সমষ্টি ও ব্যষ্টি। নিখিল জীবাভিমানী বিরাট পুরুষ—সঙ্কর্ষণই সমষ্টি জীব এবং রশ্মি বা পরমাণুস্থানীয় জীবই ব্যষ্টি-জীব। এই জীব পুনঃ ভগবদুন্মুখ ও বিমুখ ভেদে দুইপ্রকার। যে সকল জীব অন্তরঙ্গ বা স্বরূপশক্তি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত, সেই জীবসকল ভগবদুন্মুখ; আর যাহারা ভগবদ্বিমুখ, তাহারা মায়াপরাভূত সংসারী।

গীতাশাস্ত্রে—

অপরেয়ম্, ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (৭।৫)

এই শ্লোকে মায়াকে 'অপরা' এবং জীবকে 'পরা' শক্তি বলা হইয়াছে। এবং এই পরাশক্তি জীবস্বরূপ (চেতনা), ইহার দ্বারাই জগৎ ধৃত হইয়াছে। গীতোক্ত 'প্রকৃতি' এবং সাংখ্যের 'প্রকৃতি' এক নহে। টীকায় শ্রীলস্বামীপাদ বলিয়াছেন—ইহা কিন্তু অপরা অর্থাৎ জড়া বলিয়া নিকৃষ্টা, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর একটি প্রকৃতি (ক্ষেত্রস্বরূপ চৈতন্যশক্তি) আছে; এই চৈতন্যশক্তিই জীব এবং এই জীব স্বকর্ম দ্বারা এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে, অর্থাৎ জীবশক্তি চেতনা বলিয়া ভোক্তৃরূপে দেহে প্রবেশ করিয়া কর্মানুসারে দেহাদি ধারণ করিয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ টীকায় বলিয়াছেন—বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে জীবশক্তিকে উৎকৃষ্ট বলার হেতু এই যে, জড়ত্বহেতু বহিরঙ্গা মায়াশক্তি অপরা বা নিকৃষ্টা, কিন্তু চেতনত্বপ্রযুক্ত জীবশক্তি পরা বা উৎকৃষ্টা; সুতরাং জীবশক্তি চিদ্রূপ।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের অর্থের মর্ম্মও এইরূপ। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তিরূপা চিচ্ছক্তি নহে—তটস্থা শক্তি। তটস্থাশক্তি বলিতে মায়াশক্তি বা স্বরূপশক্তির অন্তর্ভূক্ত নহে। ইহা একটি পৃথক শক্তি বলিয়া তটস্থা শক্তি। এই শক্তি জীবশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অংশ, স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অংশ নহে। ইহা তটস্থা বলিয়া জড়া নহে কিন্তু চৈতন্যরূপা; তবে স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত চিদ্রূপা নহে। অতএব জীব স্বরূপতঃ পরমাত্মার শক্তি হইলেও জীবে স্বরূপশক্তির অভাব আছে। ভগবৎসন্দর্ভে (১০২) 'হ্লাদিনী স্বরূপভূতেতি যাবৎ সা সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে স্বয়োব ন তু জীবেষু" এই বাক্যেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। অবশ্য জীবের মধ্যে বহু বিশেষগুণের অস্তিত্ব দেখা যায়। জীব নিজের কাছে নিজেই প্রকাশিত (স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ) একরূপ, স্বরূপভাক্‌, চেতন, ব্যাপ্তিশীল, চিদানন্দাত্মক, অহমর্থ, প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন, অণু, নিত্য, নির্ম্মল, জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট এবং পরমাত্মার অংশরূপ। এই গুণাবলীর মধ্যে দুইটি প্রধান গুণ সহজেই বুঝা যায় যথা—(১) অপরিবর্ত্তন-শীলতা (২) নানা বৈচিত্রীর মধ্যে ঐক্য সংরক্ষণ। এই দুইটি লক্ষণ একান্ত পৃথক নহে, উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। জীব-চৈতন্যের অর্থ লৌকিক জ্ঞান মাত্র নহে—লৌকিক জ্ঞানের অতীত আত্ম-নিহিত সম্বিৎ বৃত্তি। জীব 'স্বয়ং প্রকাশ' বলিতে—নিজের চৈতন্যশক্তি বলেই নিজের নিকট নিজে ব্যক্ত; কিন্তু তাহার এই চৈতন্য অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত নহে—ইহা তাহার নিজস্ব। প্রদীপ যেমন নিজের আলোক দ্বারা আত্মপ্রকাশ ও পরপ্রকাশরূপ দুইটি কার্য্যই করিতে পারে, তদ্রূপ জীবও নিজ চৈতন্য দ্বারা আত্মপ্রকাশ ও পরপ্রকাশ করিতে সমর্থ। অবশ্য পরমাত্মা যে অর্থে স্বয়ংপ্রকাশ সে অর্থে নহে। জীবের চৈতন্য অপর কোন বস্তু হইতে প্রাপ্ত না হইলেও অংশী পরমাত্ম হইতে প্রাপ্ত; কিন্তু পরমাত্মার চৈতন্য স্বয়ংসিদ্ধ।

জীব জড়াপ্রকৃতির তুলনায় স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও তাহার প্রকাশ পরমাত্মার উপর নির্ভর করে। কেননা স্বাংশ পরমাত্মা স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ অংশী শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ; কিন্তু বিভিন্নাংশ স্বরূপে জীব স্বরূপতঃ চিৎকণ এবং সামর্থ্যেও সর্ব্বথা পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল। জীবের অণুত্ব মুক্তির পূর্ব্বে ও পরে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকিবে, কখনও বিভুত্ব হইবে না। চিদংশে জীব অংশী পরমাত্মার

ভেদ থাকিবেই। জগৎকর্তৃত্বাদি পরমাত্মত্বর সহিত অভিন্ন হইলেও বিভুত্ব ও অণুত্বহেতু স্বরূপগত ভেদ থাকিবেই। জগৎকর্তৃত্বাদি পরমাত্মত্বর সহিত অভিন্ন হইলেও বিভুত্ব ও অণুত্বহেতু স্বরূপগত ভেদ ব্যতীত জীবে কখনও সম্ভব হইবে না। এইরূপ জীব ও পরমাত্মার সহিত স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ ভেদ ব্যতীত জীবে কখনও সম্ভব হইবে না। যে 'অহং' দ্বারা জীবের পরিচয় প্রদান করা হয়, সে অহঙ্কার প্রকৃতিসৃষ্ট নহে—ইহা নিরূপিত হইয়াছে। যে 'অহং' দ্বারা জীবের পরিচয় প্রদান করা হয়, সে অহঙ্কার ঘটিয়া থাকে—কিন্তু যে তাহার স্বরূপগত অহঙ্কার। যদিও জীবের প্রাকৃত দেহসম্বন্ধহেতু প্রাকৃত অহঙ্কার ঘটিয়া থাকে—কিন্তু যে 'অহং' দ্বারা জীবের পরিচয় দেওয়া হয় তাহার সহিত প্রাকৃত দেহাদির কোন সম্পর্ক নাই। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়মূলক অহঙ্কার হইতে যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা হইতে জীবের অহংজ্ঞান পৃথক। জীব জ্ঞাতা হইলেও প্রাকৃত জ্ঞেয় বস্তু হইতে পৃথক; কিন্তু জীব জ্ঞানৈকরূপ বলিয়া কেবল উপলব্ধি-স্বরূপ। দেহের বিকার বা ধ্বংস আছে, কিন্তু আত্মার বিকার ও ধ্বংস নাই। জীবকে দেহ-মন-বিশিষ্ট কর্তা ও ভোক্তা মনে করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, জীব প্রপঞ্চাধীন বা মায়ার বশীভূত; কিন্তু স্বরূপতঃ জীব মায়ার অধীন নহে—প্রপঞ্চাতীত। জীবের মায়াধীনতা প্রাকৃত মনের অভিমানমাত্র; কিন্তু তাই বলিয়া জীব কখনও মায়ার নিয়ামক হইতে পারে না। একমাত্র শ্রীভগবানই মায়ার নিয়ামক। তবে জীব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে মায়ার অধীনে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত কৃপা প্রভাবে মায়াকেও অতিক্রম করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপশক্তির সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী হ্লাদিনী বৃত্তি বিশেষকে সর্ব্বদাই ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন। তাহাই ভক্তচিত্তে আসিয়া ভগবৎ প্রীতিরূপে ভক্ত ও ভগবান্—উভয়েরই পরমাস্বাদ্য হইয়া থাকে। এবং তাহাতেই ভক্ত ও ভগবান উভয়েরই পরমাবেশ দেখা যায়। 'তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে, অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যাতিশয়ং ভজত ইতি। অতএব তৎসুখেন ভক্তভগবতো পরস্পরম্ আবেশমাহ' (প্রীতিসন্দর্ভঃ)। এইরূপ অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবৎ কর্ত্তৃক প্রীতিদান লীলা চলিতেছে। এই প্রীতি জীবের চিত্তে আসিয়া ভগবৎ সেবায় পরমোৎকণ্ঠা জন্মাইয়া তাহাকে ভগবৎ সেবার উপযোগী অবস্থা দান করেন। বহির্ম্মুখ অবস্থায় জীব যে সুখ ভোগ করে, তাহা মায়ার গুণত্রয়যুক্ত বলিয়া দুঃখবহুল ও ক্ষণস্থায়ী। যদিও সত্ত্বগুণের স্বচ্ছতা বশতঃ কিঞ্চিৎ প্রকাশত্ব ও উপদ্রবশূন্য সুখ উপলব্ধি হয়, কিন্তু ঐ সুখও জীবকে বন্ধন করিয়া রাখে। কেননা, এই সুখও অবিদ্যা হইতে জাত। জীবের সংসার বন্ধন প্রাপ্তির কারণ হইতেছে—'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ' (শ্রী ভাঃ ১১।২।৩৭)—ঈশ্বর হইতে বিমুখ জীবের স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে বলিয়া দেহে অভিনিবেশ হয় অর্থাৎ এই দ্বিতীয় বস্তু যে দেহেন্দ্রিয়াদি তাহাতে অভিনিবেশ হইলেই সংসার ভয় হয়। 'কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ" (চৈঃ চঃ ২।২০) অর্থাৎ ভগবৎ স্মৃতিহীন হইলেই সংসারী হইতে হয়। জীবের স্বভাবগত যে সুখবাসনা আছে সেই সুখবাসনার তৃপ্তি জন্য মায়িক বস্তুর অন্বেষণ করিয়া মায়ার কবলে পড়িয়া থাকে; অবশ্য জ্ঞাতব্য এই যে, মায়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেবী জীবকে বন্ধন করেন নাই, দেবী জীবই মায়াকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। এ কারণ মায়াদেবী আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত করিয়া বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা মায়িক বিষয়ে ও ইন্দ্রিয়াদিতে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, যাহার জন্য জীব সমস্ত ভুলিয়া এই মায়ারাজ্যের সুখভোগে আবিষ্ট

হইয়া রহিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীব কেন শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যায়? উঃ—জীবের চিৎকণত্বই মায়াবন্ধের অন্যতম হেতু হইলেও জীব যখন নিজ ভোগের জন্য মায়াকে অঙ্গীকার করে, তখনই শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যায়। তখন সে মনে করে—মায়াদেবী তাহার সুখবাসনার চরমতৃপ্তি সাধন করিবেন, তাই মায়া-রচিত বিষয় ভোগের জন্য মায়াদেবীকে বরণ করে; বস্তুতঃ সুখের মূল উৎস হইতেছেন—শ্রীভগবান। শ্রীভগবানকে ভুলিলেই দুঃখভোগ অনিবার্য্য। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জীবস্বরূপে যে সুখবাসনা আছে, তাহার অপব্যবহার হইতেই মায়াময় দুঃখভোগ; জীব স্বরূপতঃ তটস্থা-শক্তি বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করে। অপিচ এই মায়া বিদ্যাবৃত্তিতে বন্ধন-মোচনের কারণও হইয়া থাকেন। জীব স্বরূপতঃ মুক্ত হইলেও অবিদ্যার প্রভাবে যেমন তাহার স্বরূপজ্ঞান আবৃত হয়, তেমনি আবার বিদ্যার প্রভাবে স্বরূপজ্ঞানের আবরণ দূর হয়। যদিও এই বিদ্যা মায়ামুক্তির উপায় হইয়া থাকে, তথাপি মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তই জানিতে হইবে এবং এই বিদ্যাবৃত্তি স্বয়ং মুক্তি ঘটাইতে পারে না, কারণ ইহা স্বরূপশক্তির বৃত্তি নহে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীব স্বরূপতঃ চিৎকণ হইলে অচিৎ মায়াশক্তি কিরূপে তাহাকে পরাভব করিতে পারে বা স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে? উঃ—জীব চিৎকণ বলিয়াই মায়া তাহাকে পরাভব করিতে পারে, তটস্থাশক্তিময় জীবের অণুত্বই মায়াকর্ত্তৃক কবলিত হওয়ার হেতু। কিন্তু যাঁহারা নিত্যমুক্ত জীব, যদিও তাঁহারাও তটস্থাশক্তি—তথাপি মায়া তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে পারে না; কেননা, মুক্তজীব স্বরূপশক্তি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত। অপরপক্ষে বহির্ম্মুখ জীবে এই স্বরূপশক্তির অভাব আছে বলিয়াই মায়ার বশযোগ্য। ('তৎ পরাঙ্মুখত্বদোষেণ লব্ধছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী'—পরমাত্মসন্দর্ভঃ) অর্থাৎ ভগবৎ-পরাঙ্মুখতা দোষ হেতু ছিদ্র পাইয়া মায়া সংসারী জীবকে কবলিত করেন। কেবল স্বরূপশক্তির প্রভাবেই মায়ার গুণপ্রবাহ উপরমিত হয়, অন্যরূপে হয় না। জীব স্বরূপতঃ অণু হইলেও স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলেই স্বরূপশক্তির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, তখন আর মায়া তাহাকে কবলিত করিতে বা স্বরূপজ্ঞান আচ্ছাদন করিতে পারেনা।

জীব স্বীয় অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারের ফলেই শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়াছে এবং দেহাদির সুখকে আত্মার সুখ মনে করিয়া প্রাকৃত বস্তুতে সুখের অন্বেষণ করিতেছে। আমরা আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়াছি, কিন্তু আমাদের আনন্দ আস্বাদনের বাসনা জাগ্রত আছে; অপিচ এই বাসনা যে শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিলেই চরম সার্থকতা পাইতে পারে—এরূপ বিচারও মনে জাগেনা, ইহাই স্মৃতিভ্রংশ। যদিও কোন সময়ে ভগবদ্-স্মৃতি জাগিয়া উঠে, তাহা কিন্তু স্থায়ী হয় না। ভগবদ্-স্মরণে মনঃসংযোগের সময় মন বিক্ষিপ্ত হইয়া বিষয়ে প্রবেশ করে; ইহারও হেতু ঐ মায়া। ঐ মায়া ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া মহাপ্রভাবশালিনী। ক্ষুদ্র জীবশক্তি প্রতিপদে মায়ার কাছে পরাভূত হয়। এই মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় হইতেছে—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' (গীতা) শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

অতএব মায়াশক্তিবিশিষ্ট জীবের পক্ষে মায়া নিবৃত্তির জন্য পরমেশ্বরই ভজনীয় তত্ত্বরূপে জ্ঞাতব্য। জীবের যে কর্ত্তৃত্ব, তাহাও পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বরের কৃপাশক্তি না পাইলে জীব নিজের কর্ত্তৃত্বকেও

নিজের কর্ত্তৃত্ব বিকাশের ফলে জীবের যে কর্ম
বিকাশ করিতে পারে না। পরমেশ্বরের শক্তিতে নিজের কর্ত্তৃত্ব বিকাশের ফলে জীবের যে কর্ম
বিকাশ করিতে পারে না। পরমেশ্বরের নহে; ঈশ্বর কেবল কর্ম্মফলদাতা। জীব নিজের
অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দায়িত্ব জীবেরই, পরমেশ্বরের নহে; ঈশ্বর কেবল কর্ম্মফলদাতা। জীব নিজের
ইচ্ছানুসারে (ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তিতে) কাজ করে বলিয়া কর্মফলের জন্য দায়ী। জীবের অণুস্বাতন্ত্র্যের ফুরণ
ইচ্ছাতে, সুতরাং ইচ্ছা করা পর্যন্তই তাহার ক্ষমতা; কিন্তু ঐ ইচ্ছানুরূপ কাজ করিবার শক্তি তাহার
নাই। এই প্রকারে জীবের সীমাবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য হইলেও সর্ব্বপ্রকার বাসনার সহিত যাবতীয় ধর্ম্মাধর্ম্মমূলক
মন ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মসমর্পণই প্রকৃত শরণাগতি। কেননা, জীব যাহাকে ধর্ম বলিয়া মনে
করে—তাহা প্রকৃতিরই ধর্ম, সংসারে যাহা কিছু সব প্রকৃতিই করিতেছে। জীব কিন্তু প্রকৃতির ধর্ম্মাতীত
পরাপ্রকৃতি, মিথ্যা অভিমানে প্রকৃতির ধর্মকে নিজধর্ম মনে করে। অতএব প্রকৃতির ধর্ম্ম সহিত
সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণই শরণাগতি। ইহাতে প্রীতির সহিত কর্মানুষ্ঠান মাত্র আছে, কোনরূপ
ফলের প্রলোভন নাই; এমনকি ধর্ম্মাধর্ম বোধেরও স্থান নাই। তাই সব পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রীতিতে
সব কিছু করার নামই শরণাগতি। "অন্যাশ্চ পূর্ব্বিবঃ তাং বিনা তদিয়াত্বাসিদ্ধেঃ" (ভঃ সঃ ২৩৬)—
শরণাপত্তি ব্যতীত তদীয়ত্ব সিদ্ধি হয় না। এই প্রকার শরণাগত ভক্তদিগের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া
শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ লীলার প্রকটনে তাঁহাদিগকে নিজ বিষয়ে প্রেরণ করেন।

ফলশ্রুতি

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের এমনই এক অচিন্ত্য স্বভাব যে, যে কেহ এই মাধুর্য্যের কথা অন্যের নিকট হইতে শ্রবণ করে, তাহারই হৃদয়ে তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত তীব্র উৎকণ্ঠা জাগাইয়া দেয়। ক্রমশঃ সেই উৎকণ্ঠার প্রাবল্য এত অধিক হয় যে, সেই লোভে সে অধীর হইয়া শ্রীগুরুপাদাশ্রয়াদিক্রমে ভজনে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু লীলাকথা শ্রবণ সম্বন্ধে ইহাও বিশেষ বিবেচ্য যে, যাঁহারা স্বীয় হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য ...তত আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহাদের মুখেই মাধুর্য্যের কথা শুনিলে শ্রোতার হৃদয়ে মাধুর্য্য আস্বাদনের আকাঙ্খা জন্মায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ মধুর লীলা বর্ণিত আছে; তন্মধ্যে ব্রজদেবীগণের সহিত তাঁহার রাসলীলাই সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি বলিয়া উহার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিও সর্ব্বোত্তম। তাই শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী শ্রীভগবানের রাসলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলশ্রুতিতে বলিয়াছেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ (১০।৩৩।৩৯)

—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়ার কথা নিরন্তর শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি প্রথমেই শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া তদনন্তর অচিরেই জিতেন্দ্রিয় হন এবং হৃদয়ের কামাদি রোগ হইতে চিরতরে মুক্ত হন।

উক্ত শ্লোকে 'যঃ' (যে ব্যক্তি) এই লীলাকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন—এই বাক্যে অধিকারের অপেক্ষা নিরস্ত হইয়াছে; অতএব যে কোনও ব্যক্তি রাসলীলাকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে পারেন, ইহাতে কোন বিচার বা বাধা নাই। আবার এই লীলাকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ বা অনুমোদনের ফলে প্রথমেই শ্রীভগবানে প্রেমলাভ হয় এবং পরে চিত্তমল কামাদি বিনষ্ট হয় বলিয়া চিত্তশুদ্ধ্যাদির কোন অপেক্ষা থাকে না। এতদ্বারা ব্রজে শ্রীব্রজবধূসহ রাসাদি লীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজন মহিমার পরমবৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত হইল। এইরূপে সামান্যতঃ শ্রীব্রজবধূগণের সহিত যে বিহার, তাহার শ্রবণ-কীর্ত্তনেই ভক্তির পরমত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তন্মধ্যেও পরমশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার সহিত যে রাসাদি লীলা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তদাত্মক শ্রীকৃষ্ণভজন পরমতমরূপে স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু এই রহস্যলীলাটী পৌরুষবিকারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এবং পিতৃ-পুত্র-দাস-ভাবযুক্ত ভক্তগণ যেন উপাসনা না করেন। কেননা তাহাতে স্বীয়ভাবের সহিত বিরোধ অনিবার্য্য।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে লীলাকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণে অধিকার হয় না; কিন্তু উক্ত শ্লোকে "প্রথমেই শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া তদনন্তর হৃদয়ের কামাদি রোগ হইতে চিরতরে মুক্ত হন।"—এই বিরুদ্ধ উক্তির সমাধান কিরূপ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শ্রীরাসাদি লীলাকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণের এতাদৃশ প্রভাব যে, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির হৃদ্‌রোগ কামনাশ ও প্রেমলাভ যুগপৎ সংঘটিত হইলেও প্রেমের প্রভাবই প্রথমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এজন্য শ্লোকে 'শ্রদ্ধান্বিত' হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন উক্ত হইয়াছে। অপিচ লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সৌভাগ্য একমাত্র শুদ্ধভক্তের সঙ্গ ও কৃষ্ণকৃপাসাপেক্ষ। শুদ্ধভক্তের কৃপায় শাস্ত্রবিধি-লঙ্ঘনজনিত পাপাদি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাঁহারই কৃপা-প্রভাবে প্রাচীন অপরাধাদি হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। এইরূপে হৃদয় পাপ ও অপরাধশূন্য হইলেই সেই হৃদয়ে লীলাকথার শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং তাদৃশ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরই শ্রীরাসাদি লীলাকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তনের ফলে হৃদয়ে প্রেমের প্রভাব প্রথমে প্রকাশ পাইয়া থাকে বলিয়া হৃদ্‌রোগ কাম সমূলে নষ্ট হয়। অতএব শ্রদ্ধান্বিত হইয়া লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে হইবে; কিন্তু তদ্‌বিপরীত ভাবিয়া অর্থাৎ হৃদ্‌রোগ কামাদি থাকিতে প্রেমের উদয় হইতে পারে না, এরূপ মনে করিলে অবজ্ঞারূপ অপরাধ হইবে

এবং ঐ অপরাধ নিবৃত্তির জন্য নিরন্তর লীলাকথা শ্রবণ করিতে হইবে। এতাদৃশ লীলার প্রভাব হইলেও যাহারা অপরাধী, তাহাদের নিকট লীলার প্রভাব সম্যকরূপে প্রকাশিত হয় না। তবে অপরাধ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইলে লীলার প্রভাব বুঝিতে পারিবে।

তাৎপর্য্য এই যে, কামুক ব্যক্তির দেহ-দৈহিক বিষয়াদি কালবশে জীর্ণ-শীর্ণ হইলেও তাহার মনের কাম-পিপাসা কখনও জীর্ণ হয় না। সুতরাং মনের এই কাম যে পর্য্যন্ত থাকে, সে পর্য্যন্ত চিত্ত মলিনই থাকে। যাহাদের হৃদয় পাপকর দুষ্কামভাবে পূর্ণ, তাহারা যেন কদাচ এই রাসাদি লীলার অনুশীলন না করে। তাহারা যদি এই পরম রহস্যময়ী লীলাকথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কিছুতেই এই লীলার প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না; বরং এই ভুবনপাবন অপ্রাকৃত লীলাকে সাধারণ নায়ক-নায়িকাঘটিত মনে করিয়া অপরাধগ্রস্ত হইবে।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

ভূমিকার সংশোধন—

৵৹ পৃষ্ঠার ৮ লাইনে 'নৃত্যবিশেষ' শব্দের পর 'শ্রীভা ১০।৩৩।২' শব্দ সংযুক্ত হইবে এবং ১১ লাইনে 'শ্রীভা ১০।৩৩।২' শব্দ বাদ যাইবে।

।৹ পৃষ্ঠার (ফুটনোটে) ২ লাইনে প্রীতিভাবের স্থলে প্রীতি ভাবের।

৷৵৹ পৃষ্ঠার ৭ ,, ও —

৸৹ পৃষ্ঠার ১ লাইনে রসের স্থলে রাসের।

১৷৵৹ পৃষ্ঠার ৫ নং পদ্যের ৫ম লাইনে 'বৃন্দাবনে অপরূপ রাসবিহার' হইবে। উহা ৫ ও ৬ নং পদ্যের মধ্যস্থলে হইবে না।